মায়াপুর ইনস্টিটিউট

ভক্তিবৈভব কোর্স

মডিউল-২

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ স্কন্ধ

শিক্ষার্থীদের সহায়িকা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

সূচীপত্র

ভূমিকা
ভক্তিবৈভব পর্যালোচনা
শাস্ত্র অধ্যয়নের ১২টি লক্ষ্য

Unit 13 --- দক্ষ যজ্ঞ
Unit 14 --- ধ্রুব মহারাজ
Unit 15 --- পৃথু মহারাজ (ভাগ-১)
Unit 16 --- পৃথু মহারাজ (ভাগ-২)

ব্যক্তিগত প্রবচন, চতুর্থ স্কন্ধ অধ্যায় ২৪

Unit 17 --- রাজা পুরঞ্জন
Unit 18 --- রাজা প্রাচীনবর্হি, নারদ ও প্রচেতাগণ
Unit 19 --- মহারাজ ঋষভদেব
Unit 20 --- মহারাজ ভরত
Unit 21 --- বৈদিক মহাবিশ্ব
Unit 22 --- অজামিল, নারদ ও দক্ষ
Unit 23 --- বৃত্রাসুর
Unit 24 --- রাজা চিত্রকেতু

ভক্তিবৈভব চূড়ান্ত তত্ত্বালোচনার দিক্‌নির্দেশিকা
Bhaktivaibhava Final Dissertation Sample Score Sheet
Bhaktivaibhava Module 2 Assessment Overview
Bhaktivaibhava Module 2 Ślokas to Remembe

ভূমিকা

উত্তর-খণ্ড শ্রীধাম অধ্যয়নম্

(দিব্য ধাম চত্বরে পাঠ্য শাখা)

MI ভক্তিবৈভব মডিউল-২ পাঠ্যক্রমের উত্তর-খণ্ড শ্রীধাম আধ্যয়নম্ এ সকলকে স্বাগতম জানাই। এই শাখার পাঠ্য ক্রমের ক্লাসগুলি শ্রীধাম মায়াপুর চত্বরে Mayapur Institute (MI) এর অন্তর্ভুক্ত। ভক্তিবৈভব কোর্সের পাঠ্যক্রমকে ১২ সপ্তাহব্যাপী অনুভাগে বিভাজিত করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতমের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি অনুভাগে পাঁচটি করে পাঠ আছে, প্রতিটি পাঠের নির্ধারিত সময় হচ্ছে প্রায় ২ -- ২.৩০ ঘন্টা। প্রতিটি অনুভাগের এই মুখ্য পাঁচটি পাঠেই সদ্ব্যবহার উপযোগী কিছু অনুশীলন কৌশল প্রদান করবে যা ছাত্রদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তু অর্জন করতে সাহায্য করবে। এই পাঁচটি পাঠ ছাড়অও, সেখানে একটি অতিরিক্ত প্রবচন, আমন্ত্রিত বক্তা দ্বারা দেওয়া হতে পারে।

ছাত্রদের প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ ঃ-

এই পাঠ চলা কালীন অবস্থায় আপনার নিম্নলিখিত উপাদানগুলি প্রয়োজনঃ-

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪--৬ স্কন্ধ।

ছাত্রদের পাঠ্যক্রম।

শ্রীল প্রভুপাদ উদ্ধৃতি গ্রন্থ।

কিভাবে ছাত্রদের পাঠ্যক্রম ব্যবহার করবেন ?

এটি আপনার ভক্তিবৈভব মডিউল-২ এর পাঠ্যক্রম। এই পাঠ্যক্রমের শুরুতেই আপনি প্রতিটি অনুভাগের নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় জানতে পারবেন। এই মূল্যায়ণ অবশ্যই আপনাকে পাঠে আশার পূর্বেই সম্পন্ন করে আসতে হবে। পূর্ব স্বাধ্যায় (পূর্বেই গৃহে পড়বেন) এবং অধ্যায় কথাসার পাঠ চলাকালীন উল্লেখ করা হবে। প্রতিটি অনুভাগের পঠন প্রয়োজনম্ (লক্ষ্য ও লক্ষ্যবস্তু) যা কিনা প্রতিটি অনুভাগের শেষে অর্জন করা হবে এবং নির্দ্ধারিত খোলা বই মূল্যায়ণ প্রবন্ধ লিখতে হবে। অনুভাগের প্রবন্ধগুলি পরবর্তী অনুভাগ শুরুর দিনেই দিতে হবে। ক্লাস পরিচালক ভক্তিবৈভব মডিউল-২ এর অনুভাগ সূচী আপনাদের জানিয়ে দেবেন।

Bhaktivaibhava Module 2 Student Handbook Editors
1st edition 2008, Editor: Atul Kṛṣṇa Dāsa
2nd edition 2012, Editors: Gopīkā Rādhikā Devī Dāsī,
Sureśvara Dāsa

ঐচ্ছিক উপাদান সমূহ ঃ-

আপনি আপনার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।

Unveiling His Lotus Feet --ভুরিজন দাস।

Srimad Bhagavatam At a Glance -- নারায়ণী দেবী দাসী।

Srimad Bhagavatam -- পূর্ণপ্রজ্ঞ দাস।

আমাদের যোগাযোগ

পাঠক্রমের অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ঃ-

bengali@mayapurinstitute.org

MI (Mayapur Institute)

অথবা আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন ঃ-

www.mayapurinstitute.org

ভক্তিবৈভব পাঠক্রমের লক্ষ্যসমূহ

১) Knowledge (Kno)

ছাত্রদের কৃষ্ণভাবনায় অবগতির জন্য ভিত্তিমূলক ও তথ্য সমূহ মুখস্থ করা ও প্রয়োজনে তারা যেন সেগুলিকে মনে করতে পারে তাতে সহায়তা করা।

২) Understanding (Und)

গভীর পঠন ও বৃহত্তম দৃষ্টিকোণ থেকে পর্য্যালোচনা, চিন্তাশক্তির বিকাশ তথা নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনার তাত্ত্বিক দিকগুলিকে গভীর ভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করা।

৩) Personal Application (PeA)

বাহ্যিক ব্যবহারে ও আভ্যন্তরীণ অনুশীলনে কৃষ্ণভাবনার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্রদের বৈষ্ণব গুণাবলী ও আচরণে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করা।

৪) Preaching Application (PrA)

শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে কার্য্যকরী প্রচারের সক্ষমতা ও ইচ্ছা উৎপন্ন করা।

৫) Faith and Conviction (FC)

কৃষ্ণভাবনামৃত ও শাস্ত্রকে মূল ভিত্তি জেনে, তাদের উপর শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা বর্ধিত করা।

৬) Authority of Śāstra (Aut)

ভক্তদের মধ্যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করার পূর্ণ মানসিকতা, জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তি ও বৈদিক জ্ঞানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সহায়তা করা।

৭)Theological Application (ThA)

বৈষ্ণব-তত্ত্ববিৎ ভক্ত সমূহকে তৈরী করা, যারা বহুল ভাবে ব্যক্তিগত, সমাজিক, নৈতিক, বিষয়গত এবং তাত্ত্বিক সমস্যা গুলির সমাধানে শাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষ হবেন।

৮) Evaluation (Eva)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শাস্ত্রের প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক, বিবৃতিমূলক ও মূল্যায়ণগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

৯) Mood & Mission (M&M)

শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্যকে প্রশংশা করতে ও ইসকনের মধ্যে সে গুলি কে চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

১০) Academic & Moral Intergrity (AMI)

শিক্ষার্থীরা যাতে শাস্ত্রীক জ্ঞানের বিবৃতি, মূল্যায়ণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক ও শৈক্ষনিক সততা লাভ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করা।

১১) Responsibility for Learning (RL)

শিক্ষার্থীদের শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর পঠনের উৎসাহ বৃদ্ধিও মাধ্যমে পাঠের অভ্যাস তৈরী করা, শেখার দয়িত্ব গ্রহণ উৎসাহিত করা ও উপযুক্ত শিক্ষণ দক্ষতা প্রদান করা।

১২) Śāstra Cakṣusā (SC)

শিক্ষার্থীদের সমস্ত কিছুকে শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কৃষ্ণভাবনার ভিত্তিতে দর্শন করতে সাহায্য করা। চরমে ভক্তদের শাস্ত্রকে উপলব্ধি করতে এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কিছুর মধ্যে দর্শন করতে সাহায্য করা।

Unit 13 --- দক্ষ যজ্ঞ

৪র্থ স্কন্ধ অধ্যায় ১--৭

পাঠ -১

অধ্যায় ১, শ্লোক সমূহ ১, ১৫-৩৩

অধ্যায় ২, শ্লোক সমূহ ১-৩২

পাঠ-২

অধ্যায় ৩, শ্লোক সমূহ ৩-২২

পাঠ---৩

অধ্যায় ৪, শ্লোক সমূহ ৩--২৬

পাঠ--৪

অধ্যায় ৫ এবং ৬

পাঠ--৫

অধ্যায় ৭, শ্লোক সমূহ ১-৫৫

পাঠ--৬

৪.১ স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাদের বংশ তালিকা

পূর্ব স্বাধ্যায় -

১. ''পুত্রিকা ধর্ম'' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। এই ব্যাপারে মনুর অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করুন ।(২)
২. বৈদিক সভ্যাতা অনুসারে পতি ও পত্নীর সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিৎ তা শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা অনুসারে সংক্ষেপে লিখুন ।(৬)
৩. ''ব্রহ্মেরও শ্রেণী বিভাগ রয়েছে'' ব্যাখ্যা করুন । দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা এবং সোম কে কোন পর্যায়ের আলোচনা করুন ।(১৫)
৪. অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে গণনা করা যায় না কেন ?(২০)
৫. ''দণ্ডবৎ'' বলতে কি বোঝায় ?(২৪)
৬. নর-নারায়ণ ঋষি পরবর্তীতে কিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?(৫৯)
৭. কতজন অগ্নিদেবতা রয়েছেন ?(৬১)
৮. দক্ষ রাজার যোড়শতম কন্যা যিনি শিবের পত্নী হয়েছিলেন, তাঁর কোন সন্তান হয়নি কেন ?(৬৬)

উপমা সমূহ ঃ

৪.১.১৫ ঃ বেদান্ত - সূত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাত্মাদেব ভিন্ন ভিন্ন দীপ্তি - সমন্বিত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । যেমন, কোন কোন ইলেকট্রিক বাল্‌বের এক হাজার প্রদীপের শক্তি রয়েছে, অন্য কয়েকটির পাঁচ শত দীপের শক্তি রয়েছে, অন্য আর কতকগুলির এক শত দীপের, পঞ্চাশ দীপের ইত্যাদি, কিন্তু সবকটি ইলেকট্রিক বাল্‌বেরই আলো রয়েছে । তবে, তাদের দীপ্তির মাত্রার তারতম্য রয়েছে । তেমনই, ব্রহ্মের শ্রেণী - বিভাগ হয়েছে ।

৪.১.২৭ ঃ ভগবান নিশ্চয়ই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তা না হলে তিনি কিভাবে জগতের ঈশ্বর হতে পারেন ? কেউ যখন একটি বিরাট বাড়ি বানায়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বাড়িটি তৈরীর পূর্বে তিনি ছিলেন । অতএব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত।

৪.১.৫৭ ঃ দৃশ্য জগতের আদি উৎস পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক যেমন আকাশ অথবা সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ কখনও কখনও মেঘ অথবা ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

৪.১ - অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক ১-১৪ ঃ

শ্রী মৈত্রেয় স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন যে, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে আকৃতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামক তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন। আকৃতি প্রজাপতি রুচিকে বিবাহ করে যে দুটি সন্তান লাভ করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পরমেশ্বর ভগবানের অবতার যজ্ঞ এবং অন্যজন হলেন লক্ষীদেবীর অংশ দক্ষিণা। যজ্ঞ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।। পরে যজ্ঞ দক্ষিণাকে বিবাহ করে তার থেকে বারোটি পুত্র লাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মৈত্রেয় দেবহূতি ও কর্দম মুনির বংশধরদের বর্ণনা করেন। কর্দম মুনি দেবহূতির থেকে নয়টি কন্যা লাভ করেন, যাঁদের পরে মরিচী, অত্রি এবং বশিষ্ঠ নামক মহর্ষিদের হস্তে অর্পণ করা হয়েছিল।।

শ্লোক ১৫-৩৩ ঃ

কর্দম মুনির কন্যা অনসূয়াকে অত্রি মুনির হস্তে অর্পণ করা হয়েছিলেন। মৈত্রেয় ঋষি বর্ণনা করেন অত্রি মুনি পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো একটি পুত্র লাভ করার জন্য কিভাবে একপায়ের উপর দন্ডায়মান হয়ে কেবল বায়ু আহার করে এক শত বৎসর তপস্যা করেছিলেন। অত্রি মুনির পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা সম্পর্কে কোন বিশেষ ধারনা না থাকার কারনে বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মা এই তিনজন দেবতা তাঁর সামনে আর্বিভূত হয়েছিলেন। কর্দম মুনির কন্যা ও অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মার অংশ অবতার।।

শ্লোক ৩৪-৬৬ ঃ

এভাবে মৈত্রেয় কর্দমমুনির বংশধরদের কথা বর্ণনা করে চললেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই বংশের আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি নামক মনুর অপর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে। দক্ষ তেরটি কন্যা ধর্মকে সম্পদান করেন। ধর্মের পত্নী মূর্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রী নর ও নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঋষি, যারা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ, সম্প্রতি তাঁরা যদু এবং কুরুবংশে কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে আবিভূত হয়েছেন। সতী নামক ষোড়শতম কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি যদিও সর্বদা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পতির সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তঁর কোন পুত্র হয়নি।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ

(Und) -

অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে গণনা করা যায় না। (২০)

(M&M) -

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনার বিশাল কার্যে ব্রতী হয়েছি। (১.১)

৪.২ - শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. বিদুর বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন কেন? (১-২)
২. 'সতী' শব্দটির অর্থ কি ? (২)
৩. দক্ষের শিবের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণের তালিকা প্রদর্শন করুন। (৮-১৬)
৪. ভগবান শিবকে আশুতোষ বলা হয় কেন? (১০)
৫. সত্ত্ব, রজ, তম গুণের অধিকারী মানুষদের কোন কোন দেবতারা আশ্রয় প্রদান করেন ? (১৪-১৫)
৬. দক্ষের ভগবান ব্রহ্মার প্রতি নিন্দার ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি নীতি তুলে ধরেছেন ? (১৬)
৭. দক্ষের অভিশাপ কিভাবে পরোক্ষভাবে শিবের পক্ষে একটি আশির্বাদে পরিণত হয়েছে তা লিখুন। (১৮)
৮. ভগবান শিবের আচরণ সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ কি সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন ? (১৮)
৯. দক্ষের আচরণ সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতি গুলি তুলে ধরেছেন ? (১৯)
১০. সভার মধ্যে অভিশাপ ও প্রতি অভিশাপের মূল চিহ্নগুলির তালিকা দিন। (২১-৩২)
১১. বেদস্তুতিতে পুষ্পময়ী ভাষার যে উপমা তা ব্যাখ্যা করুন। (২৫)
১২. "ব্রহ্মদণ্ড ং দুরত্যয়ম্" শব্দের অর্থ কি ? (২৭)
১৩. ভগবান শিব অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে যজ্ঞস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন, এ থেকে তাঁর চরিত্রের কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ? (৩৩)
১৪. শিব এবং দক্ষ চলে যাওয়ার পর দেবতারা অবশিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন, এ ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ? (৩৫)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.২.১৩ ঃ ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে, বেদ পাঠ করা উচিত নয়। নিম্ন স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে অইন পাঠ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না, এই নিষেধাজ্ঞাও ঠিক সেই রকম।

৪.২.২৫ ঃ উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে উন্নতর জড়-জাগতিক জীবন লভের যে বৈদিক প্রতিজ্ঞা, তাকে পুষ্পময়ী বাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেননা ফুলে অবশ্যই সৌরভ রয়েছে, কিন্তু সেই সৌরভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ফুলে মধু রয়েছে, কিন্তু সেই মধু চিরস্থায়ী নয়।

৪.২.৩৫ ঃ সৎ ব্যক্তি সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়, কিন্তু তা বলে তাকে সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ দিতে হয় না। উৎকোচ দেওয়া বেআইনি, সরকারি কর্মচারীদের উৎকোচ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে না। তেমনই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁকে অন্য কোন দেবতার পূজা করতে হয় না, সেই সঙ্গে তিনি আবার তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেন না।

৪.২.৩৫ ঃ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত দেব-দেবীদের সেবা হয়ে যায়, কারণ তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরম পূর্ণের ভিন্ন অংশ। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হলে যেমন ডালপালা, পাতা ইত্যাদি সব কটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়ে যায়, এবং উদরে আহার দেওয়া হলে যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ - হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদির পুষ্টি সাধন হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবনের আরাধনার ফলে সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু সমস্ত দেবতাদের পূজা করা হলে ও পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করা হয় না।

৪.২ - অধ্যায়পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক ১-১৯ ঃ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান শিব একজন মঙ্গলময় ব্যক্তি, তা সত্ত্বেও কিভাবে দক্ষ তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিলেন ? মৈত্রেয় ঋষি বর্ণনা করেছিলেন যে, যখন প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ মহাযজ্ঞ স্থলিতে প্রবেশ করেছিলেন তখন সূর্যের মত তাঁর উজ্জল অঙ্গপ্রভা দর্শন করে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিপতি কেবল ব্রহ্মা এবং শিব ছাড়া, সকলেই তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলেন। দক্ষ ক্রোধান্বিত হয়ে অত্য ন্ত কঠোর ভাবে ভগবান শিবের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন। এবং দক্ষের জামাতা হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ভগবান শিব তাঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছিলেন , তাই দক্ষ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। শিবের বাহ্যিক আচরণে ক্রোধান্বিত হয়ে দক্ষ শিবকে একজন নির্লজ্জ, কপট, অসভ্য, অশুচী, নোংরা,পাগল এবং অমঙ্গলময় বলে কটুক্তি করেছিলেন। দক্ষ ক্রোধাণ্বিত হয়ে শিবকে তঁর যজ্ঞের নৈবেদ্য লাভের অধিকারী থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ দিলেন। পরিশেষে যজ্ঞ সভার সদস্যদের অনুরোধ সত্ত্বেও ক্রোধান্বিত ভাবে সেই সভা ত্যাগ করে গৃহে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২০-২৬ ঃ

নন্দীশ্বর দক্ষকে অভিশাপ দিলেন যে, অতি শীঘ্র সে একটি ছাগলের মুখ প্রাপ্ত হবে। দক্ষ ও সেখানে উপস্থিত যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শিবকে অভিশাপ দেওয়া সহ্য করেছিলেন তারা সবাই দিব্যজ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। সর্বদা সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত থাকবে। কেবল দেহ প্রতিপালনের জন্যই তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবে। খাদ্য গ্রহণের বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তারা কেবল দেহ সুখের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ধন সংগ্রহ করবে।

শ্লোক ২৭-৩৫ ঃ

ভৃগুমুনি কঠোর ভাবে ব্রহ্মশাপ দ্বারা শিবের সমস্ত অনুগামীদের নিন্দা করলেন। যারা শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রত গ্রহণ করবে তারা নিঃসন্দেহে পাষণ্ডী হবে এবং মঙ্গলময় উন্নয়নে দিব্য আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসমুহ থেকে বঞ্চিত হবে। তারা মাথায় জটা রেখে মদ, মাংস প্রভৃতি বস্তু ভক্ষণ করে শিবের অনুগামী হবে। এইভাবে যখন শাপশাপান্ত হচ্ছিল তখন ভগবান শিব অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে কিছু না বলে অনুগামীদের সঙ্গে সেই যজ্ঞস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন। যজ্ঞকর্তা সমস্ত দেবতারা যজ্ঞ সমাপ্তির পর গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নান করে তঁরা তাঁদের স্ব-স্ব ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ

(PrA)- শম্ভু, ভগবান শিব হলেন বৈষ্ণবদের শিরোমণি। (১-২, ১৪-১৫)
মানব জাতিকে চারিটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে। (৩১)

(PeA)- শিবের প্রতি দক্ষের অসহিষ্ণুতা। (৮-১৮)

(SC)- সভার মধ্যে শাপ-শাপান্ত যা চলছিল। (২১-৩২)

৪.৩ - শিব এবং সতীর র্বাতালাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. সতীর দেহত্যাগের মূল কারণ কি বলুন ?(১)

২. দক্ষ গর্বিত ছিলেন কেন ?(২)

৩. যে সমস্ত কারণের জন্য সতী দক্ষের যজ্ঞে যোগদান করতে আগ্রহী ছিলেন তার তালিকা প্রদান করুন।(৫-১৪)

৪. 'স্ত্রী' শব্দটির মানে ব্যাখ্যা করুন।(৯)

৫. শিবের আর এক নাম 'নীলকণ্ঠ' এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন। সতী শিবকে এই নামে সম্ভাষণ করতেন কেন ?(১২)

৬. শিবের মতো একজন মুক্ত পুরুষ দক্ষের কথায় মর্মাহত হয়েছেন কেন ?(১৫)

৭. সর্প অন্যান্য প্রাণীদের থেকে ঈর্ষাপরায়ণ হয় কেন ?(১৭)

৮. " স্বাভাবিক প্রবণতা" কি তাৎপর্য বহন করছে?(১৯)

৯. কোন বৈষ্ণবের প্রতি প্রণতি নিবেদন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয় ?(২১-২২)

১০. শুদ্ধ সত্ত্ব স্থিতি কি তা ব্যাখ্যা করুন ?(২৩)

১১. সতীর প্রতি ভগবান শিবের আদেশগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।(২৪)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.৩.১৭ ঃ দুধ অমৃতবৎ , কিন্তু সেই দুধ যখন বিষধর সাপের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তখন তা গরলে পরিণত হয়। তেমনই বিদ্যা, ধন, সৌন্দর্য, আভিজাত্য ইত্যাদি গুণগুলি নিঃসন্দেহে খুবই ভাল, কিন্তু সেইগুলি যখন কোন বিদ্বেষ পরায়ণ ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করে, তখন তা বিপরীত-ভাবে ক্রিয়া করে।

৪.৩.১৭ ঃ কৃষ্ণভাবনাময় না হলে, এই সমস্ত জড় জাগতিক সম্পদ শূন্যে পরিণত হয়, কিন্তু যখন সেই শূন্য পরম একের (পরমেশ্বর ভগবানের) সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তার মান দশগুণ বৃদ্ধি পায়। পরম একের পাশে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, শূন্য সর্বদা শূন্যই থাকে, তা শত সহস্র যত শূন্যই যোগ দেওয়া হোক না কেন, তার মূল্য শূন্যই থাকে।

৪.৩.২৩ ঃ যেমন, লোহা যখন আগুনে রাখা হয়, তখন আগুনের তাপে লোহাও উত্তপ্ত হয়ে যায়, এবং সেই লোহা যখন লাল হয়ে যায়, তখন তা লোহা হলেও অগ্নির মতো কার্য করে। তেমনই, তামার মাধ্যমে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন তাতে তামার ধর্ম দৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। ভগবদ্‌গীতায়ও (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই তিনি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।

৪.৩ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা-সার)

শ্লোক ১-১৪ ঃ

ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতির পদে অভিষিক্ত করেন, তখন দক্ষ অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন। দক্ষ যদিও অন্য আর এক যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন তথাপি সেই যজ্ঞেতেও ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরা বহু সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর ভগিনীদের গমনরত অবস্থায় দেখে দক্ষ তনয়া সতী যজ্ঞস্থলে গমনের অধিক আকাঙ্খায় তাঁর পতি শিবের সমীপে উভয়ের যে যজ্ঞস্থলে যোগদান করা উচিৎ এই সম্বন্ধে অবগত করেছিলেন। তিনি আরো বোঝালেন যে একজন স্ত্রীলোক হিসাবে তিনি পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ঠিকই কিন্তু যেখানে পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে সেই কথা শুনে না যাওয়াটা খুবই দুঃখের তাঁরা যদিও অনিমন্ত্রিত তথাপি কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে দর্শনেচ্ছু নিমন্ত্রিত গ্রহনযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়।

শ্লোক ১৫-২৫ ঃ

ভগবান শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় বন্ধু দর্শন হয়তো উত্তম যুক্তিযুক্ত কিন্তু যেখানে মালিক কেবল অতিথির দোষ অন্বেষণ করে তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয় সেখানে যাওয়া একেবারেই অনুচিৎ। যেহেতু তারা আত্মা-তত্ত্বজ্ঞ নয়। তাই অহংকারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যাক্তিগণ পারস্পারিক সম্ভাষণ অর্পণের মাধ্যমে দেহস্থ পরমাত্মাকে দর্শন করেন কিন্তু দেহকে নয়। ফলে যেহেতু ভগবান শিব সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান বাসুদেবের প্রতি অভিবাদনে সদাসর্বদা নিমগ্ন, তাই দক্ষকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তিনি দোষ মুক্ত। যদিও সতী দক্ষের প্রিয়তম তনয়া তথাপি তার স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ার কারণে দক্ষগৃহে তিনি অপমানিত হবেন এই আশঙ্কা শিব করছিলেন। বন্ধুবান্ধবের নিষ্ঠুর বাক্য সদাসর্বদা অপরের হৃদয় বিদীর্ণ করে। ভগবান শিব সতীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি সতী শিবের অদেশ অমান্য করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তারা বাবা শিবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণে আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অপমানিত হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুতুল্য হবে।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(AMI) - বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা হলে তার অনুগামীদের সন্তুষ্টি বিধান করার কোন প্রয়োজন হয় না। (৩)
যারা শিবের অনুকরণ করে গাঁজা খায় তারা তাদের গৃহস্থলির সর্বনাশ করে। (৯)

(PeA) - তাঁদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হওয়া মঙ্গলময় লক্ষণ। (৪)
সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া লাভ জনক। (১৭)
বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে পরামাত্মাকেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। (২১-২২)

(PrA) - ভগবান শিবের দুঃখ / জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের পার্থক্য। (১৫)
শূন্য যখন পরম একের (পরমেশ্বর ভগবানের) সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তার মান দশ গুন বৃদ্ধি পায়।

(Und) - শুদ্ধ সত্ত্ব স্থিতি। (২৩)

৪.৪ সতীর দেহত্যাগ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. একজন স্ত্রীলোকের অন্তিম অস্ত্র কি ? (২)
২. পতি পত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ কি ? (৩)
৩. কিভাবে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে ? (৩)
৪. বৈদিক সভ্যতায় যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করার উদ্দেশ্য কি ছিল ? (৬)
৫. সতীকে যেভাবে সম্ভাষণ করা হয়েছিল সেই ব্যাপারে প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতি তুলে ধরেছেন ? (৭-৮)
৬. কোন বিষয় সতীকে সবচাইতে বিচলিত করেছিল ? (৯-১০)
৭. যখন বিষ্ণু বা কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয় তখন একজন ভক্তের কি করণীয় ? (১০)
৮. কিভাবে ভগবান শিব সকলের বন্ধু, তা ব্যাখা করুন। (১৫)
৯. ভগবান শিবের স্বরূপ স্থিতি ভগবান ব্রহ্মার থেকেও উর্দ্ধে, ব্যাখা করুন। (১৬)
১০. সতীর পিতৃগৃহে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ? (১৬)
১১. ভগবান শিবের মতো কোন মহাত্মার নিন্দা শ্রবণ করার পর কি করা উচিত? (১৭)
১২. যে যে কারণের জন্য সতী দেহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন তার তলিকা প্রদান করুন ? (১৭-১৮) (২৩-২৪) (২৬)
১৩. কেন ভগবান শিবের মতো মহান ব্যাক্তিত্বের নিন্দা করা কখনোই উচিৎ নয় তার তালিকা প্রদান করুন। (১৯-২০)
১৪. কখনও কখনও শিবের উপাসকদের বিষ্ণুর উপাসকদের থেকেও অধিক ঐশ্বর্যশালী বলে মনে হয় কেন ? (২১)
১৫. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে আধ্যাত্ম উপলব্ধির যে কোন দিব্য প্রক্রিয়া আপনা থেকে শরীরকে সুস্থ রাখে ? (২৫)
১৬. সতী কিরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ? (২৭)
১৭. সতীর দেহত্যাগের ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের কি কি সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ? (২৮)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.৪.১২ ঃ মধুকর যেমন ফুলের মধু সংগ্রহে আগ্রহী কিন্তু ফুলের কাঁটা এবং রঙের বিবেচনা করে না, তেমনই অত্যন্ত বিরল মহাত্মাগণ কেবল অন্যের সদ্‌গুণগুলিই দর্শন করেন, তাঁরা তাদের দোষের বিচার করেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা দোষ এবং গুণের বিচার করে।

৪.৪.১৩ ঃ যাঁরা মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেন, তাঁদের সমস্ত দিব্য সদ্‌গুণগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। মহাত্মা ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপুরুষের চরণ-কমলের ধূলির প্রতি কৃত অপরাধ ক্ষমা করেন না, ঠিক যেমন কেউ তাঁর মস্তকে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন কিন্তু তাঁর চরণে সেই তীব্র সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারেন না।

৪.৪.১৮ ঃ তাই আমি আর এই অযোগ্য শরীর ধারণ করব না, যা আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, কারণ আপনি শিবের নিন্দা করেছেন। কেউ যদি ভ্রান্তিবশত কোন বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করে ফেলে, তা হলে তা বমন করাই তার তার নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

৪.৪ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক - ১-৫ ঃ

পিতার গৃহে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের দর্শনের বাসনায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে সতী ক্রন্দন করতে করতে পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। স্ত্রী সুলভ দুর্বলতাবশত তিনি এই প্রকার নির্বোধের মত আচরণ করেছিলেন। শিবের হাজার অনুচরেরা যখন দেখলেন যে সতী একাকিনী দ্রুত গতিতে প্রস্থান করছেন, তখন তাঁরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন।

শ্লোক ৬-১৭ ঃ

সতী যখন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন মাতা এবং ভগ্নীরা ছাড়া আর কেউই দক্ষের ভয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন না। তিনি তাঁর ভগ্নীদের ও মাতার স্বাগত বচনের কোন উত্তর দেননি এবং তাঁদের দেওয়া কোন উপহার গ্রহণ করেননি। কারণ তাঁর পিতা কুশল প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে স্বাগত জানাননি। এমনকি তাঁর পতি ভগবান শিবকে কোন যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয়নি। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর পিতার দিকে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভষ্ম করে ফেলবেন। শিবের অনুচর ভুতেরা দক্ষকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু সতী তাদের নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেন। সতী কর্ম-মার্গে যজ্ঞ-পন্থার নিন্দা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী গর্বোদ্ধত ব্যক্তিদের ভৎর্সনা করতে করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সকলের সমক্ষে তাঁর পিতার নিন্দা করেছিলেন, কারণ ভগবান শিব যিনি সর্বোপকারী তাঁর মতো একজন মহিমান্বিত ব্যক্তির উপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। দক্ষের মতো ব্যক্তিরা অন্যের গুণের মধ্যে দোষ দর্শন করেন, কিন্তু শিব কেবল অদোষদর্শীই নন, যদি করো মধ্যে একটু গুণ থাকে, তাহলে তিনি তা মহৎ বলে প্রশংসা করেন। ভগবান শিব পাপ বিনষ্ট করে মানুষকে পবিত্র করেন। তাঁর আদেশ কখনো লঙঘন করা যায় না। দক্ষ ছাড়া আর কেউই তাঁর প্রতি দ্বেষ করেন না। যদিও দক্ষ শিবের পোশাক পরিচ্ছদ এবং সঙ্গীদের দেখে একজন অমঙ্গল জনক ব্যক্তি বলে বিবেচিত করতেন। তথাপি ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষেরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারন করেন।

শ্লোক ১৮-২৭ ঃ

যদি কোন ব্যক্তি মহাপুরুষের নিন্দা শ্রবণ করেন, তাহলে যদি তিনি দণ্ডদান করতে সক্ষম না হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে কান আচ্ছাদন করে সেখান থেকে চলে যাওয়া। যদি তিনি মারতে সক্ষম হন তাহলে বলপূর্বক সেই নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করা উচিৎ অথবা তাকে বধ করা উচিৎ, তারপর নিজের জীবন ত্যাগ করা উচিৎ। সেজন্য সতী দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, আমার পতি শিবকে যেহেতু দক্ষ নিন্দা করেছেন, তাই সেই দক্ষের থেকে প্রাপ্ত এই অযোগ্য শরীর আমি আর ধারন করব না। এইভাবে সতী যোগাসনে উপনীত হয়ে মহিমাময় পতীর চরণ কমলের ধ্যান করতে করতে নিজেকে সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ করে অগ্নিময় তত্ত্বের ধ্যান করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে তাঁর দেহ ভষ্মে রূপান্তরিত করেছিলেন।

শ্লোক ২৮-৩৪ঃ

তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক সুমহান হা হা রব সমুত্থিত হয়েছিল। সতীর এই মৃত্যুর কথা যখন সবাই বলাবলি করছিলেন, তখন সতীর সঙ্গে শিবের সে সমস্ত অনুচরেরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষকে হত্যা কর্যাতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ভৃগুমুনি তাঁর ব্রহ্মতেজের দ্বারা যজ্ঞ বিনাশকারীদের অচিরে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ হাজার হাজার ঋভু নামক দেবতাদের প্রকট হয়েছিলেন এবং তাঁরা যজ্ঞাগ্নি থেকে জলন্ত সমিধ্ নিয়ে ভূত এবং গুহ্যকদের আক্রমণ করেছিলেন। ফলে অনুচরেরা পলায়ন করেছিল।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- যখন কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয় তখন কি করা উচিৎ। (১০, ১৭)
সতী দেহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কারণগুলি কি কি ? (১৭-১৮) (২৩-২৪) (২৬)
সতীর কঠিন / কঠোর দৃষ্টান্ত স্থাপন। (২৬)

(AMI)- স্ত্রী সুলভ দুর্বলতার কারণেই বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। (৩)

৪.৫ দক্ষযজ্ঞ নাশ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. জড়া প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ সতী স্বয়ং কেন দক্ষকে বধ করলেন না ? (১)

২. ভগবান শিব এবং ভৃগু মুনি উভয়ের সংঘর্ষ থেকে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ? (৪)

উপমা সমূহ ঃ-

নেই

৪.৫ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক ১-৬ ঃ

শিব যখন নারদের কাছ থেকে শ্রবণ করলেন যে তাঁর পত্নী সতী দেহত্যাগ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন তিনি মস্তক থেকে একগুচ্ছ চুল উৎপাটন করলেন। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গম্ভীর শব্দে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন বীরভদ্র নামে এক ভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ অসুর সৃষ্টি করার মাধ্যমে। সেই প্রকার অসুরটি ছিল আকাশের মতো উঁচু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মথার কেশরাশি ছিল জলন্ত অগ্নির মতো। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র বাহু সমন্বিত তাঁর গলার ছিল নরমুণ্ডের মালা। বীরভদ্র নামক অসুরটি কৃতাঞ্জলী পুটে ভগবান শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে প্রভু, এখন আমি কি করব?'' শিব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন দক্ষকে এবং তার অনুচরদের যজ্ঞস্থলে গিয়ে সংহার করতে। বীরভদ্র শিবকে প্রদক্ষিণ করে গমন করলেন। প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের অন্য বহু সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরন করতে লাগল।

শ্লোক ৭-১৭ ঃ

তখন সেই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণ সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অন্ধকার কোথা থেকে এল। ধূলির ঝড় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা অনুমান করে বলতে লাগলেন, ''তাহলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে ?'' সতীর মাতা প্রসূতী এবং সেখানে অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, ''প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তার ভগিনীদের সমক্ষে দেহত্যাগ করেছেন, সেই পাপের ফলে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে।'' সেই বিশাল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর ভ্রুকুটির প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ কক্ষ্যচ্যুত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন, তখন দক্ষ ভয়ঙ্কর সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন। শিবের সমস্ত অনুচরের সেই যজ্ঞভূমি বেষ্টন করেছিল। কেউ কেউ পত্নীশালায় ঢুকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালায় প্রবেশ করেছিল। তারা যজ্ঞ পাত্র ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং কেউ কেউ কুণ্ডে মুত্রত্যাগ করেছিল। কেউ কেউ পলায়ণকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সমবেত স্ত্রীদের তিরস্কার করেছিল এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়ণকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল।

শ্লোক ১৮-২৬ ঃ

শিবের এক অনুচর মনিমান ভৃগুমুনিকে বন্দি করেছিলেন, কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। এভাবে প্রায় সকলকেই বন্দি করা হয়েছিল। বীরভদ্র ভৃগুমুনির শ্মশ্রুরাজি (গোঁফ) উৎপাটন করেছিলেন। দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করেন তখন ভগ দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন। যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূষাত্ত তাঁর দন্তরাজি প্রদর্শন করে হেসেছিলেন, বীরভদ্র তঁদের উভয়ের দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন। বীরভদ্র তারপর যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিল। ভগবান শিবের অনুচরদের আদান প্রদান করার জন্য এবং ব্রাহ্মণদের যজ্ঞে অংশ গ্রহণের জন্য দুঃখ প্রদান করতেই তিনি এইরূপ করেছিলেন। বীরভদ্র তখন মহাক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে তা আহুতির মতো নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন তছনছ করে এবং যজ্ঞস্থলে আগুন জ্বালিয়ে তাঁরা কৈলাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ

নেই

৪.৬ ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. দক্ষকে হত্যা করার মাধ্যমে কিভাবে মঙ্গল সাধিত হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।(৪)
২. আশুতোষ শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করুন।(৫)
৩. কৈলাশ ধামের যে যে দিকগুলি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলির তালিকা প্রদান করুন।(৯-৩২)
৪. ''তীর্থপাদ'' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।(২৪-২৫)
৫. কুমারগণ এবং কুবেরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক কি ইঙ্গিত করে ?(৩৪)
৬. ভগবান শিব এবং অদ্বৈত প্রভু উভয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।(৩৯)
৭. ভগবান শিব কেন ভগবান ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন ?(৩৯)
৮. যখন কোন ভক্ত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন তাঁর কি বিবেচনা করা উচিত ?(৪৫)
৯. কলিযুগে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কতিপয় অসুবিধা বর্ণনা করুন।(৫৩)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.৬.৪৩ ঃ তমোগুণকে অন্য গুণগুলি থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কিন্তু উন্নত বিচারে তাও মঙ্গলময়। এই সম্পর্কে সরকারের শিক্ষা বিভাগ এবং অপরাধ বিভাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাইরে থেকে কেউ মনে করতে পারে যে, অপরাধ বিভাগটি অশুভ, কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা শিক্ষা বিভাগেরই মতো গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই সরকার পক্ষপাতশূন্য হয়ে উভয় বিভাগকে সমান ভাবে অর্থানুকূল্য করে থাকে।

৪.৬ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ১-৮ ঃ

যজ্ঞ সভার সদস্যগণ যা ঘটেছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্য শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। চরম বিপর্যয় যা দক্ষযজ্ঞে ঘটতে পারে সেই সম্বন্ধে পূর্বেই জানতে পেরে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সেই যজ্ঞে যাননি। প্রকৃত যা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভগবান ব্রহ্মা তাঁদেরকে মানসিক সংকীর্ণতা ব্যতিরেকে ভগবান শিবের চরণ কমলে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হতে উপদেশ প্রদান করলেন।। এইভাবে তাঁরা ব্রহ্মা কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মা সহ সকলেই কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৯-৩১ ঃ

কৈলাস ধামের অধিবাসীরা ছাড়াও যোগশক্তি সম্বন্বিত অন্যান্য দেবতারা যথা কিন্নর, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাও ছিলেন। কৈলাস ধাম বিভিন্ন প্রকার ঔষধি, বনস্পতি বিভিন্ন প্রকার বহুমূল্য মণিরত্ন ও ধাতুতে পূর্ণ পর্বত সমূহে পরিবৃত। সেখানে অনেক ঝর্ণা ও গুহা রয়েছে। কৈলাস পর্বতে বিভিন্ন প্রকারের গায়ক পাখী এবং বহু প্রকারের পশুজন্তু যেমন হরিণ, হাতি, বাঁদর, শূকর, সিংহ, বন্যগাভী, বাঘ, বলদ প্রভৃতি, সেখানে একটি মঙ্গলময় হ্রদ আছে, যার নাম অলকানন্দা যেখানে সতী প্রায়ই স্নান করতেন। দেবতারা দুইটি নদী যথা নন্দা এবং অলকানন্দা (গঙ্গা) দর্শন করলেন, যে দুইটি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম প্রভাবে পবিত্র হয়েছে। পরিশেষে তাঁরা একটি গোলাকার আট শত মাইল দীর্ঘ এবং ছয় শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল বট বৃক্ষের সমীপে পৌছালেন।

শ্লোক ৩২-৪১ ঃ

দেবতারা দেখেছিলেন যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে ভগবান শিব বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট হয়ে তপস্যা করছিলেন। তাঁর ললাটে ছিল চন্দ্রলেখা। তিনি যোগপট্ট অবলম্বন করে বীরসনে বসে সমাধি মগ্ন হয়েছিলেন এবং নারদাদি ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কথা বলছিলেন। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতা সমুহ কৃতাঞ্জলী পুটে ভগবান শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করলেন। অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই ভগবান শিব উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২-৫৩ ঃ

ভগবান ব্রহ্মা সর্বাগ্রে ভগবান শিবের প্রশংসা করার পর সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কথা তুলে ধরলেন যারা অপরের কাছে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের মতো নীচ এবং যাদের হত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আগে বর্ণনা করলেন যে, কখনো কখনো বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কোন অপরাধ করলে সাধু পুরুষ তাদের সেই কৃত অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে মায়ার বশীভূত হওয়ার ফলেই এইরূপ করে থাকে। তিঁনি ভগবান শিবকে অনুরোধ করলেন যজ্ঞের ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করতে যাতে করে যজ্ঞ পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মা শিবকে বললেন যে তাঁর কৃপায় রাজা দক্ষ যেন পুনর্জীবিত হয়, ভগদেব তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হন, ভৃগু মুনির শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি এবং যে সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদি ভগ্ন হয়েছে তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- যে স্থানে ভগবান বা শুদ্ধভক্ত অবস্থান করেন বা বাস করেন, সে স্থান আপনা থেকেই পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। (২৫)

সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে ভক্ত কিরূপ বিবেচনা করবেন। (৪৫-৪৬)

(PrA)- কলিযুগে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করার অসুবিধা সমুহ। (৫৩)

(M&M)- বৈষ্ণবকে পরদুঃখে দুঃখী বলে গণ্য করা হয়। (৪৭)

কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন জগতের সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শুরু করা হয়েছে। (৪৭)

তপস্বী বা সাধু ব্যক্তির ভূষণ হচ্ছে ক্ষমাশীলতা। (৪৮)

বৈষ্ণব অন্যের মঙ্গলের জন্য সহিষ্ণু হন। (৪৮)

বৈষ্ণব প্রচারক বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের হৃদয়কে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করেন। (৪৯)

(SC)- ভগবান শিব এবং কৈলাস ধামের বর্ণনা। (৯-৪১)

৪.৭ দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. দেবতাদের প্রতি শিবের দেওয়া দণ্ডবান বর্ণনা করুন।(২)
২. দক্ষ যে ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতি তুলে ধরেছেন ?(৫)
৩. দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং সনাতন গোস্বামীর দৃষ্টান্ত কি ইঙ্গিত বহন করে ?(৬)
৪. এই অধ্যায়ে নবমতম শ্লোকটির মূল বিষয় ও তাৎপর্য কি তা ব্যাখ্যা করুন ?
৫. ভগবান শিব কেন দক্ষকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন ?(১৩-১৪)
৬. শ্রী ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভূজের চারটি প্রতীকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(২০)
৭. আধ্যাত্মিক জীবনের ঔষধ বা পথ্য কি ?(২৮)
৮. শিবের কথা থেকে কি বোঝা যায় ?(২৯)
৯. কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তির প্রকৃত স্থিতি কি ?(৩০)
১০. শ্রী ভগবানের ভক্ত বৎসল নামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন ?(৩৮)
১১. কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত ব্যক্তি কি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদনকারী তা ব্যাখ্যা করুন।(৪১,৪৫)
১২. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত দর্শন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎভাবে ভেদ এবং অভেদ তা ব্যাখ্যা করুন।(৪৫)
১৩. বৈষ্ণবরা কিভবে দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হন ?(৪৯)
১৪. ভক্তের সমদর্শন বর্ণনা করুন।(৫৩-৫৫)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.৭.১ঃ দণ্ড দুই প্রকার। তাঁর একটি হচ্ছে বিজেতা কর্তৃক তার শত্রুকে দেওয়া দণ্ড , এবং অন্যটি হচ্ছে পিতার পুত্রকে দেওয়া দণ্ড। এই দুই প্রকার দণ্ডের মধ্যে আকাশ - পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

৪.৭.১০ঃ বর্ষার সময় সরোবরের জল নোংরা এবং কর্দমাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু যখনই শরৎকালীন বৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ সেই জল স্বচ্ছ এবং নির্মল হয়। তেমনই, দক্ষের হৃদয় যদিও শিবের নিন্দা করার ফলে অপবিত্র হয়েছিল, এবং যে জন্য তিনি কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা ফিরে পেয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে শিবকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছিল।

৪.৭.৫৩ঃ দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তা হলে সারা শরীরের সমস্ত চেতনা সেই অঙ্গের প্রতি একাগ্রীভূত হয়। তেমনই, যারা কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জড় চেতনায় আবদ্ধ হয়েছে, ভক্তরা তাদের প্রতি যত্নবান হন।

৪.৭ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক ১-৬ ঃ

ভগবান শিব বললেন দেবতাদের শিশুসুলভ কৃতকর্মের জন্য তাদের অপরাধের গুরুত্ব তেমন আমি নেইনি, কেবল তাঁদের সংশোধন করার জন্যই আমি দণ্ড দিয়েছি। দক্ষের মস্তক যেহেতু দগ্ধিভূত হয়ে ভষ্মসাৎ হয়েছে, তাই তিনি একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। ভগ মিত্রের নেত্রের দ্বারা দেখতে পারবে। পূষা কেবল তার শিষ্যদের দন্তের দ্বারা চর্বণ করতে পারবে। এবং যখন তিনি একা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল পিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। ভৃগু ছাগলের দাঁড়ি পাবেন। যে সমস্ত দেবতারা ভগবান শিবকে যজ্ঞভাগ প্রদান করতে রাজি হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সর্বাঙ্গের ক্ষত থেকে মুক্ত হবেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরা শিবের বানী শ্রবণ করে অন্তরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭-২১ ঃ

ভগবান শিব সমস্ত ঋষিগণ, ব্রহ্মা ও সমস্ত দেবতাসহ যজ্ঞস্থলে গিয়ে পৌঁছালেন। যখনই দক্ষের দেহে যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজনা করা হয়েছিল, তখনই দক্ষ চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে ভগবান শিবকে দর্শন করলেন এবং তাঁর কলুষিত হৃদয় তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়েছিল। রাজা দক্ষ শিবের স্তব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সতীর মৃত্যুর কথায় ব্যথিত হয়ে তিনি স্তব করতে সমর্থ হননি। ভগবান শিবের প্রশংসা করেছিলেন দক্ষ কারণ তিনি তাঁকে শাস্তিদানের মাধ্যমে অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। শিবের অনুচর ভূতদের দ্বারা যে যজ্ঞস্থলটি অপবিত্র করা হল। দক্ষ পরে আবার যজ্ঞ শুরু করলে ভগবান বিষ্ণু অসাধারণ ভাবে সজ্জিত হয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহন করে আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক ২২-৪৭ ঃ

সমস্ত দেবতারা, ঋষিরা যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি প্রার্থনা প্রদান করলেন এবং যজ্ঞ ভাগ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪৮-৫৪ ঃ

ভগবান বিষ্ণু দক্ষকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের ব্যাখ্যার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫৫-৬১ ঃ

ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক সুষ্ঠভাবে আদিষ্ট হয়ে দক্ষ যজ্ঞ বিধির দ্বারা তাঁর অর্চনা করেছিলেন। দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ নিবেদন করে, সম্মান পূর্বক সর্বতোভাবে পূজা করেছিলেন। দাক্ষায়নী হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবান শিবকেই পতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মৈত্রেয় বিদুরেকে এইভাবে বললেন যে তিনি উদ্ধবের নিকট থেকে দক্ষযজ্ঞ বিষয় শ্রবণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা সমাপ্ত করে বললেন যে এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন এবং অন্যদের তা শোনান, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড়কলুষ থেকে মুক্ত হন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- ভগবান ভক্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভগবানেরই কৃপাস্বরূপ গ্রহণ করেন। (১৫)

(PrA)- ভগবান শিবের দক্ষের প্রতি শাস্তি। (১৩-১৪)
কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদনকারী। (৪১,৪৫)

(M&M)- সমগ্র মানব সমাজে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণ কার্য। (২৮)
"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ইসকন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (৪৪)

(SC)- ভক্তের সমদর্শিতা। (৫৩-৫৫)

Unit 13 খোলা বই মূল্যায়ণ

Personal Application (ব্যক্তিগত প্রয়োগ) ঃ-

১. রাজা দক্ষের আচরণ ও সতীর দৃষ্টান্ত থেকে কি কি সাধরণ নীতিগুলি চিহ্নিত করা যায়, তা দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়-এর সাহায্যে তুলে ধরুন। কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত নীতিগুলিকে কিভাবে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন ?

Preaching Application (প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ) ঃ-

২. দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ব্যাখ্যা করুন কিভাবে দক্ষের অভিশাপ শিবের কাছে আশীবাদ স্বরূপ। দক্ষের প্রতি শিবের শস্তি প্রদান কিভাবে দক্ষের উপর করুণা প্রদর্শন তা ব্যাখ্যা করুন (৬-৭) অধ্যায়। আপনার উত্তরের সপক্ষ্যে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায় থেকে কয়েকটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন।

Academic Integrity ঃ-

৩. চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটি শ্লোক নির্বাচন করুন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করুন কিভাবে তা অপব্যবহার করতে পারে ? এই অপব্যবহারের যুক্তি প্রদর্শন করুন।

Mood and Mission ঃ-

৪. শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবকে প্রতিফলিত করে এমন তিনটি বিবরণ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় থেকে নির্বাচন করুন। এই সমস্ত ধারনাগুলি ইসকনের উদ্দেশ্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।

Unit 13 Educational Goals - শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য

পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রদের নীচের আলোচনাগুলি সম্বন্ধে সমর্থ হবেন।

Understanding (বোধগম্যতা) ঃ-

* চতুর্থ স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত সার তৃতীয় স্কন্ধের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা করুন।
* মনু কন্যাদের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করুন।

Personal Application (ব্যক্তিগত প্রয়োগ)

* শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে কেন অত্রি মুনি গন্য নয় তা ব্যাখ্যা করুন। (১.৫-৩৩)
* ভগবান শিবের প্রতি দক্ষের অধৈর্যের প্রাসঙ্গীকতা আলোচনা করুন। (২.৮-১৮)
* কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করার জন্য জড় সম্পদ থেকে বঞ্চিতা হওয়া বিভাবে লাভ জনক তা আলোচনা করুন। (৩.১৭)
* বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মানে হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কিভাবে তা আলোচনা করুন। (৩.২১-২২)
* কিভাবে একজন ভক্ত সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিকে শ্রীভগবানের কৃপা রূপে গ্রহণ করেন তা আলোচনা করুন। (৬.৪৫-৪৬)(৭.১৫)

Preaching Application (প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ)

* ভগবান শিব কেন সর্বোত্তম বৈষ্ণব তার কারনগুলি উপস্থাপন করুন। (২.১-২, ১৪-১৫)
* কিভাবে শূন্য পরম একের (পরমেশ্বর ভগবানের) সঙ্গে যুক্ত হলে তার মান দশগুন বৃদ্ধি পায় তা উপস্থাপন করুন। (৩.১৭)
* আলেচনা করুন শিবের দুঃখ / জড় এবং আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে পার্থক্য। (৩.১৫)
* সতী দেহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন কেন তার কারনগুলি সনাক্ত করুন। (৪.১৭-১৮, ২৩-২৪, ২৬)
* সতীর কঠোর দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। (৪.২৬)
* যে স্থানে ভগবান বা তার শুদ্ধভক্ত বাস করেন সেই স্থানে কিভবে তীর্থস্থানে পরিনত হয় তা ব্যাখ্যা করুন। (৬.২৫)
* কলিযুগে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসুবিধাজনক তা আলোচনা করুন। (৬.৫৩)

দক্ষের প্রতি শিবের দন্ডদান ব্যাখ্যা করুন। (৭.১৩-১৪)

* কিভাবে একজন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদনকারী হতে পারে তা আলোচনা করুন। (৭.৪১, ৪৫)

Academic & Moral Integrity ঃ-

* মন্তব্য করুন কিভাবে "বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করলেই, তাঁর অনুগামীদের আর আলাদা করে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন নেই।" এই বিবরণ অপব্যবহৃত হতে পারে। (৩.৩)
* আলোচনা করুন শিবের অনুকরণ করে যারা গাঁজা খায়, তারা তাদের গৃহস্থালির সর্বনাশ করে। (৩.৯)
* একজন বৈষ্ণবকে যখন নিন্দা করা হয়, তখন কিভাবে আচরণ করা উচিৎ তা দিগদর্শনের অপপ্রয়োগের পরিপেক্ষিতে আলোচনা করুন। (৪.১০, ১৭)
* "স্ত্রীসুলভ দুর্বলতাই বিচ্ছেদের কারন"- এই বিবরণের অপপ্রয়োগটি আলোচনা করুন। (৪.৩)

Mood & Mission (মনোভাব ও উদ্দেশ্য) ঃ-

* শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনার বিশাল কার্যে ব্রতী হয়েছি - এ ব্যাপারে মনোভাবটি আলোচনা করুন। (১.১)
* কিভাবে একজন বৈষ্ণবকে পরদুঃখে দুঃখী বলে গন্য করা হয়, তা আলোচনা করুন। (৬.৪৭-৪৯)
* কিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রান তা আলোচনা করুন। (৭.২৮)
* "আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ" এই বিবরনটি শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাশ এবং ইস্কনের উদ্দেশ্য কিভাবে প্রতিফলিত করে তা আলোচনা করুন। (৭.৪৪)

Sastra-Caksusa (শাস্ত্র চক্ষু) ঃ-

* যজ্ঞ সভায় শাপ-শাপান্তের সমসাময়িক প্রভাব চিহ্নিত করুন। (২.২১-৩২)
* কৈলাশ ধাম এবং ভগবান শিবের প্রশংসা সূচক বর্ননা প্রদান করুন। (৬.৯-৪১)
* ভক্তের সমদর্শিতা আলোচনা করুন। (৭.৫৩-৫৫)

Unit 14 ধ্রুব মহরাজ
Canto 4 অধ্যায় ৮-১২

Scheduled Reading Assignments:

Lesson 1 পাঠ্য বিষয়
অধ্যায় ৮ শ্লোক সমূহ 1-37

Lesson 2 পাঠ্য বিষয়
অধ্যায় ৮ শ্লোক সমূহ 38-82

Lesson 3 পাঠ্য বিষয়
অধ্যায় ৯ শ্লোক সমূহ 1-67

Lesson 4 পাঠ্য বিষয়
অধ্যায় ১০ পর্যালোচনা
অধ্যায় ১১ শ্লোক সমূহ 5-35

Lesson 5 পাঠ্য বিষয়
অধ্যায় ১২ শ্লোক সমূহ 22-43

৪.৮ ধ্রুব মহরাজের গৃহত্যাগ ও বনে গমন

পূর্ব স্বধ্যায় ঃ-

১. 'ঊর্ধ্ব-রেতসঃ'- শব্দটির অর্থ কি ব্যাখ্যা করুন। এর তাৎপর্য কি ? (১)
২. মহর্ষি মৈত্রেয় কেন ধ্রুব মহারাজের কর্মের কথা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন ? (৮)
৩. 'এক-মত্যা' শব্দগুলি কি তাৎপর্য বহন করে ? (২১)
৪. রানী সুনীতি ভগবান যে কৃপালু এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কি কি (সংস্কৃত) শব্দ ব্যবহার করেছেন ? (২২)
৫. নারদমুনি কিভাবে ধ্রুবমহারাজের সমস্ত কার্যকলাপের সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন ? (২৫)
৬. ধ্রুবর প্রতি নারদমুনির প্রাথমিক উপদেশ কি ছিল ? তিনি তাঁকে এইভাবেই বা কেন উপদেশ প্রদান করেলেন ? (৩২)
৭. এই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ কখনোই কাউকে অভিভূত করতে পারবে না, এ ব্যাপারে নারদমুনি কি সূত্র প্রদান করেছেন ? (৩৪)
৮. ধ্রুব মহারাজের জীবন কাহিনী থেকে আমরা মূল শিক্ষা কি পাই ? (৩৫)
৯. গুরুদেবের কর্তব্য কি ? অন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখান কিভাবে গুরুদেব তাঁর কর্তব্য পালন করেন। (৪০)
১০. 'পুরুষম্' শব্দটি কি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ ? (৪৭)
১১. নারদমুনি ধ্রুবমহারাজকে প্রণব মন্ত্র দেওয়ার তাৎপর্য কি ? (৫৪)
১২. 'দেশ-কাল' শব্দটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন ? (৫৪-৫৫)
১৩. রাজা উত্থানপাদের ধ্রুবের প্রতি যথাযথভাবে আচরণ না করার কারণ কি ? (৬৫)
১৪. ''নগ্ন মাতৃকা''র যুক্তি কি ? (৭৯)
১৫. ''বিশ্বং পূর্ণ- সুখায়তে'' - শব্দগুচ্ছের অর্থ কি ? (৮১)
১৬. ''সঙ্গতাত্মা''- শব্দটির মায়াবাদীরা কিভাবে কদর্থ করেন ? (৮২)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.৮.২৩ ঃ এখানে ভগবানকে পদ্ম-পলাশ-লোচন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশ্রান্ত মানুষ যখন পদ্মফুল দর্শন করে, তখন তার সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। তেমনই, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কমল সদৃশ পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশার নিরসন হয়।

৪.৮.৩৬ ঃ বলা হয় যে, হৃদয় বা মন ঠিক একটি মাটির পাত্রের মতো; একবার তা ভেঙ্গে গেলে, তাকে আর কোন উপায়েই সারানো যায় না।

৪.৮.৪৬ ঃ নারদমুনি বললেন - ভগবানের রূপ সর্বদাই তরুণ। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত এবং নিখুঁত। তাঁর চক্ষু এবং ওষ্ঠাধর উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম্।

৪.৮.৭৯ ঃ রাজপুত্র ধ্রুব যখন তাঁর এক পায়ের উপর অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে নিপীড়িতা হয়ে ধরিত্রীর অর্ধাংশ অবনত হয়েছিল, ঠিক যেমন একটি হাতিকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকম্পিত হয়।

৪.৮.৮০ ঃ কয়েক শত মানুষ যখন বিমানে বসে থাকে, যদি তারা ব্যষ্ঠি তবুও তারা প্রত্যেকেই বিমানের সমষ্টিগত শক্তির অংশীদার, যা ঘন্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে উড়ে চলে; তেমনই একক শক্তি যখন পূর্ণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন একক শক্তিও পূর্ণ শক্তিরই মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

৪.৮ অধ্যায় পর্যালোচনা (অধ্যায় কথা সার)

শ্লোক ১-৮ ঃ

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বর্ণনা দেন ব্রহ্মার ব্রহ্মচারী পুত্রগণ এবং আসুরিক সন্তানগণ সম্পর্কে এবং স্বায়ম্ভুব মনুর বংসধরদের সাথে রাজা প্রিয়ব্রত এবং উত্থানপাদ যাঁর পত্নী সুনীতির ধ্রুব নামে একটি সন্তান ছিল।

শ্লোক ৯-২৪ ঃ

ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার কোলে বসার প্রচেষ্টা থেকে বিমাতা সুরুচির ঈর্ষাপরায়ণতায় প্রতিহত হওয়ার কারণে অপমান বোধ করেন এবং রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ করেন। তাঁর মাতা তাঁকে বনে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে অন্বেষণ করতে এবং তাঁর অসহায়তা অপনোদনের জন্য ভগবদ্‌সেবা পরায়ণে নিমগ্ন হতে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্লোক ২৫-৩৮ ঃ

মহর্ষি নারদ ধ্রুবমহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণ করে বিস্ময়ান্বিত হন এবং ধ্রুবমহারাজের দৃঢ় সংকল্প যাচাই করার জন্য প্রস্তাব দেন যে ধ্রুবমহারাজ যে পথ নির্বাচন করেছেন তা অত্যন্ত দুর্গম, আর সেই কারণে তার প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিৎ। নারদ মুনি আরো উপদেশ প্রদান করেন যে, ধ্রুব যেকোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকুক না কেন সেই পরিস্থিতিতেই যেন সন্তুষ্ট থাকে। ব্রাহ্মণোচিত বিনয়ের অভাব হেতু ধ্রুবমহারাজ নারদ মুনির নির্দেশ অনুসরণে অক্ষমতা স্বীকারের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেন এবং পূর্বপুরুষেরা যে মহিমাময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের চেয়েও অধিক মহিমাময় অবস্থা অধিকার করার বাসনা করেন।

শ্লোক ৩৯-৬১ ঃ

মহর্ষি নারদ ধ্রুবমহারাজের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং তাঁর মা সুনীতির উপদেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিমগ্ন হতে পুনঃ পুনঃ বলেন। তিনি ধ্রুবমহারাজকে মধুবনে গিয়ে যমুনা নদীর তীরে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গ যোগ সম্পন্ন করতে আদেশ দেন। মহর্ষি নারদ ব্যাখ্যা করেন যে, কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান একজন ব্যক্তি এবং বর্ণনা করেন ভগবানের অনুপম বৈশিষ্ঠ্য সমূহ। তারপর তিনি ধ্রুবমহারাজকে জপ করার জন্য একটি মন্ত্র প্রদান করেন এবং ভগবানকে সেবা করার প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ব্যাখ্যা করেন।

শ্লোক ৬২-৮২ ঃ

ধ্রুবমহারাজ বনে গমন করে কঠোরভাবে তাঁর গুরুদেব, নারদমুনির আদেশ সমুহ পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে আবদ্ধ করেন। ইত্যবসরে নারদমুনি ধ্রুবমহারাজের পিতা উত্থানপাদ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ধ্রুবমহারাজের ক্রিয়াকলাপ সমূহের প্রতি উপদেশ প্রদান করতে, যে ক্রিয়াকলাপ সমূহ ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করেছিল যাঁরা কিনা ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন পুনরায় আশ্বস্ত হওয়ার জন্য।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ-

(Und) - মহর্ষি নারদ ধ্রুবমহারাজকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন কেবল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। (৩২)

(PeA)- নারদ ঋষি ধ্রুবমহারাজকে উপদেশ প্রদান করেন। (৮.২৬-৩৪, ৪২-৬২)
মহর্ষি নারদের গুরুজন, সমবয়স্ক ও ছোটদের সহিত ব্যবহারিক সূত্র। (৩৪)
"বিশ্বম্ পূর্ণ সুখায়তে" হওয়া। (৮১, ৯.১১)
নিজের খেয়াল খুশি মতো ভগবানের নৈবেদ্য নিবেদন করা যায় না। (৫৫)

(PrA)- ধ্রুবমহারাজের জীবন কাহিনীর মূল বিষয়। (৩৫)
ভগবনের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তুলসী দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৫৫)
ধ্রুব মহারাজ তপস্যা সম্পাদন করেছিলেন। (৮.৭১- ৮০)

(M&M)- বর্তমান সময়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা। (৩৬)
পূজা পদ্ধতির ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়, দেশ এবং সুবিধার কথা বিবেচনা করা। (৫৪-৫৫)
কেবল ভারতীয়রা এবং হিন্দুরা বৈষ্ণব হবে, এই ধারণাটি ভ্রান্ত। (৫৪)

৪.৯ ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে কেন সহস্রশীর্ষা বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে ? (১)
২. ''ব্রহ্ম-ময়''- এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (৪)
৩. শ্রী ভগবান কর্তৃক শক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর ধ্রুবমহারাজের কি ফল হয়েছিল ? (৫)
৪. ধ্রুবের সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোনটিকে বিশেষভাবে জাগরিত করা হয়েছিল ? (৬)
৫. 'মায়া' এবং 'স্ব-ধাম' এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন ? (৭)
৬. 'পততাং বিমানাৎ'- এর বিশ্লেষণমূলক অর্থ কি ? (১০)
৭. যারা পারমার্থিক মার্গে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সবিশেষরূপ অথবা চিৎজগতের বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম তারা কোন পর্যায়ের ? (১৬)
৮. ব্রহ্মের দুটি ভিন্ন শক্তি কি কি ? (১৬)
৯. ধ্রুবনক্ষত্র বা ধ্রুবলোকের বিশেষ তাৎপর্য কী ? (২১)
১০. ভগবান ধ্রুবমহারাজকে অন্যান্য কি কি আর্শীবাদ প্রদান করেছিলেন তার তালিকা দিন ? (২২-২৪)
১১. পরমেশ্বর ভগবান যদিও ধ্রুব মহারাজের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করেছিলেন তথাপি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না কেন ? (২৭)
১২. ''অর্থ বিৎ'' কথাটির অর্থ লিখুন ? (২৮)
১৩. পরমেশ্বর ভগবানকে কেন ''ভবচ্ছিদঃ'' বলা হয় ? (৩১, ৩৪)
১৪. ''সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র'' শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখুন এবং বোধগম্যের নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। (৩৫)
১৫. সুনীতি কিভাবে তাঁর মহত্ত্বতা প্রদর্শন করেছিলেন ? (৪১)
১৬. মহারাজ ধ্রুবকে কিভাবে ''সজ্জনাগ্রহী'' হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে ? (৪৫)
১৭. ''সুদুর্জয়ম্'' এই শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন ? (৫২)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.৯.১০ ঃ যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, তাদের পুন্যকর্ম ক্ষয় হয়ে গেলে, তারা পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। তাদের অবস্থা ঠিক আধুনিক যুগের মহাকাশচারীদের মতো যারা চন্দ্রলোকে যায়, কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলেই তাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। আনবিক শক্তির প্রভাবে আধুনিক যুগের মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে বা অন্যান্য উচ্চতর লোকে যায়, কিন্তু তাদের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে, তদের নীচে নেমে আসতে হয়, তেমনই যারা যজ্ঞ এবং পুন্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, তাদেরও সেই রকম অবস্থা।

৪.৯.১১ ঃ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী পূর্ণ শক্তিসমন্বিত হয় এবং হৃদয় ও কর্ণের আস্বাদনীয় হয়। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে চেয়েছেন। ভক্তিকার্যে ভক্তের সঙ্গ ঠিক একটি প্রবহমান নদীর ঢেউয়ের মতো।

৪.৯.১১ ঃ ভক্তির কখনও পরিবর্তন হয় না। এই সূত্রে একটি আমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটি আম কাঁচা অবস্থাতেও আম, এবং যখন তা পাকে, তখন তা আমই থাকে, তবে তা আরও সুস্বাদু এবং আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। তেমনই, সদ্‌গুরুর নির্দেশে এবং শাস্ত্রবিধির নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয়, আবার চিৎ জগতে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করে ভগবানের সেবা হয়। কিন্তু তা উভয়ই এক। তাতে কোন পরিবর্তন হয় না। পার্থক্য কেবল একটি স্তরে তা অপক্ক এবং অন্য স্তরে তা সুপক্ক এবং অধিকতর আস্বদ্য।

৪.৯ অধ্যায় - কথাসার

শ্লোক ১-১৭ ঃ

পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে সবিশেষ রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর মস্তকে শঙ্খ স্পর্শ করলেন। এভাবে ধ্রুবকে শক্তিমান করে তুললেন যাতে ভগবানের প্রতি উপযুক্ত প্রার্থনার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, পরমেশ্বর ভগবান একটি কল্পবৃক্ষের মত, যিনি বিভিন্ন প্রকৃতির জীব সত্ত্বার উৎস এবং সমস্ত যজ্ঞ ফলের ভোক্তা।

শ্লোক ১৮-২৬ ঃ

পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুবমহারাজের বাসনা পরিপূর্ণ করার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন এবং তাঁকে ধ্রুবলোক দান করেন। তিনি ধ্রুবমহারাজকে আরো জানান যে ভবিষ্যতে তিনি রাজা হিসাবে ছত্রিশ হাজার বছর রাজত্ব করবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ বাসস্থানে ফিরে যাবেন। ধ্রুব মহারাজের দ্বারা আরাধিত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৭-৩৬ ঃ

ধ্রুব মহারাজ যখন অনুধাবন করলেন যে কেবলমাত্র জড় জাগতিক সুনাম, প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির বাসনার জন্য সরাসরি ভগবৎ সেবার সুযোগ হারিয়েছেন তখন তিনি লজ্জিত হলেন। মৈত্রেয় মুনি নিশ্চিত করে বললেন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা শ্রী ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করার মাধ্যমে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকার কারণে কখনোই জড় ঐশ্বর্য ভগবানের নিকট চান না।

শ্লোক ৩৭-৬৭ ঃ

রাজা উত্থানপাদ নিজেকে একজন দুর্ভাগা বিবেচনা করে ধ্রুবমহারাজের প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, যিনি তাঁর গৃহে সবার দ্বারা বিশেষত তাঁর মাতা সুনীতির দ্বারা সম্ভাষিত হয়েছিলেন। মৈত্রেয় তারপর উত্থানপাদের রাজধানী শহরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বর্ণনা দেন, যিনি ধ্রুব মহারাজের গুণসমূহ দর্শন করে স্থির করেন পরবর্তী রাজা হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়ে তিনি বনে গমন করেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- ভক্ত যখন ভগবান সম্বন্ধে লেখেন বা বলেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁর সেই বর্ণনা অন্তর্যামী ভগবানের অনুপ্রেরণার ফল। (৪)

বৈষ্ণবকে প্রসন্ন অথবা অপ্রসন্ন করলে, প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবনের প্রসন্নতা অথবা অপ্রসন্নতা সাধিত হয়। (২৩)

(PrA)- অত্যন্ত যোগ্য ভক্ত জড় ভোগের সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ভগবানের প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করেন। (১৯)

(M&M)- যদি এই প্রকার বৈষ্ণব নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আসুরিক সরকারের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। (৬৬)

(AMI)- যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ থেকে পৃথক হয়ে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায়, তারা এক মহা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন। (১১)

যেহেতু একজন ভক্ত জানেন যে তিনি তাঁর দেহ নন, তাই তিনি দেহের সুখ দুঃখের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না। তিনি তাঁর দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তান সন্ততি, গৃহ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির প্রতি আগ্রহশীল হন না, অথবা এই সমস্ত বিষয় থেকে যে সুখ ও দুঃখের উদয় হয় তাঁর প্রতিও আসক্ত হন না। (১২)

৪.১০ দক্ষদের সঙ্গে ধ্রুবমহারাজের যুদ্ধ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. কেন রাজা উত্থানপাদ গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন নি ? (১)

২. ধ্রুব মহারাজের ক্রুদ্ধ হওয়া, শোকে অভিভূত হওয়া, শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা, তাঁর মতো মহাভাগবতের পক্ষে কি অসংগত ছিল ? (৪)

৩. মহারাজ ধ্রুবের আক্রমনে যক্ষদের প্রত্যুত্তরের কি তাৎপর্য ছিল ? (৯)

৪. ''মানবঃ''- শব্দটি কি তাৎপর্য বহন করে ? (১৪)

৫. যখন ধ্রুব মহারাজ যক্ষদের মায়াবী ইন্দ্রজালের দ্বারা হতভম্ব হয়েছিলেন তখন ঋষিরা তাঁকে কি উপদেশ প্রদান করেছিলেন ? (৩০)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.১০.১০ ঃ সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই যক্ষরাও তেমন ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে, তাদের ধনুক থেকে একসঙ্গে ছয়টি করে বান তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল, এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল।

৪.১০.১৪ ঃ এখানে যে ধ্রুব মহারাজরূপী সূর্যের যক্ষ সমুদ্রে অস্তমিত হওয়ার তুলনাটি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য যখন দিগন্তে অস্ত যায়, তখন মনে হয় যেন সূর্য সমুদ্রে ডুবে গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। তেমনই, যদিও মনে হয়েছিল যে, ধ্রুব মহারাজ যক্ষ সমুদ্রে ডুবে গেছেন, তবুও তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। সূর্য যেমন রাত্রির অবসানে, যথা সময়ে পুনরায় উদিত হয়, তেমনই ধ্রুব মহারাজকে বিপদগ্রস্ত বলে মনে হলেও (কারণ, যুদ্ধে প্রতিকূলতা থাকবেই), তাঁর অর্থ এই নয় যে, তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন।

৪.১০.১৩ ঃ নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল,ঠিক যেমন নিরন্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ যদিও শত্রুপক্ষের নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে বারি বর্ষণে আচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গের দৃষ্টান্তটি উপযুক্ত, কারণ পর্বত যখন বারি বর্ষণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তখন সেই পর্বতগাত্র থেকে সমস্ত ময়লা ধুয়ে যায়। তেমনই, শত্রুপক্ষের নিরন্তর অস্ত্র - বর্ষণের ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাদের পরাস্ত করার নবীন উদ্যম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে যে কিছু অপূর্ণতা ছিল, তা সবই যেন বিধৌত হয়ে গিয়েছিল।

৪.১০.১৫ ঃ এখানে ধ্রুব মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং যক্ষদের কুজ্ঝাটিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যের তুলনায় কুজ্ঝাটিকা নিতান্তই নগন্য। সূর্য যদিও কখনও কখনও কুজ্ঝাটিকার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে কেউকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। আমাদের চক্ষু মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে, কিন্তু সূর্য কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই উপমার দ্বারা সর্ব অবস্থায় ধ্রুব মহারাজের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

৪.১০ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৪ ঃ

মৈত্রেয় ঋষি ধ্রুব মহারাজের স্ত্রীদের, ছেলেমেয়েদের, কিভাবে তার ভাই, উত্তম, শিকার করতে গিয়ে যক্ষের হস্তে মারা গিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করেন। সুরুচিও পূর্বানুমান অনুসারে মারা গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫-১৫ ঃ

দুঃখ এবং ক্রোধের সহিত ধ্রুব মহারাজ অলকা পুরিতে যক্ষদের শহরে এলেন এবং সেখানকার অধিবাসীগণ যারা তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করছিলেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬-২১ ঃ

ধ্রুব মহারাজ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন সমস্ত যক্ষদের শিরচ্ছেদ করে, যাতেকরে কেউ বেঁচে ছিল না। অলকাপুরি শহরে প্রবেশের পূর্বে তিনি একটু থেমে তাঁর প্রতিপক্ষদের গোপন শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করলেন।

শ্লোক ২২-৩০ ঃ

হঠাৎ যক্ষগণ তাদের গোপন শক্তির প্রাধান্য দেখাতে শুরু করলেন। মহর্ষিগণ যখন শুনলেন যে অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি মায়াবী শক্তি প্রয়োগ করেছে, তখন তাঁরা তাকে উৎসাহ প্রদান করলেন এবং উপদেশ দিয়ে বললেন যে, একজন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে ও শ্রবনের মাধ্যমে রক্ষা পেতে পারে।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Und)- ধ্রুব মহরাজের ক্রুদ্ধ হওয়া, শোকে অভিভূত হওয়া ও শত্রুর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর মতো মহাভাগবতের পক্ষে অসংগত ছিল না। (৪)

(AMI)- আত্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভের গুরুত্ব অ ন্য সমস্ত জরুরী কাজের থেকে উর্দ্ধে। (১)

৪.১১ ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভব মনুর উপদেশে

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. এই যুগের জন্য নারায়ণাস্ত্র কি ? (১)

২. একজন শুদ্ধ ব্রহ্মচারীর গতি কি ? (৫)

৩. স্বায়ম্ভূব মনু ধ্রুব মহারাজকে যে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে অন্যান্য সমস্ত লোকেদের যথোপযুক্তভাবে সম্ভাষণ করতে হয়, যা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে তোলে, শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে তার সারাংশ তুলে ধরুন।। (১৩)

৪. স্বায়ম্ভূব মনু মহারাজ ধ্রুবকে যুদ্ধ করতে কেন নিষেধ করেছিলেন ? (২৭)

৫. ক্রোধ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ এবং মনুর শিক্ষার সারমর্ম কি ? (৩১)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.১১.২ ঃ শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের মতো, আরা মায়া অন্ধকার সদৃশ।

৪.১১.১৭ ঃ ভৌতিক শক্তি যে কিভাবে কার্য করে তা কেবল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায় না। এই সম্পর্কে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুমোর এবং তার চাকি। কুমোরের চাকি ঘোরে, এবং তা থেকে বিভিন্ন রকমের মাটির পাত্র বেরিয়ে আসে । সেই মাটির পাত্রের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কিন্তু তার মূল কারণ হচ্ছে কুমোর, যে সেই চাকিটিতে শক্তি প্রয়োগ করে। তার অধ্যক্ষতায় সেই শক্তি কার্য করে।

৪.১১.১৮ ঃ একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভগবানের কৃপা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় - রাষ্ট্র-সরকার সর্বদা দয়ালু হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও কখনও, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ - বহিনীকে নিয়োগ করতে হয়, এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের এইভাবে দণ্ড দেওয়া হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই কৃপাময় এবং দিব্য গুণাবলী সমন্বিত, কিন্তু কোন কোন জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে, তারা বিভিন্ন প্রকার জড়া প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ছে। কেউ যদি তর্ক উত্থাপন করে যে,ভগবান থেকে শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে বলে তিনি কর্তা, তা হলে সেই একটি যথাযথ হবে না।

৪.১১.২৩ ঃ মনোধর্মীদের কূপমণ্ডুক বলা যেতে পারে। তিন ফুট একটি কুয়ার এক ব্যাঙ তার সেই কুয়ার জ্ঞানের ভিত্তিতে আটলান্টিক মহাসাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কূপমণ্ডুকের পক্ষে তা ছিল একটি অসম্ভব কার্য। কেউ মস্ত বড় পণ্ডিত বা প্রফেসর হতে পারেন, কিন্তু তাঁর অনুমানের ভিত্তিতে পরম সত্যকে জানা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, কারণ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত।

৪.১১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৫ ঃ

যখন ধ্রুব মহারাজ ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজন করলেন, তখন যক্ষ নির্মিত মায়া দূরীভূত হল। তাদের শরীর বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে তিনি সেই যক্ষদের উপরিস্থিত লোকে প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬-১৯ ঃ

স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে ধ্রুবমহারাজকে সৎ শিক্ষার মাধ্যমে বোঝাতে এলেন যে যক্ষগণ প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়। ভক্ত যখন অন্যাদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং মমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সবকিছু ঘটছে।

শ্লোক ২০-৩৫ ঃ

কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জগতের সর্বত্র বিরাজমান হয়ে সকলকেই তাদের কর্মফল প্রদান করেন। মনস্তত্ত্ববিদেরা কখনোই পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা সমূহ বুঝে উঠতে পারে না। স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবমহারাজকে অনুরোধ করলেন পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসর্মপণ করতে এবং এভাবে তাঁর স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হতে। স্বায়ম্ভুব মনু আত্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রথম প্রতিবন্ধক ক্রোধকে সম্বরণ করার জন্য মনু ধ্রুব মহারাজকে বললেন। যেহেতু ধ্রুবর কুবের এবং শিবের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল, তাই মনু ধ্রুবকে কুবেরকে সন্তুষ্ট করতে বললেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- ভক্ত যখন অন্যাদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং মমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। (১৩)

(PrA)- ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের দ্বারা বধের তুলনায় তথা কথিত জড় জাগতিক অহিংসা নিতান্তই নগন্য। (৫)
মনোধর্মীদের কূপমণ্ডুক বলা যেতে পারে। (২৩)
ধ্রুব মহারাজ যেহেতু একজন রাজা তাই ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। (৩১)

(Eva)- একজন মানুষের ভুলের জন্য কখনো কখনো সমগ্র রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়। এই প্রকার ব্যাপবভাবে আক্রমন স্বায়ম্ভুব মনু অনুমোদন করেন নি। (৬)

৪.১২ ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. যক্ষদের হত্যা করার জন্য কুবেরের মতে কে দায়ী ছিলেন ? (৩)
২. ''ভজস্ব'' শব্দটির তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করুন ? (৫)
৩. ধ্রুব মহরাজ কুবেরের কাছ থেকে কি বর প্রার্থনা করেছিলেন ? (৮)
৪. ধ্রুব মহারাজ কেন একজন দেবতার কাছ থেকে বর গ্রহণ করেছিলেন ? (৯)
৫. ধ্রুব মহারাজ কত বৎসর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন ? (১৩)
৬. ধ্রুব মহারাজের আচরণ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি ? (১৬)
৭. জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর কি কি ? (১৬)
৮. ধ্রুব মহারাজ কিভাবে বিষ্ণু দূতদের সম্ভাষণের মাধ্যমে খুশী করেছিলেন ? (২১)
৯. ধ্রুব মহারাজের মায়ের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কী সংস্কৃত শব্দ প্রদান করেছিলেন ? (৩২)
১০. ''যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি'' এই সংস্কৃত শব্দগুচ্ছের অর্থ কি ? (৩৪)
১১. বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার জন্য প্রভুপাদের সূত্র কি ? (৩৬)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.১২.৮ ঃ যোগীরা ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয় সংযম মোটেই কঠিন নয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই সর্পগুলির বিষদাঁত ভেঙে গেছে।

....

৪.১২.৩০ ঃ অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভক্তের মৃত্যু এবং অভক্তের মৃত্যুর যে কি পার্থক্য তা জানে না। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায় - একটি বিড়াল তার শাবকদের মুখে করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়, আবার সেই মুখ দিয়ে সে একটি ইঁদুরকেও ধরে। আপাতদৃষ্টিতে, বিড়ালের ইঁদুর ধরা আর তার শাবকদের ধরা একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিড়াল যখন তার মুখে ইঁদুর ধরে, তার অর্থ হচ্ছে ইঁদুরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে যখন তার শাবকদের ধরে, তার ফলে শাবকদের আনন্দ হয়।

৪.১২ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৯ ঃ

ধ্রুব মহারাজ যক্ষদের হত্যা করা বন্ধ করলে কুবের অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি ধ্রুব মহারজকে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আশীবাদ করেন। কুবের মহারাজ ধ্রুবকে আশীবাদ প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলে ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তিনি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ১০-১৮ ঃ

ধ্রুব মহারাজ বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তিনি ভগবদ্ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মের রক্ষক। ছত্রিশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন বলে তাঁর প্রজারা তাঁকে পিতা বলে মনে করতেন। পুত্রকে রাজ সিংহাসন অর্পণ করে তিনি অবসর গ্রহণ করে বদরিকাশ্রমে গিয়ে অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর মনকে অর্চা বিগ্রহের ধ্যানস্থ করেছিলেন এবং পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-৩৯ ঃ

ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ নন্দ এবং সুনন্দ তাঁকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের সেই বিমানে মৃত্যুর মস্তকে পদার্প ণ করে প্রবেশ করলেন। তিনি মায়ের কথা স্মরণ করা মাত্র তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁর মা অপর একটি বিমানে সামনে যাচ্ছেন। সমস্ত গ্রহলোক ধ্রুবলোককে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে যদিও ধ্রুবলোক এই জড়তে অবস্থিত তা বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত।

শ্লোক ৪০-৫২ ঃ

মহর্ষি নারদ মহারাজ ধ্রুবের প্রশংসা করে বললেন যে ধ্রুবের গুণাবলী যে শ্রবণ করবে তার জীবনে জড় জগতের গুণাবলী প্রাপ্ত হতে পারবে, স্বর্গে বা তাঁর লোক প্রাপ্ত হতে পারবে। পাপ থেকে মুক্ত হবে এবং জড় দুঃখ দূরীভূত হবে এবং তাঁর মহৎগুণাবলীতে ভূষিত হবে। ধ্রুব মহারাজের আখ্যান অমৃতত্ত্ব লাভের মহিমান্বিত জ্ঞান।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- ধ্রুব মহারাজের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল তা সকলের পক্ষে সম্ভব। (২৩.৪৩)

(PrA)- ধ্রুব মহারাজ মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করেছিলেন। (৩০)

(M&M)- কে বল মাত্র উদারভাবে প্রসাদ বিতরণ এবং সংকীর্তনের ফলে, সারা পৃথিবীর শান্ত এবং সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। - - - (১০)

'আমার একজন ভক্তও যদি ধ্রুবমহারজের মতো শক্তিশালী হয়, তাহলে সে আমাকে বৈকুণ্ঠলোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।' (৩৩)

যে কেউ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘে যোগদান করতে পারে এবং দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। (৪৩)

খোলা বই মূল্যায়ণ

Personal Application (ব্যক্তিগত প্রয়োগ) ঃ-

১. নারদ ঋষি (৮.৬২-৩৪, ৪২-৬২) এবং সুনীতি (৮.১৭-২৩) ধ্রুব মহারাজকে যে উপদেশ সমূহ প্রদান করেছিলেন, আপনার কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে কতটা প্রসঙ্গিক তা তুলে ধরুন।

* এই সমস্ত মন্তব্য সমূহ প্রয়োগ কিভাবে আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনে সহায়তা হতে পারে তা বর্ণনা করুন।

২. ধ্রুব মহারাজকে মনু যে উপদেশ সমূহ (১১.৬-৩৫) প্রদান করেছিলেন, তা আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনের ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করুন।

* বর্ণনা করুন এই সমস্ত বিবরণ সমূহ কিভাবে আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনে সহায়তা হতে পারে।

৩. ধ্রুব মহারাজের লীলা সমুহের অধ্যয়ন কিভাবে আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনে অনুপ্রেরনা প্রদান করেছে ? অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত অধ্যায় থেকে দৃষ্টান্ত সমুহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

Mood and Mission :-

৪. অষ্টম অধ্যায় থেকে কিছু অনুচ্ছেদ নির্বাচন করুন যেখানে ধ্রুব মহারাজের গৃহ ত্যাগ করে বনে আগমনের ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

Preaching Application (প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ) :-

৫. ''জড় জাগতিক মনোবৃত্তি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদনে থাকা সত্ত্বেও ধ্রুব মহারাজ ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন'' এই দৃষ্টান্তটি প্রচার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক। নবম অধ্যায় থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক উত্তর প্রদান করুন। ভাগবতের ১-৬ স্কন্ধ এবং ভক্তিশাস্ত্র থেকে অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করুন।

Unit 14 Educational Goals - শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য

পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রদের নীচের আলোচনাগুলি সম্বন্ধে সমর্থ হওয়া উচিৎ।

Understanding :-

চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে ধ্রুব মহারাজের ক্রিয়া সমুহের সারমর্ম উপস্থাপন করুন।

পোল নক্ষত্র বা ধ্রুবলোকের অবস্থান বর্ননা করুন।(৯.২১)

Personal Application :-

ধ্রুব মহারাজ যে সমস্ত তপস্যা সমুহ সম্পাদন করেছিলেন তা ভক্তবৃন্দের জন্য যে প্রসঙ্গিক তা আলোচনা করুন।(৮.৭১-৮০)

নারদ ঋষি এবং সুনীতির শিক্ষা সমুহ যা ধ্রুব মহারাজকে প্রদান করেছিলেন তা আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনে প্রসঙ্গিকতায় বিবরণ দিন।(৮.২৬-৩৪, ৪২-৬২)(৮.১৭-২৩)

ধ্রুব মহারাজের বিগ্রহ সেবার প্রসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।(৮.৫৬)

ধ্রুব মহারাজের প্রার্থনা সমুহ থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবরন তুলে ধরুন।(৯.৬-১৭)

ধ্রুব মহরাজের বিরহ থেকে যে প্রাসঙ্গিক নতিগুলি তুলে ধরুন।(৯.২৭-৩৬)

সুনীতি রানীর বৈষ্ণবীয় গুণাবলী ব্যাখ্যা করুন।(৯.৪১)

কিভাবে ধ্রুবের মতো মহাভাগবতের পক্ষে ক্রদ্ধ হওয়া সংগত ছিল ত ব্যাখ্যা করুন।(১০.৪)

মহৎগুনাবলী সম্পন্ন কোন ভক্তের ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রাসঙ্গিকতার সহিত ধ্রুব মহারাজের যক্ষ প্রতি শক্রতার সম্পর্ক উল্লেখ করুন।(১১.১১-১৩)

মহরাজ ধ্রুবের প্রতি মনুর শিক্ষাবলীর প্রাসঙ্গিকতা বিবরনের মাধ্যমে তুলে ধরুন।(১১.৬-৩৫)

আলোচনা করুন কিভাবে একজন শুদ্ধ ভক্তের ও অন্যের থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া উচিৎ।(১১.৩২)

"ধ্রুবের পক্ষে যা সম্ভব ছিল তা সকলের পক্ষেই সম্ভব" এই বিবরনের প্রসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।(১২.২২-২৩)

Preaching Application :-

ধ্রুব মহারাজের কপালে ভগবানের শঙ্খ স্পর্শ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(৯.৪)

ব্রহ্মা আসুরিক সন্তানদেরও জন্ম দেওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(৮.২)

মন্ত্র জপের শক্তি যেভাবে নারদ ঋষি বর্ননা করেছেন ত যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করুন।(৮.৫৩)

নারদ ঋষির ধ্রুব মহারাজকে দেওয়া শিক্ষার দৃষ্টান্তের অষ্টাঙ্গ যোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।(৮.৪২-৪৪)

ধ্রুবের ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও প্রনব মন্ত্র জপ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(৮.৫৪)

জড় উদ্দেশ্য বা মনোভাব নিয়ে শ্রী ভগবানের কাছে যাওয়ার বিপদ উপস্থাপন করুন।(৯.৯-১০, ৯.২৯-৩১ এবং ৯.৩২-৩৫)

দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন যে ধ্রুব মহারাজ একজন উচ্চ গুন সম্পন্ন ভক্ত হলেও জড় ভোগের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সম্পাদন করতেন।(৯.১৯)

ধ্রুব মহারাজ জড় মনোবৃত্তির মাধ্যমে ভক্তিযোগ সম্পাদন করা সত্ত্বেও ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে ভক্তিযোগ যে শক্তিশালী তা দৃষ্টান্তের সহিত উপস্থাপন করুন।(৯.২৯)

ধ্রুব মহারাজের মৃত্যুর দৃষ্টান্তের সহিত ব্যাখ্যা করুন কিভাবে ভক্তের মৃত্যু এবং অভক্তের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য আছে।(১২.৩০)

Mood and Mission :-

নারদ ঋষির সারা ব্রহ্মাণ্ডের আর্বতনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।(৮.৩৮-৪০)

অষ্টম অধ্যায়ের ছত্রিশ নং শ্লোকে যেভাবে বর্ননা করা হয়েছে যে ইস্‌কনের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে মানব সমাজে ব্রাহ্মনোচিত এবং ক্ষত্রিয়োচিত গুনাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুরুত্ব মন্তব্য করুন।(৮.৩৬)

ধ্রুব মহারাজের ধ্যানের প্রভাব কিভাবে এই জগতে প্রভুপাদের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে তা আলোচনা করুন।(৮.৭৮-৮০)

ধ্রুব মহারাজের বিগ্রহ সেবা যেভাবে অষ্টম অধ্যায়ে (৩৮-৪০) শ্লোকে বর্ননা করা হয়েছে তা কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাবকে প্রতিফলিত করেছে ব্যাখ্যা করুন।(৮.৩৮-৪০)

সরকারের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। (৯.৬৬-৬৭)

"যদি ধ্রুব মহারাজের মতো আমার একজন শিষ্যও শক্তিশালী হয়, তাহলে সে আমাকে বৈকুণ্ঠ লোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।" শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব কিভাবে এই বিবরনের প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করুন। (১২.৩৩)

"যে কেউ আন্তজাতিক কৃষ্ণভাবনমৃত সংঘে যোগদান করতে পারে এবং দীক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে দ্বিজত প্রাপ্তি হতেপারে।" এই বিবরন কিভাবে শ্রীল প্রভুপদের উদ্দেশ্যাকে প্রতিফলিত করেছে তা ব্যাখ্যা করুন। (১২.৪৩)

Acadmic and Moral Intgrity :-

"যদি কেউ কৃষ্ণভাবমৃত সংঘ থেকে পৃথক হয়ে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায় সে এক মহা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন।" এই বিবরণটি কিভাবে প্রভুপাদের উদ্দেশ্যাকে প্রতিফলিত করেছে তা ব্যাখ্যা করুন। (৯.১১)

Evaluation :-

যক্ষগনের বিভিন্ন মতবাদের প্রেক্ষাপটে ধ্রুব মহারাজের প্রত্যুত্তর আলোচনা করুন। (১১.৫-৭, ১১.৩১-৩৫)

Unit 15 পৃথু মহারাজ (প্রথম ভাগ)
Canto 4 Chapters 13-19

Scheduled Reading Assignments:

Lesson 1 Reading
Chapter 13 Overview
Chapter 14

Lesson 2 Reading
Chapters 15 & 16

Lesson 3 Reading
Chapter 17

Lesson 4 Reading
Chapter 18

Lesson 5 Reading
Chapter 19

৪.১৩ ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-
১. ভগবানের কাছে যাওয়ার দুইটি পন্থা কি কি ? (৩)
২. ভজনানন্দী এবং গোষ্ঠ্যানন্দী এই দুই ভগবদ্ভক্তদের বর্ণনা করুন। (১০)
৩. অশ্বমেধ ও গবালম্ভ যজ্ঞ দুটি কি কি ? (১৫)
৪. বৈদিক যজ্ঞকে সাফল্য মণ্ডিত করতে প্রয়োজনীয় সমগ্রীর কয়েকটি তলিকা প্রদান করুন। (২৭)
৫. মন্দিরে যাঁরা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা পূজা করেন তাঁদের কোন বিষয় এড়িয়ে চলা উচিৎ ? (২৮)
৬. কেউ যদি অপুত্রক হয় তাহলে কি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে ? (৩১)
৭. "পুং-সবনম্" কথাটির অর্থ লিখুন ? (৩৮)
৮. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে রাজা অঙ্গের পারিবারিক জীবনের দুর্ভাগ্য আধ্যাত্মিক উন্নিত সাধনে সহায়তা করেছিল ? (৩৯, ৪৬-৪৭)
৯. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে একজন সন্তান সৎপিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কলুষিত বা পাপী হয়ে পড়ে। (৩৯)

উপমা সমুহ ঃ-
৪.১৩.৪৪ ঃ সদ্‌গুণ রহিত পুত্র অন্ধ চক্ষুর মতো। অন্ধচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু তা থেকে কেবল অসহ্য বেদনাই লাভ হয়।

৪.১৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১১ ঃ

কিভাবে মহর্ষি নারদ প্রচেতাদের সভায় ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলীর প্রশংসা করছিলেন মৈত্রেয় ঋষির এই বর্ণনা শুনে তিনি মৈত্রয় ঋষি থেকে প্রচেতাদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে চাইলেন। ঐ সভায় নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন তাও তিনি জানতে চেয়েছিলেন। মৈত্রেয় ঋষি ব্যাখ্যা করলেন যে যখন মহারাজ ধ্রুব বনে গমন করেছিলেন তখন তাঁর পুত্র, উৎকল জন্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন, তাই তিনি পৃথিবী শাসন করতে চান নি। সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে উন্মত্ত বিবেচনা করে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসরকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১২-২০ ঃ

মৈত্রেয় ঋষি তারপর রাজা বৎসর এবং তার পত্নী স্বর্বীথি থেকে রাজ অঙ্গের বংশধরদের বর্ণনা করলেন। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ নামক কুটিল পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। মহৎগুণ সম্পন্ন রাজা অঙ্গ বেণের দুষ্ট স্বভাবে মর্মাহত হয়ে গৃহ এবং রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে মহর্ষিরা বেণ রাজাকে মৃত্যুর জন্য অভিশপ্ত করেছিলেন। কোন রাজা না থাকায় দস্যু ও তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল ফলে সমস্ত প্রজারা ভীষণভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করছিল। ফলে মহর্ষিরা বেণের দেহকে মন্থন করেছিলেন এবং তাদের মন্থনের ফলে ভগবান বিষ্ণুর অংশে আদি রাজা পৃথু আর্বিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১-৩৫ ঃ-

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে রাজা অঙ্গের মতো সাধু পুরুষের বেণের মতো সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলন। বেণের মতো এরূপ কুসন্তান থাকার কারণে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন মহর্ষিরা বেণকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন, যদিও রাজা বেণ একজন শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মৈত্রিয় উত্তর দিলেন, হে বিদুর একসময় মহান রাজা অঙ্গ অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে আসেন নি। পুরোহিতগণ রাজা অঙ্গকে জানালেন, পূর্ব জীবনে পাপ কার্য করেছিলেন যে কারণে কোন দেবতা আপনার যজ্ঞে উপস্থিত হন নি এবং পুত্রহীন ছিলেন। পুরোহিতগণ রাজাকে পুত্র লাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে এবং সেই উদ্দেশ্য যজ্ঞ সম্পাদন করতে বললেন। যখন যজ্ঞেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর সাথে সমস্ত দেবতারা আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ তাঁরা গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৩৬-৪৯ ঃ-

এভাবে পুরোহিতেরা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করলেন। তখন যজ্ঞাদি থেকে একজন পুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছিলেন। রাজা পায়েস গ্রহণ করলেন এবং কিয়দংশ তাঁর পত্নীকে প্রদান করেছিলেন। সেই পায়েস ভক্ষণ করে রাণী তাঁর স্বামীর সাহচর্যে গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। ছেলেটির মাতামহ ছিলেন সাক্ষাৎ মৃত্যু, ফলে তিনি অতিশয় অধার্মিক পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। সেই বালক এত নিষ্ঠুর ছিলেন যে, খেলার সময় তার সমবয়স্ক বালকদের হত্যা করতেন। এভাবে রাজা অঙ্গ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি এরূপ কু-সন্তানের জন্য শোকে অভিভূত হলেন। পরে তিনি যখন চিন্তা করলেন যে তাঁর গৃহস্থ জীবন থেকে বিচ্ছেদের কারণ ভগবানেরই পরিকল্পনা, তখন কাউকে কিছু না বলে তিনি গৃহ ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- উৎকলের উপলব্ধি এবং আচরণ ।(৬-১১)
পারিবারিক জীবন থেকে রাজা অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা।(৩৯-৪৭০)

৪.১৪ বেণ রাজার কাহিনী

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. দুর্বল ও শক্তিশালী সরকারের ফলাফল বর্ণনা করুন। (৩)

২. রাজা বেণের অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা দিন। (৪)

৩. সরকারের কর্তব্য সংক্ষেপে লিখুন। (১৭-২০)

৪. কোন রাজা বা সরকার দস্যু প্রকৃতির হলে সাধু পুরুষের কর্তব্য কি ? (৩১)

৫. যদি ভগবান বিষ্ণু বা তার ভক্তকে অপমান করা হয় তাহলে সাধু পুরুষের কর্তব্য কি ? (৩১)

৬. মানব সমাজে সঙ্কট দেখা দিলে ভক্তদের কিভবে সাড়া দেওয়া উচিৎ ? (৪১)

৭. কেন সাধু ব্যক্তিরা বিচক্ষণের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন যে যদিও রাজা বেণ অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি বেণের বংশের বীর্য অবশ্যই সংরক্ষিত হবে ? (৪১)

৮. ''অমোঘ-বীর্য'' বলতে কি বোঝ ? (৪২)

৯. ধ্রুব মহারাজের বংশে মস্ত বড় দুর্ঘটনাটি কি ? (৪২)

উপমা সমূহ ঃ-

নেই

৪.১৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২২ ঃ

মহর্ষিরা লক্ষ্য করলেন যে রাজা অঙ্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ অসংযত হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা বেণকে রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসালেন, যদিও মন্ত্রিবর্গ অসম্মত ছিলেন। বেণ অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর রূপে পরিচিতি হওয়ার কারণে সমস্ত দস্যু ও তস্করেরা তাদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল। বেণ খুব গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভেবে মহৎ ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করেছিলেন। বেণ রাজা ব্রাহ্মণদের সমস্ত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে নিষেধ করেছিলেন। মহর্ষিরা বিবেচনা করেছিলেন যে বেণ সমস্ত প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। মহর্ষিরা বেণকে প্রজাদের বর্ণাশ্রম পন্থা অনুসরণে নিযুক্ত থাকতে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞকর্ম সমূহ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-৩৫ ঃ

রাজা বেণ ধমকানি দিয়ে বললেন যে ভগবান বিষ্ণুসহ সমস্ত দেবতারা যেন তাঁকেই মান্য করে এবং সেই কারণেই একমাত্র রাজাকেই পূজা করা উচিৎ। বেণ মহর্ষিদের তার প্রতি মৎসরতা পরিত্যাগ করে সমস্ত উপকরণ সহযোগে তাঁর পূজা করতে অনুরোধ করলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে ভর্ৎসনা করার জন্য মহর্ষিরা অত্যন্ত ক্রোধিত হয়েছিল। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে মহর্ষিরা কেবল হুঙ্কার ধ্বনির দ্বারা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন। বেণের মা সুনীথা বেণের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল। ফলে মৃত পুত্রের দেহকে বিশেষ উপাদানের প্রয়োগ দ্বারা এবং মন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষিত করেছিল।

শ্লোক ৩৬-৪৬ ঃ

মহর্ষিরা সমাজে নানা প্রকার উপদ্রব লক্ষ করলেন এবং তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন কিভাবে রাজার মৃত্যুর পর দস্যু তস্করদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করা যায়। যদিও তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন, অঙ্গের বংশের বাসনাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মহর্ষিরা বেণের ঊরুদেশ মন্থন করেছিলেন। রাজা বেণের মৃত দেহ থেকে এক খর্বাকৃতি, কৃষ্ণকায় বাহুক নামক এক পুরুষের জন্ম হয়েছিল। জন্মের পরেই সে রাজা বেণের সমস্ত পাপ কর্মের ফল গ্রহণ করেছিল। এইভাবে নিষাদ জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার আদি পাপ কর্মে সর্বদা থাকে, তার ফলে কেবলমাত্র তাদের পর্বতে এবং অরণ্যে বাস করতে হয়।

আলোচনা মুলক বিষয় ঃ-

(M&M)- ধর্মের ব্যাপারে সরকারের বিকৃত মানসিকতা। (৪-৬)
ভক্তের অরাজনৈতিক এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনায় সচেতন। (৭-১২,৩৭)
সরকারের কর্তব্য। (১৭-১৯)
পৃথিবীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সংশোধনার্থে প্রতিটি মানুযকে কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় শিক্ষা লাভ করা উচিৎ। (১০)
সাধু পুরুযের কর্তব্য হল আসুরিক সরকারকে উচ্ছেদ করা। (৩১, ৪০)
মানব সমাজে যখন সঙকট দেখা দেয়, তখন ভক্তরা নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। (৪১)
এমনকি পাপিষ্ঠ মানুযেরাও (কিরাতরা) সর্বোচ্চ বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত হতে পারে। (৪৬)

(PrA)- মহারাজ বেণের ঊরুদ্বয় থেকে অন্য একটি শরীর উৎপাদন। (৪৩)

(AMI)- সাদা গায়ের রঙ উচ্চবর্ণের এবং শূদ্রদের গায়ের রঙ কালো। (৪৫)

৪.১৫ পৃথু মহারাজের অবির্ভাব ও অভিষেক এবং
৪.১৬ বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. রাজা পৃথু কোন ধরনের অবতার ছিলেন ?(১৫.২, ৪-৫)
২. লক্ষীদেবীর পূজা কিভাবে হওয়া উচিৎ ?(১৫.৩)
৩. ভূর্লোকের দেবী যে দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?(১৫.১৮)
৪. প্রসংশা বা স্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে পৃথু মহারাজের অনিচ্ছা কি ইঙ্গিত করেছিল ?(১৫.২২-২৪)
৫. সাধারণ লোকদের কি কি আদেশ অনুসরণ করা উচিৎ ?(১৬.১)
৬. ভগবানের আবির্ভাবের সম্পর্কে ''আত্ম মায়য়া''র অর্থ বিশ্লেষণ করুন ?(১৬.২)
৭. সূত গোস্বামীর পৃথু মহারাজের প্রতি যে গুণকীর্ত্তন তার পয়েন্ট নির্বাচন করুন যেগুলি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষনীয়।(১৬.৬-২৭)

উপমা সমূহ ঃ-

নেই।

৪.১৫-১৬ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১৫.১-১৩ ঃ

মহর্ষিরা বলতে থাকলেন যে বেণের মৃত শরীরের বাহুদ্বয় মন্থন করে সেই বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হয়েছিল। এই দুইজনের একজনের একজন হলেন রাজা পৃথু যিনি বিষ্ণুর প্রকাশ অপরজন হলেন অর্চি, যিনি হলেন লক্ষ্মীদেবী। ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্ত্তন করেছিল, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা তাঁর যশোগান করেছিল, সিদ্ধরা পুষ্প বৃষ্টি করেছিলেন, স্বর্গের অপ্সররা মহা আনন্দে নৃত্য করেছিল। অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তীর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ভগবান ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদের নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। ভগবান ব্রহ্মা রাজা পৃথুর দক্ষিণ করতলে চক্ররেখা এবং দুই পদতলে পদ্মচিহ্ন দর্শন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজা পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের অংশ অবতার। মহারাজ পৃথুকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। রাজা পৃথু এবং অর্চি সুন্দর অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে অগ্নির মতো আর্বিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫.১৪-২৬ ঃ

সমস্ত দেবতারা রাজা পৃথুকে বিভিন্ন ধরনের উপহার প্রদান করেছিল। মহর্ষিরা তাঁকে তাঁদের অমোঘ আর্শীবাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে বিনা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিলেন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীরা তার স্তব করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজা পৃথু মৃদু হেসে জলদ গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন যে, তিনি এমন গুণে গুণান্বিত নন যে সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা করতে হবে। তিনি অনুভব করলেন যে, এই সমস্ত স্তবস্তুতি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সম্বোধনার্থেই উপযুক্ত। তিনি উল্লেখ করলেন যে কেবলমাত্র মুর্খরাই অপরকে অনুমোদন করে নিজের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করার জন্য, যে গুণের অধিকারী সে নয়, তাই এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা অপরের কাছ থেকে প্রশংসা শুনতেচান না।

শ্লোক ১৬.১-১৭ ঃ

রাজা পৃথুর বিনয়পূর্ণ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে, গায়কেরা গুণগান করতে লাগলেন, মহর্ষিদের উপদেশ অনুসারে ভগবানের অবতার বলে সরাসরি তাঁর গুণকীর্ত্তন করলেন। কারণ ভগবানের মহিমায় কার্যবলীর দিব্য আস্বাদন গায়কদের মধ্যে ছিল, তথাপি তারা করতেনও যদি তারা জানতেন যে তাঁর কথা পরিমিত নয়। যখন মহারাজ পৃথুর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণের বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ পৃথুর তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা শুনতে পাবেন। কেউই পৃথু মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জয় করে তিনি প্রজাদের ত্রিতাপ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে। এভাবে সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা কীর্ত্তন করবে।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ

(PeA) পৃথু মহারাজের নিজের প্রশংসা শ্রবণে অনিহা (১৫.২২-২৪)
(PrA) প্রচারকের মনোবৃত্তি (১৬.২-৩)
(M&M) কৃষ্ণভক্তরা যদি গণতান্ত্রিক সরকার দখল করতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষ সুখী হবে। (১৬. ৪-৫)
(PrA/ ThA) মহারাজ পৃথুর প্রতি সূতের স্তুতি থেকে রাষ্ট্রপালকদের প্রতি কি উপদেশ (১৬.৬-২৭)

৪.১৭ পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহরাজের ক্রোধ
৪.১৮ পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

৪.১৭

১. মহারাজ পৃথু সনৎ-কুমারকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করার তাৎপর্য কি ? (৫)
২. ''অবতারী'' শব্দের অর্থ কি ? (৭)
৩. মহারাজ পৃথুর অবতার বর্ণনা করুন। (৭)
৪. অন্নাভাবের কারণ কি ? (১৩)
৫. কেন ধরিত্রী মাতা গাভী রূপ ধারন করেছিলেন ? (১৪)
৬. গ্রহগুলিকে দ্বীপ বলার কারণ কি ? (২১)
৭. গাভীরূপী ধরিত্রী মাতাকে হত্যা করার জন্য পৃথু মহারাজ ভয় দেখিয়েছিলেন কেন ? (২২)
৮. সরকার কোন পরিস্থিতিতে গো-মাংস আহারের ব্যবস্থা করতে পারে ? (২৫)
৯. মহারাজ কেন গাভীরূপী ধরিত্রী মাতাকে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি ? (২৭)
১০. ভগবানের পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিৎ ? (৩৬)

৪.১৮

১১. বদ্ধ আত্মা ও মুক্ত আত্মার মধ্যে পার্থক্য কি ? (৫)
১২. সাধারণত পর্বত শিখরে কেন বজ্রপাত করা হয় ? (১১, ২৯)
১৩. মহাত্মাদের পৃথিবী থেকে সমস্ত প্রকারের বৈদিক জ্ঞান দোহনের ব্যাপারে প্রভুপাদ কি কি নীতি তুলে ধরেছেন ? (১৪)
১৪. বৈদিক সভ্যতায় শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের প্রচলন ব্যাখ্যা করুন ? (১৮)
১৫. বর্ণনা করুন নীচের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে
সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্‌পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূতগণ, পিশাচগণ। (১৯-২১)

উপমা সমুহ ঃ

৪.১৭.৩৩ ঃ আধুনিক যুগে একজন যন্ত্রশিল্পী বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে একটি যন্ত্রকে চালিত করতে পারে, যার ফলে সেই যন্ত্রে একের পর এক বিবিধ ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন সৃষ্টির বোতাম টেপেন, তখন সৃষ্টিশক্তির বিভিন্ন উপাদান ও তাদের নিয়ন্তাদের উৎপত্তি হয়, এবং ভগবানের অচিন্ত্য পরিকল্পনার ফলে, সেই সব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ক্রিয়া করে।

....

৪.১৭-১৮ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১৭.১-১৭ ঃ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরেকে বললেন যে কিভাবে যখন পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন তখন অনাহারে প্রজাদের দেহ বাস্তবিক ক্ষীণ হলে পর প্রজারা রাজার কাছে এসে একটি যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ তা জানালেন। রাজা এ ব্যাপারে অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করে রাজা পৃথিবীকে লক্ষ্য করে শর যোজন করলেন। তা দেখে তিনি ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল। মহারাজ পৃথু ক্রোধান্বিত হয়ে গাভীরূপী পৃথিবীকে সারা ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপী পশচাদ্ধাবন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭.১৮-৩৬ ঃ

গাভীরূপী পৃথিবী পৃথু মহারাজকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর প্রজারা পৃথিবীর উপর নির্ভরশীল। তাই পৃথিবীকে হত্যা করে তাঁর কোন লাভ হবে না। পৃথু মহারাজ ধরিত্রীকে বললেন যে দেবতারূপে তিনি তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন নি। সেই কারণেই যেহেতু তিনি অপরাধী, তাই পৃথু মহারাজ অবশ্যই ধরিত্রীকে হত্যা করবেন। তিনি সমস্ত ঔষধী ও শস্যের বীজ নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এই কথা শ্রবণ করে পৃথিবী গ্রহ ভয়ে কম্পমানা হয়েছিল এবং তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পরে বদ্ধাঞ্জলি সহকারে তিনি পৃথু মহারাজের পরমেশ্বর ভগবান সদৃশ গুণ কীর্ত্তন করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কিভাবে বরাহ রূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগ রসাতল থেকে ধরিত্রীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি আবার ধরিত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত। ধরিত্রী তাঁর মোহচ্ছন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১৮.১-১১ ঃ

গাভীরূপী ধরিত্রী বর্ণনা করলেন যে, তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যই বীজ, মূল, ঔষধী এবং শস্য সমুহ লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ সেগুলো অভক্তরাই ভোগ করত। দীর্ঘকাল ধরে শস্য সমুহ সঞ্চিত থাকার ফলে এই সমস্ত শস্য বীজ জীর্ণ হয়েছে। ধরিত্রী মহারাজ পৃথুকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর উপরিভাগকে সর্বত্রই সমতল করতে যাতে করে বর্ষিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে সর্বদা আদ্র রাখতে পারে। তিনি আবার মহারাজকে একটি উপযুক্ত বৎস তাঁকে দোহন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮.১২-৩২ ঃ

রাজা পৃথু তারপর স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্র রূপে পরিণত করে পৃথিবীরূপ গাভী থেকে সমস্ত ঔষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন। মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁর থেকে সমস্ত প্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে তারা পৃথিবী থেকে সোমরসরূপ অমৃত দোহন করেছিলেন। দৈত্যদানবেরা অসুরকুল শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুর ও আসব দোহন করেছিল। অন্যান্য স্বর্গবসীরা ধরিত্রী থেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য এবং রহস্যজনক শক্তিও দোহন করেছিলেন এবং সেই সমস্তকে উপযুক্ত পাত্রে রেখেছিলেন। সাপ ও বৃশ্চিকেরা ধরিত্রী গ্রহ থেকে বিষ দোহন করেছিল। এইভাবে অন্নভোজী জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহন পাত্রে তাদের অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ হয়ে পৃথিবীকে দুহিতৃত্বে বরণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ পৃথু ধনুকের শক্তির দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন।

আলোচনা মুলক বিষয় ঃ-

(PrA)- খাদ্য উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান দায়ী। (১৭.২৪-২৫)
মানব সমাজ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকার জীবনের আদর্শ হারিয়েছে। (১৮.৩-৫)

(ThA / M&M)- যে কেউ তৎক্ষণাৎ গুরু হতে পারে। (১৮.৫)
অভক্তরা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য পৃথিবী তার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। (১৮.৬-৮)
একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বা সংকীর্ত্তণ প্রবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যেতে পারে। (১৮.৮, ১৮.১৩-১৪)

৪.১৯ পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. 'মৎসর' শব্দটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (২)
২. 'কামধেনু' কি ? (৭)
৩. এই অধ্যায়ে অষ্টম এবং নবম শ্লোকের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নের তালিকা প্রদান করুন।
৪. চতুর্বিধ খাদ্য সামগ্রীর তালিকা প্রদান করুন। (৯)
৫. দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অবতারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া থেকে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ? (১০)
৬. ইন্দ্র কেন যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন ? (১১)
৭. 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (১৩)
৮. ইন্দ্র অন্যদের প্রতারণা করার জন্য গৈরিক বসন ধারন করা থেকে প্রভুপাদ কি কি সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ? (১২-২৬)
৯. কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৈদিক শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেন ? (২৫)
১০. মহারাজ পৃথু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিলেন ? (৩৩)
১১. কিভাবে সাধু ব্যক্তির জীবনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া উচিৎ ? (৩৪)
১২. ব্রহ্মা কেন চেয়েছিলেন যে ইন্দ্র এবং পৃথু মহারাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা সমাপ্তি হোক ? (৩৫-৩৬)
১৩. কালীর নৈবেদ্য যারা গ্রহণ করে তারা কারা ? (৩৬)
১৪. ভগবান বিষ্ণুর চার হস্তে যে চারটি প্রতীক থকে সেই চারটির তৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। (৩৭)

উপমা সমুহ ঃ-

নেই।

৪.১৯ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৯ ঃ

পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁর প্রধান প্রধান অনুচর সুনন্দ এবং নন্দ, প্রধান প্রধান দেবতারা, সিদ্ধ বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, যক্ষরা এবং কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয়, সনক কুমার এবং অনন্য ভক্তসহ পরিবৃত হয়ে পৃথু মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন। জমি প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করতে শুরু করেছিল। বিশাল বৃক্ষসমুহ প্রচুর পরিমাণে ফল ও মধু সরবরাহ করেছিল। গাভীগণ প্রচুর পরিমাণে দুধ সরবরাহ করেছিল। সমুদ্রগুলি নানাপ্রকার মূলবান রত্নসমুহে পূর্ণ ছিল। পর্বত সমুহ ধাতু এবং উর্বরতাতে পূর্ণ ছিল।

শ্লোক ১০-২৬ ঃ

মহারাজ পৃথু যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি সম্পাদন্ করছিলেন, তখন ইন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর যজ্ঞাশ্বটি অপহরণ করেছিলেন। ইন্দ্র যখন দেখলেন যে পৃথু মহারাজের পুত্র তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোড়াটিকে রেখে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। ইন্দ্র দুইবার এরূপ আচরণ করেছিলেন। মহারাজ পৃথু নিজে ইন্দ্রকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন কারণ ইন্দ্রের এই প্রকার অধার্মিক সন্ন্যাস প্রথার প্রবর্তন করার জন্য।

শ্লোক ২৭-৪২ ঃ

পুরোহিতেরা যজ্ঞস্থলে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে আহ্বান করার জন্য পুরোহিতেরা প্রস্তাব দিলেন এবং তারা রাজার শত্রু হিসাবে ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন। তারা যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন। তিনি বললেন তাঁরা ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবেন না কারণ ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো, বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার। ব্রহ্মা তাঁদেরকে উপদেশ প্রদান করে বললেন যে, যদি তাঁরা আরো ইন্দ্রের বিরোধিতা করেন, তাহলে ইন্দ্র তাঁর ক্ষমতার অপব্যহার করবে এবং অন্য অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন ক রবেন। সেই কারণে এটি সর্বোত্তম যে মহারাজ পৃথুর নিরানব্বই যজ্ঞই হোক। ব্রহ্মা পৃথু মহারাজের প্রতি বললেন যেহেতু তিনি মোক্ষমার্গ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব তাঁর আর অধিক যজ্ঞ করার প্রয়োজন ছিল না। ব্রহ্মা বললেন যে যেহেতু পৃথু মহারাজ ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তাই তাঁর উচিৎ ধর্মীয় নীতিসমুহকে রক্ষা করা এবং এইভাবে যজ্ঞে ইন্দ্রকে হত্যা করা বন্ধ করলে ইন্দ্রের আরো অধিক অবাঞ্ছিত অধর্মীয় আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ তাঁর যজ্ঞ সম্পাদন করার আগ্রহ পরিত্যাগ করলেন এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন।

আলোচনা মুলক বিষয় ঃ-

(PrA)- সংকীর্ত্তন যজ্ঞের ফলই প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি। (৭-৯)
কপট - সন্ন্যাস। (১২-১৫)

(PeA)- যজ্ঞ সম্পাদনের প্রতিযোগীতা। (৩৫)
মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনামৃতে অগ্রসর হতে পারে না। (২)
শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার জন্য ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না। (৩৭)

(M&M)- মহাপ্রভু পাখণ্ডী এবং কপট সন্ন্যাসের সংহার করার ব্যবস্থা করেছেন। (২২, ৩৭-৩৮)

Unit 15 Open Book Assessment Questions & Marking Keys

Preaching Application

যে যথাযথ পন্থায় জড় জাগতিক সরকারের নীতি বা কার্যক্রমের প্রতি সাধু ব্যক্তিরা দুইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তা ৪র্থ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১২, ৩১ ও ৪০ নং শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য অনুসারে চিহ্নিত করুন। আপনাদের দেশের সরকারের একটি নীতি বা কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত দিন, কিভাবে আপনি এবং আপনাদের ভক্তরা তার প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন।

Preaching Application/ Personal Application

ভাগবতের ৪.১৫.২২-২৪ শ্লোকগুলিতে বর্ণিত পৃথু মহারাজের নিজের প্রশংসা শ্রবণের অনিহা এবং রাজার কথা ও ব্যবহার থেকে ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগের মতো কি নীতি পাচ্ছেন, তা চিহ্নিত করুন। এমন বিশেষ দিক চিহ্নিত করুন যা দ্বারা আমরা প্রকৃত বা ভণ্ড ভগবৎ অবতারের দিকগুলি জনসমাজে তুলে ধরতে পারি।

Preaching/Theological Application

ভাঃ ৪/১৮/৮, ১৩-১৪ শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য অনুসারে দেখান কিভাবে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন দুই ভাবে অশান্তিপূর্ণ জগতের শান্তি আনতে পারে।

Understanding

ভাঃ ৪/১৯/১২-২৫ শ্লোকগুলি থেকে কপট সন্ন্যাস আশ্রমের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করুন। কপট সন্ন্যাস আজও বর্তমান, তাদের লক্ষণগুলি কি কি?

Unit 16 পৃথু মহারাজ (দ্বিতীয় ভাগ)
Canto 4 Chapters 20-23

Scheduled Reading Assignments:

Lesson 1 Reading
Chapter 20

Lesson 2 Reading
Chapter 21

Lesson 3 Reading
Chapter 22 verses 1-36

Lesson 4 Reading
Chapter 22 verses 37-63

Lesson 5 Reading
Chapter 23

৪.২০ পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আর্বিভাব

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. পারমার্থিক স্তরে উন্নত ব্যক্তির গুণ কি ? (৩)
২. ''ত্রিগুণ্য - বিষয়া বেদাঃ'' এবং ''নিস্ত্রৈগুণ্য'' শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (৬)
৩. কর্মযোগের পন্থা বর্ণনা করুন। (৯)
৪. ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল বর্ণনা করুন। (৯, ১৫)
৫. ''ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ'' ব্যাখ্যা করুন। (১৩)
৬. একজন রাজার প্রকৃত কর্তব্য কি ? (১৪)
৭. ১৪ নং শ্লোকে প্রকৃতির যে সমস্ত সূক্ষ্ম নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনা দিন।
৮. ভগবান কিসের দ্বারা প্রসন্ন হন ? (১৬)
৯. ভক্ত বৎসল কথটির অর্থ কি ? (১৯)
১০. ভগদ্ভক্তের কখনো ভুল করার সম্ভাবনা থাকে না কেন ? (২০)
১১. ''আর্য - সঙ্গম্'' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। (২৬)
১২. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তনের অনুশীলন কে এমন ত্যাগ করতে পারে ? (২৬)
১৩. কি কারণে ভগবান অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন ? (৩৪)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.২০.১২ ঃ একজন ব্যবসায়ী তার গাড়িতে বসে যখন কোথাও যান, তখন তিনি নিরীক্ষণ করেন গাড়িটি কিভাবে চলছে এবং সেই অনুসারে গড়ির চালককে তিনি নির্দেশ দেন। তিনি জানেন কতটা তেল খরচ হচ্ছে, এবং এইভাবে তিনি গাড়িটির সমস্ত বিষয়ে অবগত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গাড়িটি থেকে ভিন্ন এবং তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে তিনি অনেক বেশি সচেতন। গাড়িতে করে যাওয়ার সময়েও, তিনি তাঁর ব্যবসা এবং অফিস সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। গাড়িটিতে বসে থাকলেও গাড়িটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। একজন ব্যবসায়ী যেমন সর্বদা তাঁর ব্যবসার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তেমনই জীবও ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব।

৪.২০.২৫ ঃ এই জগতে মায়ার বশীভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা বিস্মৃত হয়েছি, ঠিক যেমন গভীর নিদ্রায় মগ্ন মানুষ তার কর্তব্য ভুলে যায়।

৪.২০.৩১ ঃ পিতা তাঁর পুত্রের অবশ্যকতাগুলি জানেন এবং তিনি তার জন্য সেগুলি সরবরাহ করেন। ভগবানও জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেগুলি সরবরাহ করেন।

৪.২০ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১৫ ঃ

ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে নিরানব্বইটি অশ্ব যজ্ঞে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই যজ্ঞস্থলে আর্বিভূত হয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে ক্ষমা করতে, কারণ তাঁর শেষ যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছে। ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে বললেন যে আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র। সর্বতোভাবে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে জীবনের যে কোন অবস্থাতেই থাক না কেন, তোমার উচিৎ একজন রাজা হয়ে আমার ব্যবস্থাপনায় কর্তব্য সম্পাদন করা। ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে আরো বললেন যে প্রত্যেকেরই বর্ণাশ্রম ধর্মের নীতিগুলি পালন করা উচিৎ। রাজ্যের নাগরিকদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। এইভাবে আচরণ করার ফলে রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের পুণ্য কর্মের এক ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন কিন্তু তাদের যথাযথভাবে রক্ষা না করেন তাহলে তার প্রজাদের পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। অতিসত্ত্বর তিনি মুক্ত কুমারদের দর্শন লাভ করবেন।

শ্লোক ১৬-৩১ ঃ

ভগবান বিষ্ণু মহারাজ পৃথুর উত্তম গুণাবলী ও সুন্দর আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রাজা ইন্দ্র তাঁর কৃত-কর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পৃথু মহারাজের নিকট নত হলেন এবং পৃথু মহারাজ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। রাজা পৃথু ভগবানের গুণকীর্ত্তন করলেন। তিনি কেবল অযুত কর্ন লাভের বর প্রার্থনা করলেন কারণ তার ফলে তিনি শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হন। তিনি ভগবানের পাদপদ্ম সেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সাথে সাথে শঙ্কিত হন কেন স্বয়ং লক্ষীদেবীও অসন্তুষ্ট হতে পারেন তাঁর সেবায় একাগ্রতা থাকার কারণে। রাজা পৃথু জড় লোভকে পরিত্যাগ করেন কারণ তা কেবল মুর্খ লোকেরাই আকাঙ্খা করে। পক্ষান্তরে যা কিছু রাজার পক্ষে কল্যাণকর সেই বর তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৩২-৩৮ ঃ

শ্রীভগবান পৃথু মহারাজকে আশীর্বাদ করলেন যাতে করে তিনি তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবায় সদা সর্বদা নিমগ্ন থাকেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকের অধিবাসী, গন্ধর্ব লোক, সিদ্ধলোক, চারণলোক, পন্নগ লোক, কিন্নর, অপ্সরা, মর্তলোকবাসী, পক্ষীলোক এবং অন্যান্যরা যারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন সবাইকে পূজা করেছিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বাণীর দ্বারা যথাসম্ভব সম্পদ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর পার্যদদের পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর রাজা পৃথু ভগবানকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলে পর তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব-স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলোচনামুলক বিষয় ঃ

(PrA) বর্ণাশ্রম ধর্ম (৯--১৫)
মূর্খ দূরাচারী আর শূদ্রদের সমন্বয় কখনো পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। (১৫)
যুদ্ধ বিগ্রহের ফল হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করার পরিণতি। (২১)

(PEA) ভগবানের ছাব্বিশটি গুণ যা দেখা যায়। (১৬)
বৈষ্ণবদের মধ্যে সহযোগীতা মূলক আচরণ একটি অনিসুন্দর দৃষ্টান্ত। (১৮)
শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকেই ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা উচিত। (২৪-২৫)
এই সংসারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। (২৬)

৪.২১ পৃথু মহারাজের উপদেশ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য যে সমস্ত মাঙ্গলিক সামগ্রী প্রয়োজন তার তালিকা প্রদান করুন। (৪)

২। পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে মহাত্মা বিদূরের বারবার শ্রবণ করার উদ্দেশ্য কি ছিল? (১০)

৩। যখন কেউ কৃষ্ণভক্ত হন তখন তিনি কি হন? (১২)

৪। কত সময় পর্যন্ত মানুষকে রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত? (১২)

৫। ''প্রজা'' শব্দটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (২২)

৬। প্রকৃতির নিয়ম সমূহ কিভাবে অত্যন্ত সুক্ষ্ম হয় তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। (২৪)

৭। ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী থেকে আরও ভয়ঙ্কর কি? (২৭)

৮। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অধিক শিষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন কেন? (৩১)

৯। ভক্তিযোগ কিভাবে জড় জগৎ ভোগ করার বাসনা এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতাকে ক্ষয় করে দেয় তা বর্ণনা করুন? (৩২)

১০। কে যজ্ঞ সম্পাদনের সরাসরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে? এবং কেন? (৩৪)

১১। একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন বৈষ্ণবের গুণাবলী কি কি হওয়া উচিত তা বর্ণনা করুন? (৩৭)

১২। ''ব্রাহ্মণদের শ্রীপাদপদ্মে আরাধনা করে ভগবান ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হতেন'' - এই তাৎপর্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (৩৮)

১৩। কেন বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ কুলের সেবা করা অত্যন্ত দুষ্কর? (৪০)

১৪। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করার চেয়ে অধিক ফলদায়ক কি? (৪১)

১৫। ''সাধুবাদ'' কথাটির অর্থ কি কি? (৪৫)

১৬। ধর্ম বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি? (৪৬)

১৭। বৈষ্ণবদের প্রধান ভাবনা কি? (৪৭)

১৮। সাত্ত্বিক স্তরে উন্নত ব্যক্তির লক্ষণ কি? (৫১)

উপমা সমূহ ঃ

৪.২১.৫ঃ শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যবান মহাপুরুষ কখনও গর্বিত হন না, এবং সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, ফলবান বৃক্ষ ঋযু না হয়ে, ফলের ভারে ঝুঁকে পড়ে। তেমনই গুণবান ব্যক্তি সর্বদাই বিনয়াবনত থকেন সেটিই হচ্ছে মহাপুরুষদের লক্ষণ।

৪.২১.৩৪ঃ দেবতারা যজ্ঞের নৈবেদ্য নিজেরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা তা গ্রহণ করেন পরমেশ্বর ভগবানের জন্য, ঠিক যেমন কর সংগ্রাহক তাঁর নিজের জন্য কর সংগ্রহ করতে পারেন না, তিনি তা সংগ্রহ করেন সরকারের জন্য।

৪.২১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১২ঃ

মহারাজ পৃথু তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন যে নগরী অত্যন্ত সুন্দর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় বহু মহিমান্বিত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। এই প্রকার সাফল্য অর্জন করার ফলে তাঁর খ্যাতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং চরমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা পৃথু অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালীভাবে গঙ্গা ও যমুনার অন্তবর্তী ভূ-খণ্ডে বাস করেছিলেন। এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হিসাবে সমগ্র মহাদেশ শাসন করার মাধ্যমে। তাঁর আদেশ সাধু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ ছাড়া অন্য কেউ লঙঘন করতে পারত না।

শ্লোক ১৩ - ৪৪ ঃ

একদা মহারাজ পৃথু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুণী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে একটি মহান যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। তিনি বর্ণনা দিয়েছিলেন যে একজন রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিয়োগ করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে পর রাজার অবক্ষয় হয়। তিনি প্রজাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম যথোপযুক্তভবে সম্পাদনের জন্য এবং হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে চিন্তনের জন্য উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এভাবে প্রজাগণ নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার মাধ্যমে তারা রাজাকে আশীর্বাদ দান করতেন তাঁর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। কোন ভক্ত একবার শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করলে তাঁকে আর কখনো ত্রিতাপ দুঃখ-সমন্বিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাষিত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের প্রতি পৃথু মহারাজ গুণকীর্ত্তন করেন এবং তাঁর প্রজাদের তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকতে অনুরোধ করেন, কারণ তাঁদের সেবায় মাধ্যমেই হৃদয় শোধিত হয় এবং সমস্ত মঙ্গল সাধিত হয় ফলে পরমেশ্বর ভগবান এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যন্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের পদরেণু মস্তকে গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রজাদের শিক্ষা প্রদান করেন যে তাঁরা যেন বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি অপরাধ এড়িয়ে চলেন।

শ্লোক ৪৫ - ৫১ ঃ

দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ এবং সাধু মহাত্মারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁরা বর্ণনা করলেন যে পাপিষ্ঠ বেণ তার পুত্র মহারাজ পৃথুর দ্বারাই নিস্তার পেল। সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের দীর্ঘায়ু কামনা পূর্বক আশীর্বাদ করলেন। তাঁরা বললেন পৃথু মহারাজের মধ্যে স্নেহ, দয়া এবং মহান চরিত্র থাকার কারণেই তিনি প্রজাদের শাসনের মাধ্যমেই নিজ কর্তব্যজনিত কর্ম অতি সহজেই সম্পাদন করেছিলেন। শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্তরে অবস্থিত হওয়ার কারণে তিনি নিখুঁতভাবে ভগবানকে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বীয় প্রভাবের দ্বারা মহিমান্বিত এবং এইভাবে তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবর্তন করার দ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করছেন এবং একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রূপে সকলকে রক্ষা করছেন।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ--

(PrA)- যে কেউ এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সহযোগীতা করছেন অথবা এই আন্দোলনের নীতি স্বীকার করছেন, তাঁদেরও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী সেবকদের সমান ফল লাভ হবে।(২৬)

একজন বৈষ্ণবের প্রধান ভাবনা হচ্ছে বদ্ধজীবদের উদ্ধার করা।(৪৭)

(PeA)- কেউ যদি কোন পাপময় স্থানে ভোজন করে তাহলে তাকে সেখানে অনুষ্ঠিত পাপকর্মের ফলে ভোগ করতে হবে।(৩৫)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই জন্যই বহুশিষ্য গ্রহণ না করার উপদেশ প্রদান করেছেন।(৩১)

(M&M)- সাধারণ রাজা এবং রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন।(১০)

বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাপারে পৃথু মহারাজের উপদেশ সমুহ।(১২-৪৪, ৫০, ৫২)

জন সাধারণের পাপকর্মের ফল গ্রহণের জন্য সরকার দায়ী।(২৪)

ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সন্তুষ্টি বিধান।(১২,৩৭-৪৪, ৫০, ৫২)

৪.২২ চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ -

১। চতুষ্কুমারগণের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাগুলি কি কি? (২,৯)
২। কোন সাধু যখন গৃহে আসেন তখন তাঁকে কিভাবে সৎকার বা অভ্যর্থনা করা উচিত? (৫,১০)
৩। কুমারেরা নিজেদের ছোট বালকের মতো রেখেছিলেন কেন? (১২)
৪। পৃথু মহারাজ কেন কুমারদের সৌভাগ্যের কথা জিজ্ঞাসা বাদ করছিলেন না? (১৩-১৫, ১৮)
৫। ক্ষত্রিয়দের জন্য কোন চারটি পাপকর্ম অনুমোদিত হয়েছে? (১৩)
৬। কুমারদের মহাভাগবত বলে বিবেচনা করা হয়েছিল কেন? (১৬)
৭। কি উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত শুরু হয়েছে? (২৩)
৮। একজন ভক্তের কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ধর্মের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত? (২৪)
৯। একজন ভক্তের কিভাবে অসুস্থতাকে মোকাবেলা করা উচিত? (২৪)
১০। পাঁচ প্রকারের জড় আসক্তির তালিকা প্রদান করুন। (২৬)
১১। পরমাত্মা ও আত্মার একত্বের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। (৭)
১২। পরমহংসের জন্য কোন কিছু ত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না কেন? (২৮)
১৩। জীবের স্বার্থের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবন্ধী কি? (৩২)
১৪। কিভাবে একজন রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে? (৫৫-৫৮)
১৫। একজন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বর্ণনা দিন। (৬২)

উপমা সমূহ ঃ-

৪.২২.২৬ ঃ উত্তম ভক্ত তাঁর জড় দেহে বাস করেন না, তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে বিরাজ করেন, ঠিক যেমন শুকনো নারকেল খোলের মধ্যে থাকলেও তা খোল থেকে আলাদা।

৪.২২.৩০ ঃ যদি কোন বিশাল জলাশয়ের চারপাশে সর্বত্র বড় বড় কুশঘাস থাকে, তা হলে সেই জলাশয়ের জলে শুকিয়ে যায়। তেমনই, যখন জড় সুখভোগের বাসনা স্তম্ভের মতো বর্ধিত হয়, তখন চিত্তরূপী সরোবরের শুদ্ধ চেতনারূপ জল শুকিয়ে যায়।

৪.২২.৩৬ ঃ শিশুরা সমুদ্রের তীরে খেলা করে, এবং তাদের পিতা সেখানে বসে দেখেন, শিশুরা কিভাবে বালি দিয়ে, ঘরবাড়ি, দেওয়াল ইত্যাদি বানিয়ে খেলা করছে, কিন্তু অবশেষে পিতা তার শিশুদের ঘরে ফিরে আসতে বলবেন। তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যে সমস্ত মানুষ শিশুসুলভ অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত, ভগবান কখনও কখনও তাদের উপর অনুগ্রহ করে, তাদের নির্মিত বস্তু ধ্বংস করে দেন।

৪.২২.৩৯ ঃ সেই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, নদীর তরঙ্গ অবিরত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে এবং তা রোধ করা যায় না, কিন্তু সেই নদী প্রবাহিত হচ্ছে সমুদ্রের দিকে। নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন সেই নদীর গতি বিপরীতমুখী হয় এবং নদীর দুকূল ছাপিয়ে যায়, তখন সমুদ্রের তরঙ্গ নদীর তরঙ্গ থেকে অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তেমনই ভক্ত যখন তাঁর বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করেন, তখন জড় বাসনরূপ মরা নদীতে ভগবানের সেবারূপ বাসনার জোয়ার আসে।

৪.২২.৫৬ ঃ সূর্যদেবের মতো পৃথু মহারাজ তাঁর তাপ ও কিরণ বিতরণ করে তাঁর রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, কারণ তাপ ও আলোক ব্যতীত কেউই থাকতে পারে না। তেমনই, পৃথু মহারাজ কর সংগ্রহ করেছিলেন এবং নাগরিক ও সরকারকে এমন কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে অবজ্ঞা করার শক্তি কারোর ছিল না। অপর পক্ষে তিনি ঠিক চন্দ্র কিরণের মতো সকলের আনন্দ বিধান করেছিলেন।

৪.২২ অধ্যায়-কথা-সার

শ্লোক ১-১৬ ঃ

যখন প্রজাগণ পৃথু মহারাজের গুণকীর্ত্তন করছিলেন, তখন উজ্জ্বল জ্যোতি সম্পন্ন চারজন কুমার আকাশ থেকে সেখানে অবতরণ করেছিলেন এবং রাজা তখন অমাত্যগণ সহ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের পূজা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ তাঁর চরণধৌত জল নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ কুমারগণের মহিমা কীর্ত্তন করলেন, যেহেতু তাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন এবং ব্রহ্মচর্যের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অভিজ্ঞ, যদিও তাঁদেরকে ছোট ছোট শিশুর মতো দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যারা কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থের বাসনা করে তাঁরা কিভাবে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী হওয়ার জন্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারেন। তিনি তাঁদের গুণকীর্ত্তন করছিলেন কারণ যেহেতু তাঁরা সর্বত্র পরিভ্রমণের দ্বারা ভগবানের প্রচার করতেন এই উদ্দেশ্যে যাতে ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা উন্নত স্তর লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১৭-৪০ ঃ

সনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪১-৪৮ ঃ

মহারাজ পৃথু তাঁর যা কিছু ছিল সবই কুমারদের প্রদান করলেন, এমনকি সবকিছুই তাঁদের কারণ তাঁরাই ভগবানকে প্রতিস্থাপন করেছেন। চারকুমার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং আকাশে আবির্ভূত হয়ে রাজার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করতে থাকেন।

শ্লোক ৪৯-৬৩ ঃ

পৃথু মহারাজ যথাসম্ভব পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করেছিলেন। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। তিনি নিজেকে সর্বদা সর্বেশ্বর ভগবানের দাস বলে মনে করতেন। তিনি কখনো তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যাবহার করতে চাননি। তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন। তাঁর পত্নী অর্চির গর্ভে তিনি পাঁচটি সন্তান উৎপন্ন করেছিলেন। তাঁদের নাম ছিল বিজিতশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। এই পাঁচটি পুত্র উৎপাদনের পরেও তিনি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন এবং সমস্ত নাগরিকদের স্ব-স্ব বাসনা অনুসারে তাঁর বাণী, মন, কর্ম ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা তাদের প্রসন্ন রাখতেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পৃথু মহারাজের যশ উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়েছিল এবং সমস্ত স্ত্রী, সাধুরা তাঁর মহিমা শ্রবণ করেছিলেন। এভাবে তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ রাজা ভগবান রামচন্দ্রকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন।

আলোচনা মুলক বিষয় ঃ-

(PeA)- অতিথিবৃন্দ বা সাধু ব্যক্তিরা গৃহে আসলে তাদের অভ্যর্থনা।(৫-১১)
কিভাবে একজন সাধু পুরুষকে প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করতে হয়।(১৩-১৫, ১৮-১৯)
মহারাজ পৃথু একজন শুদ্ধ ভক্ত হিসাবে নিজেকে লুকিয়ে গোপন রাখতেন।(৫০-৫৩)
মহারাজ পৃথু বজ্রের চেয়ে কঠোর এবং গোলাপের চেয়ে কোমল ছিলেন।(৫৭)

(ThA)- কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনই হচ্ছে সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।(২৯)
যাঁরা বেদশাস্ত্রবিহিত নন, তাদের ভোটে দাঁড়ানো উচিৎ নয়।(৪৫)
সমস্ত কিছুই ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি।(৪৩-৪৭)
ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্যে পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ পরিকল্পনা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের অবগত হওয়া উচিৎ।(৫৬)

(M&M)- ভগবান যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি ভক্তের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন।(৪২)
সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু তিনি যিনি মানুষদের কৃষ্ণচেতনা জাগরিত করেন।(৪৭)
কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে।(৫১)

(AMI)- পরমহংসের ক্ষেত্রে ত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।(২৮)

৪.২৩ পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১। ব্যাখ্যা করুন কেন একজন কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।(৫)
২। পৃথু মহারাজ, জ্ঞানী ও যোগীদের তপশ্চর্যা সম্পাদনের কিছু তালিকা প্রদান করুন।(৫-৬)
৩। কেন কৃষ্ণভক্ত সবচাইতে বুদ্ধিমান? (৭)
৪। প্রাণায়াম এর উদ্দেশ্য কি? (৮)
৫। পৃথু মহারাজ একজন শুদ্ধভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেছিলেন? (১১)
৬। মৃত্যুর সময় পৃথু মহারাজের যোগপন্থা অনুশীলনের উদ্দেশ্য কি ছিল? (১৩)
৭। পৃথু মহারাজ শীঘ্রই ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন কেন? (১৪)
৮। ব্যাখ্যা করুন কিভাবে চিন্ময় আত্মা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়েও এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।(১৫)
৯। 'প্রভু' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।(১৮)
১০। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তপশ্চর্যা বর্ণনা করুন।(২০)
১১। সহগমনের প্রথা ব্যাখ্যা করুন।(২২)
১২। পৃথু মহারাজ ও তাঁর পত্নীর অচিন্ত্য কর্মের প্রভাবে কি প্রত্যক্ষ হয়েছে? (২৬)
১৩। বৈকুণ্ঠলোকের পতী ও পত্নী বর্ণনা করুন।(২৯)
১৪। ''অদ্বয়-জ্ঞান'' শব্দটির ব্যাখ্যা করুন।(৩১)
১৫। ভগবানের লীলা এবং পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের মধ্যেও পার্থক্য বিশ্লেষণ করুন।(৩৮)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.২৩.১১ ঃ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন-যার পচনশক্তি প্রবল, আহার করার পর আপনা থেকেই তার উদরে জঠরাগ্নি জ্বলে উঠে, যা সব কিছু হজম করিয়ে দেয়, এবং তাকে আর হজম করার জন্য কোন রকম ঔষধ গ্রহণ করতে হয় না। তেমনই ভগবদ্ভক্তির আগুন এতই প্রবল যে, তাকে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার জন্য অথবা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য, পৃথকভাবে আর কিছু করতে হয় না।

৪.২৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১১ ঃ

পৃথু মহারাজ বৃদ্ধ হলে পরে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে পৃথিবীর শাসনভার তাদের উপর অর্পণ করেন। তারপর তিনি প্রজাদের যারা তাঁর বিচ্ছেদ জনিত কারণে ক্রন্দন করছিলেন তাদের ত্যাগ করে সস্ত্রীক বনে গমন করলেন কঠোরভাবে তপশ্চর্যা করার উদ্দেশ্যে। তিনি কন্দমূল, ফল ও শুষ্ক পত্র আহার, কখনো বা কেবল জলপান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। কখনো কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ নিজে প্রচণ্ড গরম, শীত এবং বৃষ্টিপাত সহ্য করেছিলেন কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে পৃথু মহারাজ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পন্থা অনুসরণ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন। জ্ঞান এবং যোগ পন্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রুচি পরিত্যাগ পূর্বক উপলব্ধি করেছিলেন যে কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শ্লোক ১২--১৮ ঃ

পৃথু মহারাজ সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক মুক্তাসনে বসে ধীরে ধীরে প্রাণ বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধে উত্তোলন করলেন। তিনি দেহস্থিত সমগ্র উপাদানগুলিকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাদানের মধ্যে লীন করলেন তারপর স্থুল সুক্ষ্ম উপাদানসমুহকে কূটস্থে লীন করে দেন। এভাবে তাঁর কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯ — ২৮ ঃ

অর্চি মহারাজ পৃথুর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পতির অনুগামীনি হয়ে বনে গমন করছিলেন। তিনি সেই অরণ্যের ভূমিতে শয়ন করতেন, ফুল, ফল, পাতা ভক্ষণ করতেন ফলে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ ও দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তাতে তাঁর কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি হত ন। অর্চি যখন দেখলেন তাঁর স্বামী দেহ ত্যাগ করেছেন তখন তিনি চিতা রচনা করে তাঁর পতির দেহ তাতে স্থাপন করলেন। পরে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে পতির কথা ধ্যান করতে করতে তিনি সেই চিতাগ্নিতে প্রবেশ করলেন। হাজার হাজার দেবপত্নীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের পতীসহ রাণীর স্তুতি করছিলেন পতিব্রতা হয়ে হিসাবে স্বামীকে সেবা করার জন্য। ফলে ভক্তিযোগের শক্তির প্রভাবে তাঁর স্বামীর গন্তব্যস্থল লাভ করলেন।

শ্লোক ২৯ — ৩৯ ঃ

মৈত্রেয় ঋষি পৃথু মহারাজের বিবরণ শ্রবণের মাধ্যমে বহুবিধ উপকারের কথা বর্ণনা করলেন।

আলোচনামুলক বিষয় ঃ-

(PeA)- একজন কৃষ্ণভক্তের মহান ঋষিদের অনুকরণ করে বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।(৫)

(PrA)- চিন্ময় আত্মা ব্রহ্মে লীন হলেও, জড় জগতে আবার অধঃপতিত হয়।(১৫)
স্ত্রীর কর্ত্তব্য বা ধর্ম হচ্ছে সমস্ত পরিস্থিতিতেই পতির সেবা করা।(১৯-২০)
বৈষ্ণবের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনেরই সমান।(৩১)
পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত শ্রবণের মাধ্যমে জড় ও আধ্যাত্মিক উভয় মঙ্গলই সাধিত হয়।(৩১-৩৯)

(Pra/Tha)- সহগমনের পন্থা (২২,২৯)
বিবাহ বিচ্ছেদ নামক কৃত্রিম আইন উচ্ছেদ করতে হবে।(২৫)
মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের দরকার হয় না যদি তাঁরা তাঁদের পতির অনুগামীনি হন।(২৬)

(Und)- পৃথু মহারাজ তাঁর জড় দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন।(১৩-১৮)

Unit 16

খোলা বই মূল্যায়ণ

Preaching Application

১) ভাঃ ৪.২০.৯-১৫ শ্লোকে ভগবান বিষ্ণু মহারাজ পৃথুকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার দুটি চিহ্নিত করুন এবং একজন কৃষ্ণভাবনাময় নেতা কিভাবে তা বর্তমানে প্রয়োগ করবে?

২) ভাঃ ৪.২৩.২৬ শ্লোকের ভিত্তিতে দেখান পৃথু মহারাজের পত্নী কিভাবে তাঁর স্বামীর সমান গতি লাভ করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্যে এমন কি লিখেছেন, যা বর্তমানে মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতার উত্তর কি দেবেন?

Personal Application

৩) ভাঃ ৪.২১.২৪ শ্লোকের ভিত্তিতে দেখান যে, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ বিষয়ে বিবেচ্য বিষয় কি হওয়া উচিৎ? নিমন্ত্রণ গ্রহণ বিষয়ে আমাদের কি ধরনের নীতি নিয়মাবলী থাকা উচিৎ?

Mood & Mission

৪) ভাঃ ৪.২২.৫১ ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করুন কিভাবে মহারাজ পৃথু যথাযথ ভাবে কর্মযোগ অনুশীলন করতেন। ইসকন জনসাধারণকে কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ অনুশীলন করাচ্ছেন, এমন দুটি পন্থা চিহ্নিত করুন।

Unit 16

এই অনুভাগ শেষে ছাত্রদের নিম্নলিখিত বিষয়ে সমর্থ হওয়া উচিৎ

Personal Application

১)পৃথু মহারাজের চরিত্র থেকে যে যে গুণগুলি আপনি নির্দিষ্টভাবে প্রশংসা করেন তা চিহ্নিত করুন (চতুর্থস্কন্ধ, অধ্যায় ১৫-২৩)।
কিভাবে পৃথু মহারাজের চরিত্র অধ্যয়ন আপনার নিজ চারিত্রিক উন্নয়নে সহায়তা করছে?
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন থেকে নির্বাচন করুন।

Preaching/Theological Application

২। এই ইউনিট থেকে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাপারে তাৎপর্যমূলক বিবরণগুলি চিহ্নিত করুন।
সাধারণ সমাজে এবং ইসকনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করুন।

Mood & Mission

৩। এই ইউনিটে প্রভুপাদ সরকার সম্পর্কে যে সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণগুলি তুলে ধরেছেন তা চিহ্নিত করুন।
এই ব্যাপারে প্রভুপাদের বিবরণ সমুহ ইসকনের ক্ষেত্রে কি প্রাসঙ্গিকতা বহন করে?

Personal Application

রাজা অঙ্গের পরিবারের প্রতি অনাসক্ত থেকে সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন।(১৩.৩৯,৪৬-৪৭)
পৃথু মহারাজের জীবনী থেকে যে সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।
গুণকীর্তন গ্রহণের অনিচ্ছা (১৫.২২-২৪)
একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখা।(২২.৫০-৫৩)
''গোলাপের চেয়েও কোমল এবং বজ্রের চেয়েও কঠোর'' এরূপ চরিত্র (২২.৫৭)
''যদি কেউ শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে তাহলে কখনোই ভগবান তাঁকে ক্ষমা করেন না।''--এই বিবৃত্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(১৯.৩৭)
শুদ্ধ ভক্তের ছাব্বিশ প্রকার গুণাবলী আলোচনা করুন।(২০.১৬)
বৈষ্ণবগণের মধ্যে সহযোগীতা ও সঙ্গবদ্ধতার তাৎপর্য আলোচনা করুন।(২০.১৮, ২০.২৬, ২০.২৮)
২২ অধ্যায়ের ৫-১১ নং শ্লোকে বর্ণনা অনুযায়ী অতিথিবৃন্দের বা সাধু ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার গাইডলাইন আলোচনা করুন।
পৃথু মহারাজের বৈরাগ্য এবং জড়দেহ পরিত্যাগের সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন।(২৩.৫-১৮)

Praching/Theological Application (

পৃথু মহারাজের দেহ কিভাবে মহারাজ বেণের উরু থেকে জাত হয়েছিল তার তাৎপর্য আলোচনা করুন।(১৪.৪৩)
সংকীর্ত্তন যজ্ঞের ফলই প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির কারণ তা ব্যাখ্যা করুন।(১৯.৭-৯)
জন সমাজে এবং ইস্কনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ঃ-

- o বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাপারে মহারাজ পৃথুর উপদেশ সমুহ।(২১.১০-৪৪,৫০,৫২)
- o ছদ্ম সন্ন্যাস বা কাল্পনিক সন্ন্যাস।(১৯.১২-২৫)
- o সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম।(২০.৯-১৫)
- o ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সন্তুষ্টি বিধান।(২১.১২,৩৭-৪৪,৫০,৫২,২২.৪৩-৪৭)
- o খাদ্য উৎপাদনে রাষ্ট্রনেতাই দায়ী।(১৭.২৪-২৫)
- o অভক্তদের পৃথিবীর উপর অত্যাচারের কারনেই পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।(১৮.৬-৮)

পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত শ্রবণের মাধ্যমে জড় ও আধ্যাত্মিক উপকার সাধন।(২৩.৩১-৩৯)
স্ত্রীলোকের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষা সমুহ জন সমাজে এবং ইস্কনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা ঃ

- o সবরকম পরিস্থিতে পতি সেবাই স্ত্রীলোকের কর্তব্য।(২৩.১৯-২০)
- o স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা লাভের চেয়ে কেবল পতির অনুগামীনি হয়ে থাকা।(২৩.২৬)
- o বিবাহ বিচ্ছেদ নামক কৃত্রিম আইন উচ্ছেদ করতে হবে।(২৩.২৫)
- o সহগমনের পন্থা।(২৩.২২, ২৯)

Mood and Mission

বেণ রাজার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আসুরিক সরকারের ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের মন্তব্য ইস্কনের প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে আলোচনা করুন। (অধ্যায় ১৪)

ইস্কনের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধনে নিম্নলিখিত মন্তব্যসমুহ কতটা প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন ঃ

- ০ গণতান্ত্রিক সরকার কৃষ্ণভাবনায় লোকেদের দ্বারাই ধরা পড়তে পারে। (১৬.৪-৫)
- ০ মূর্খ, দুরাচারী আর শুদ্রদের সম্বন্বয় কখনো পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। (২০.১৫)
- ০ "যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সহযোগীতা করছেন অথবা এই আন্দোলনের নীতি স্বীকার করছেন, তাঁদেরও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী সেবকদের সমান ফল লাভ হবে।" (২১.২৬)

নিম্নলিখিত মন্তব্যটি কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও নীতিকে প্রতিফলিত করছে তা আলোচনা করুন ঃ

- ০ 'যখন ভগবান ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তিনি তাঁর কোন ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন।' (২২.৪২)

Academic Intgrity

ব্যাখ্যা করুন কিভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির অপব্যবহার হতে পারে ঃ

- ০ 'উচ্চ জাতির শুদ্র বর্ণ, শুদ্র জাতীয় কৃষ্ণ বর্ণ।' (১৪.১৫)
- ০ 'পরমহংসদের ত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।' (২২.২৮)

INDIVIDUAL LECTURE CHAPTER

Śrīmad-Bhāgavatam Canto 4 Chapter 24 lies between the history of Mahārāja Pṛthu and the story of King Puranjana. More than a transition chapter, it contains remarkable prayers sung by the "topmost Vaiṣṇava," Lord Śiva, and equally remarkable purports by our founder-ācārya, Śrīla Prabhupāda.

Using SB 4.24 as a resource, you will prepare a Śrīmad-Bhāgavatam lecture based on a section of verses from the chapter, which your Course Coordinator will assign you. Before each lecture, all students will read all the verses and purports in the section to be presented.

Your handbook's standard study guide, below, will help you understand the chapter. After the study guide sections come instructions for preparing your Individual Lecture, followed by another page on assessment.

৪.২৪ রুদ্রগীত কীর্তন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ইন্দ্রের এবং অন্যান্য ভক্তদের পাপকার্যকে উপেক্ষা করা উচিৎ কেন ?(৫)
২. রাজার এমন কিছু কার্য চিহ্নিত করুন যা বাঞ্ছনীয় নয় ?(৬)
৩. তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের সাফল্য কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ?(১৪)
৪. ধ্যানে সিদ্ধিলাভ এবং সাফল্যের রহস্য কি ?(১৫)
৫. ভগবান শিব কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেন ? তিনি কি করেছিলেন ?(১৭)
৬. ভগবান শিবের চরম উপদেশটি চিহ্নিত করুন ?(১৮)
৭. প্রচেতারা কোথায় শিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন ?(২৩)
৮. ভগবানের ভক্তদের কেন দেবতাদের কাছ থেকে বর চাইতে হয় না ?(২৭)
৯. 'ক্ষর' এবং 'অক্ষরের' সংজ্ঞা দিন।(২৮)
১০. কর্মাপর্ণম্ কি এবং কেন এটিকে কর্মফল বলে গণ্য করা হয় ?(২৮)
১১. কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করুন
  a. ভগবান ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হতে হলে,
  b. ভগবান শিবের কাছে আসা এবং শিব লোকে প্রাপ্ত হওয়া ?(২৯)
১২. ভগবান বিষ্ণু ওবং ভগবান শিবের ভক্তদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করুন ?(৩০)
১৩. বদ্ধ আত্মাকে বিচলিত করে এমন ছয় প্রকারের পরিবর্তনের তালিকা প্রদান করুন ?(৩৪)
১৪. সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ কি কি কার্য সম্পাদন করেন ?(৩৫-৩৬)
১৫. পাঞ্চরাত্রিক বিধি ও ভাগবত বিধির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন ?(৪৫-৪৬)
১৬. কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদের ওপর সময়ের কিরূপ প্রভাব থাকে ?(৫৬)
১৭. ৬৩ নং শ্লোকে তাৎপর্যে সৃষ্টির ধাপ সমুহ যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার তালিকা প্রদান করুন ?

উপমা সমূহ ঃ

৪.২৪.৬০ ঃ একজন সফল ব্যবসায়ীর বহু কলকারখানা ও অফিস থাকতে পারে, এবং সেগুলি সবই তাঁর আদেশের উপর নির্ভর করে থাকে। কেউ যদি বলে যে, সমস্ত ব্যবসাটি সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সমস্ত অফিস ও ফ্যাকটরীগুলি তাঁর মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন। পক্ষান্তরে বুঝতে হয়ে যে, তাঁরই মস্তিষ্কের দ্বারা অথবা তাঁর শক্তির বিস্তারের দ্বারা সেই ব্যবসাটি নির্বিঘ্নে চলেছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের মস্তিষ্ক ও শক্তির দ্বারা সমগ্র জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।

৪.২৪.৬১ ঃ একটি রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকদের চোখে ফৌজদারি বিভাগ ও দেওয়ানী বিভাগ পৃথক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই দুটি বিভাগই এক এবং অভিন্ন। ফৌজদারি বিভাগ অপরাধীদের জন্য কষ্টদায়ক, কিন্তু একজন সৎ নাগরিকের কাছে তা মোটেই কষ্টদায়ক নয়। তেমনই, বদ্ধ জীবদের কাছে জড়া প্রকৃতি কষ্টদায়ক, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত মুক্ত জীবদের কাছে তা নয়।

৪.২৪.৬৩ ঃ কখনও কখনও শিশুরা তাদের মায়ের অনুকরণ করে রান্নাঘরে রান্না করতে চায়, এবং মা তখন তাদের কিছু খেলনা দেন, যা দিয়ে শিশুরা তাঁর রান্নার অনুকরণ করতে পারে। তেমনই, কোন জীব যখন ভগবানের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে চায়, তখন ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।

৪.২৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১৫ ঃ

মৈত্রেয় ঋষি মহারাজ পৃথু থেকে আরম্ভ করে প্রচেতাদের আবির্ভাব পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, মহারাজ পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব (অন্তর্ধান) পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাপ্ত শাসন করতে দিয়েছিলেন। বিজিতাশ্ব তিনটি পুত্র (অগ্নি দেবতা) উৎপাদন করেছিলেন শিখণ্ডিনী নামক পত্নীর গর্ভে এবং হবির্ধান নামক আর একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন নভস্বতী নামক পত্নীর গর্ভে। এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে বিজিতাশ্ব তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন এবং ভক্তিযোগ সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ধামে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

হবির্ধান যে ছয়টি পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন তারমধ্যে বর্হিষৎ (প্রাচীনবর্হি) অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি প্রজাপতি রূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী শতদ্রুতির মাধ্যমে দশ জন প্রচেতা উৎপাদন করেছিলেন। বিবাহ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রচেতারা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করে তপশ্চর্যা সম্পদন করেছিলেন। প্রচেতারা ভগবান শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে পর তিনি তাঁদের পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ১৬-৩০ ঃ

সাধু চরিত্র প্রচেতারা তাঁদের পিতার আদেশ সমূহ শিরোধার্য করে বিশ্বাস সহকারে পালন করেছিলেন। তাঁরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে পর এক বিশাল স্বচ্ছ সরোবর দর্শন করলেন যেখান থেকে দেব শ্রেষ্ঠ শিবকে তাঁর অনুগামী সঙ্গীতত্ত্বসহ মহিমা কীর্তন করতে করতে উত্থিত হতে দেখলেন। ভগবান শিব তাঁদের সম্বোধন করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়ার অধিক যোগ্য হলে শিবের কাছে আসেন এবং অচিরেই চিৎ-জগতে উন্নীত হন, এবং যাঁরা ভগবানের ভক্ত হন তাঁরা আমার কাছে স্বয়ং ভগবানের মতোই শ্রদ্ধেয়।

শ্লোক ৩১-৫২ ঃ

ভগবান শিব একটি বিশেষ দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করেন যা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করে। তিনি ভগবানকে দর্শনেচ্ছু বাসনা করেন এবং তিনি ভগবানের অতীব সৌন্দর্য সমন্বিত চতুর্ভূজ রূপ দ্বারা উদ্ভাষিত হন, যা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানকে সেবা এবং ধ্যান করার শুদ্ধ প্রভাবসমূহ বর্ণনা করেন। ভক্তিযোগ সম্পাদন করা যদিও কঠিন তথাপি ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায় এবং ক্ষতিকর সময়ের প্রভাবকে প্রতিরোধ করা যায়। ভগবান শিব জড় হতাশা থেকে বিমুক্ত এরূপ শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৬০-৭৯ ঃ

ভগবান শিব নির্বিশেষ ব্রহ্ম, ভগবানের বিবিধ শক্তি, তাঁর বিশ্বরূপ, সৃষ্টির পন্থা, ক্ষতিকর সময়ের প্রভাব যা বদ্ধ জীবকে আবদ্ধ করে দেয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। শিব ভক্তিযোগের স্থিতাবস্থার মহিমা তুলে ধরেন এবং প্রচেতাদের শুদ্ধচিত্তের শাসন হওয়ার উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য এই প্রার্থনা সশ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করেন। তিনি এই মন্ত্রের ইতিবৃত্ত এবং সশ্রদ্ধার সহিত জপের প্রভূত উপকার সমূহ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Und)- শিব তত্ত্ব
দীক্ষা এবং শিক্ষা (১৫)
শিবের গীত (৩৩-৬৯)
জড় জগৎ ভগবদ্ বিস্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬১,৬৩)

(PeA) শিষ্যের প্রথম কর্তব্য (১৫)
ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হওয়া জরুরী (৬৭)

(PrA) ভগবান শিবের তাঁর নিজের নিজের ভক্তদের প্রতি এবং কৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি মনোভাব। (২৭-৩০)
বিবর্তন পন্থা এবং এর সফলতা (২৯, ৭৩)
ভগবান শিবের প্রার্থনা তাঁর নির্বিশেষবাদী ভক্তদের যুক্তিগুলিকে পরাস্ত করে। (৫০-৫১, ৬০)
ভগবৎ সেবা এবম ভক্তদের অতুলনীয় মহিমা। (৫৩--৫৯)
ধ্বংসের প্রক্রিয়ার মধ্যেও ভগবানের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ অনুভব করা যায়। (৬৫-৬৬)

(ThA / PrA)- বিবাহ সম্বন্ধে বৈদিক ও আধুনিক মতবাদ (১১)
মানব সমাজ ঠিক একটি মৌচাকের মত ।(৬৪)

(SC) সব কিছুই জড়া প্রকৃতির তিনগুণের দ্বারা বিভাজিত।(২১)

(M&M) জগতের প্রয়োজন সংকীর্তন যজ্ঞ।(১০)
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে সমস্ত কিছু ঘটলেও, তিনি তাঁর ভক্তকে কৃতিত্ব দেন।(৪৫)
নাস্তিকদের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জপ ও প্রচার চালিয়ে যাও।(৬৭)
গুরুর নির্দেশ অনুসারে চলাই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞান নিজের শিষ্যকেও দাও।(৭০)
তথাকথিত নেতাদের চোখ খুলে দিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।(৭৫)

(Eva)- ভক্তদের পাপপূর্ণ এবং দুষ্কৃতিমূলক কর্মের প্রতি কিভাবে আচরণ করবেন।(৫)
ভক্তিমূলক সেবা খুবই সহজ এবং খুবই জটিল -- এই কথা দুটি হৃদয় দিয়ে বিবেচনা করুন।(৭১, ৭৬)

INDIVIDUAL LECTURE GUIDELINES

You will prepare a 45-minute Śrīmad-Bhāgavatam lecture for our Bhaktivaibhava Module 2 class on a verse (or verses) from SB 4.24, selected from a section assigned to you by the Course Coordinator. Assessment ratios and lecture objectives appear below.

During your lecture you should be able to:

Presentation Skills (15%) ☐

Speak audibly with variety in tone and pace.
Make effective eye contact and use appropriate gestures.
Quote Sanskrit verses with fluency and relevance.
Present points in **30-35** minutes, leaving **10-15** minutes for Q&A. (Total time: **45 min**)

Understanding (25%) ☐

Present an overview of your section of Bhāgavatam verses.
Clearly explain the main points of your chosen verse(s) & purport(s).
Identify & explain any points that may be difficult to understand.
Refer to the Sanskrit words and their translations in your selected verse(s).
Support philosophical points with other Sanskrit verses, or parts of verses, from the Bhāgavatam and other allied bhakti-śāstras.
Satisfactorily answer questions about your selected topic.

Personal Application (20%) ☐

Discuss the relevance of your chosen verse(s) & purport(s) to your life, and show how we can also apply these points to improve our own Kṛṣṇa consciousness.

Preaching Application (20%) ☐

Identify points, concepts, or issues particularly relevant for contemporary preaching.
Effectively persuade us of the truth of your points through Q&A, role-playing, raising & defeating objections, etc.

Mood and Mission (20%) ☐

Present material from the verse(s) & purport(s) that give insight into Prabhupāda's mood and mission for ISKCON, as well as the relevance of this aspect of his mission for the modern world.
Note: You must start and end on time, or marks may be deducted at the discretion of the Course Coordinator.

Unit 17: রাজা পুরঞ্জন
Canto 4 Chapters 25-28

Scheduled Reading Assignments:

Lesson 1 Reading
Chapter 25

Lesson 2 Reading
Chapter 26

Lesson 3 Reading
Chapter 27

Lesson 4 Reading
Chapter 28, verses 1-27

Lesson 5 Reading
Chapter 28, verses 28-65
Chapter Glossary

৪.২৫ রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ''কর্ম- বন্ধ- ফাঁস'' ও ''কূট ধর্মের'' সংজ্ঞা দিন। (৫-৬)
২. জ্ঞান এবং অনাসক্তকে কেন জীবনের চরম লক্ষ্য বলে অভিহিত করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন ? (৭)
৩. পশু হত্যাকাণ্ডে জড়িত এমন ছয় প্রকার ব্যক্তির তালিকা প্রদান করুন ? (৮)
৪. ''পুরঞ্জন'' শব্দটির অর্থ কী ? (৯)
৫. পুরঞ্জন অসন্তুষ্ট ছিলেন কেন ? (১২)
৬. কোন্ কোন্ জন্তুদের তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাবে তৃপ্তি সাধনের জন্য দুর্ভোগ গ্রহণ করতে হয় ? (১২)
৭. অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায় বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে তা আমার প্রয়োগ করতে পারি ? (১৩)
৮. প্রাচীর, উপবন, পরিখা, গবাক্ষ প্রভৃতি এবং তিন প্রকারের ধাতু কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ? (১৪)
৯. নিম্নলিখিত গুলি কি উপস্থাপন করে তার তালিকা প্রদান করুন ঃ

a. সুন্দরী রমণী
b. তাঁর দশজন সেবিকা
c. সেবকের স্ত্রীগণ
d. পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট সর্প (২০-২১)

১০. একজন জীব বীর হতে পারে এমন দুটি স্থিতির বা পন্থার বর্ণনা করুন ? (২৫)
১১. কিভাবে একজন লক্ষ্মীদেবীকে তার অনুকূলে লাভ করতেপরে ? (২৮)
১২. দেবতা এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য কি ? (২৯)
১৩. কর্মীরা কেন মনে করে যে অন্য আশ্রমগুলি পশুজীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট ? (৩৮)
১৪. 'প্রবৃত্তি' এবং 'নিবৃত্তি' মার্গদ্বয় সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। (৩৯)
১৫. মুখকে কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বার বলা হয় তা ব্যাখ্যা করুন। (৪৯)
১৬. ব্যাখ্যা করুন দক্ষিণ কর্ণকে কেন পিতৃহূ এবং বাম কর্ণকে কেন দেবহূ বলা হয় ? (৫১)
১৭. নগরের বিভিন্ন দ্বারের ''সুহৃদ'' বা ''বন্ধুরা'' কারা ? (৪৭-৫৩)

উপমা সমুহ ঃ

৪.২৫.১২ ঃ মরুভূমির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে যদি এক বিন্দু জল ঢালা হয়, তাতে কি লাভ হয় ? তেমনই, জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, বেদন্ত-সূত্রে যাদের আনন্দময়োহভ্যাসাৎ বা পূর্ণ আনন্দময় বলে বর্ণ.....................না করা হয়েছে। সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, জীবও পূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনই সেই আনন্দ লাভ করা যায় না।

৪.২৫.৪৫ ঃ রাজা বা সেই দেহের অধীশ্বর জীবাত্মা বিভিন্ন প্রকার জড় সুখ উপভোগ করার জন্য সেই সমস্ত দ্বারগুলি ব্যবহার করে। এই উপমার প্রধান বিষয় হচ্ছে জীব বিভিন্ন প্রকার জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চায়এবং সেই জন্য প্রকৃতি তাঁর শরীরে বিভিন্ন রন্ধ্র দান করেছে, যাতে সে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে পারে।

৪.২৫ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৯ ঃ

মৈত্রেয় ঋষি ভগবান শিবের সভা এবং প্রচেতারা যারা দশ হাজার বছর ধরে আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পাদন শুরু করেন তার বিবৃতি সমাপ্ত করেন। নারদমুনি প্রাচীন বর্হিষৎ এর সামনে আবির্ভূত হয়ে সকাম কর্মের মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। রাজা তাঁর কর্ম বন্ধনের কথা স্বীকার করেন এবং নারদমুনিকে অনুরোধ করেন ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপায় বলতে । নারদঋষি রাজার কাছে একটি দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ করেন যে , যজ্ঞে যে সমস্ত পশুদের তিনি বলি দিতেন সেই সমস্ত পশুরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

শ্লোক ১০-৪৪ ঃ

নারদমুনি রাজা পুরঞ্জনের ইতিহাস বলা শুরু করেন, রাজা পুরঞ্জন তাঁর অন্তহীন জড় বাসনা পূরণেচ্ছু অকৃতকার্যভাবে একটি উপযুক্ত বাসস্থানের অন্বেষণ করে অবশেষে নিরাশ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতেকরতে তিনি নবদ্বায় বিশিষ্ট সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি ঐশ্চর্যশালী নগরীতে এসেছিলেন। সেই নগরীকে কেন্দ্র করে মনোরম উদ্যান ছিল যেখানে রাজা একজন সুন্দরী রমণীকে দর্শন করলেন, তাঁর সঙ্গে দশজন ভৃত্য ছিলেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে শত শত পত্নী ছিল। সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি সর্পের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাঁকে উপযুক্ত পতির অন্বেষণে উৎসুক বলে প্রতীত হচ্ছিল।

রাজা পুরঞ্জন কামোদ্দীপক রমণীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রমণীটিকে প্রস্তাব দিলেন। রাজা পুরঞ্জনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রমণীটি প্রত্যুত্তর দিলেন যে, তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তারা তাঁর সখী ও সখা এবং সর্পটি এই নগরীর রক্ষাকারী। রমণীটি তাঁর উৎস বা গন্তব্যস্থল এবং নাম ও তার সঙ্গীদের ইতিহাস সম্বন্ধে অবিদিত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে তিনি রাজার ইন্দ্রিয় অভিলাস পূরণে সচেষ্ট হবেন। গৃহস্থ জীবনের গুণকীর্তন করে তিনি শক্তিশালী রাজার নিকট তাঁর আকৃষ্টতা ব্যাক্ত করলেন। রাজা পুরঞ্জন এবং রমণীটি সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশত বৎসর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫-৬২ ঃ

নারদমুনি নবদ্বার বিশিষ্ট নগরী এবং কিভাবে রাজা তাঁর বিভিন্ন সখাদের সঙ্গে এই সমস্ত দ্বারসমূহ ব্যবহার করতেন এবং কখনো কখনো নিজের ব্যক্তিগত বাড়িতে গমন করতেন , যেখানে তিনি মায়া, সন্তোষ এবং সুখ সম্বন্ধে তার পত্নী ও সন্তানদের থেকে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হতেন। জড় কর্মে আবদ্ধ হয়ে রাজা পুরঞ্জন সম্পূর্ণভাবে রাণীর নিয়ন্ত্রাধীনে থেকে প্রতারিত হতেন। এভাবে যখনই তিনি তাঁর পত্নীর কমনা বাসনা চরিতার্থ করতেন তখন তিনি তাঁর নিজের মনোভাব ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(AMI)- স্ত্রীলোকেরা ধর্ষণে অত্যন্ত দক্ষ পুরুষদের পছন্দ করে। (৪১-৪২)
(See also online: bbt.info, select Information,Tough Ones, Women & Rape essays)
পিতার কর্তব্য হচ্ছে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া। (৪২)

(Aut)- বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকা। (৫৬)

(M&M) অন্ধ-পঙ্গু -ন্যায় (১৩)
(PeA) কাম ও ক্রোধ গুণগুলি কৃষ্ণ সেবার ব্যবহার করা (২৪)

(Sc) কর্মী এবং ভক্তদের গতির পার্থক্য (৪)

৪.২৬ পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. নিম্নের বিষয়গুলি কি প্রদর্শন করে তার তলিকা প্রদান করুন।(১-৩)

রথ / তিনটি পতাকা / পঞ্চপ্রস্থ নামক বন / পঁচটি অশ্ব / দুটি বিস্ফোরক বাণ / দুটি রথের চাকা / সাতটি আবরণ / ঘূর্ণায়মান অক্ষ / রজ্জু / সারথি / একটি উপবেশন স্থান / জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড / পাঁচটি অস্ত্র / পঞ্চবিধ গতি / পাঁচটি বাধা / স্বর্ণনির্মিত অলঙ্করণ।

৩. পুরঞ্জনের শিকারে গমন কি প্রতীক সূচিত করে ? (১-৩)

৪. ধর্মীয় জীবনের সূচনা কি তা বর্ণনা করুন ? (১০)

৫. পুরঞ্জনের গৃহে আগমন, স্নান সমার্পন এবং খাদ্য গ্রহণ কি সূচিত করে? (১১)

৬. মাতা বলতে কি বোঝায়? (১৫)

৭. ধর্মপত্নীর প্রধান গুণ কী ? (১৬)

৮. শুভবুদ্ধি ও কৃষ্ণভক্তিতে ফিরে আসার পন্থা বর্ণনা করুন ? (১৯)

৯. বর্ণনা করুন কেন ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবরা রাষ্ট্রের নিয়ম বা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করেন না ? (২৪)

৪.২৭ পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ

১০. পাপময় জীবনের প্রতিকার কিভাবে হতে পারে ? (১)

১১. 'প্রমাদ' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান পূর্বক বিশদভাবে বর্ণনা করুন।(৩)

১২. চার্বাক দর্শন কি ? (১৮)

১৩. নিম্নের ব্যক্তিবর্গ কি সূচিত করে ?

কালকন্যা, চণ্ডবেগ, চণ্ডবেগের সৈন্য এবং প্রজ্বর মহিলা সঙ্গীগণ, যবনরাজ, যবনরাজের সৈন্যগণ,

১৫. নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উপকারের একটি তালিকা প্রদান করুন ? (২১)

১৬. কালকন্যা কিভাবে নারদমুনিকে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন ? (২২)

১৭. কালকন্যার অভিশাপের প্রত্যুত্তরে কোন দুটি জিনিস নারদমুনিকে খুশী করেছিল ? (২৩)

১৮. যবন এবং ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বোধগম্যতা কি ? (২৪)

১৯. শ্রীল প্রভুপাদ যে বৈদিক পন্থারূপ সত্যতায় ছিলেন তার সাতটি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন ? (২৪)

২০. কেন সমস্ত ভক্তা নারদমুনির পরম্পরায় থাকতে বিবেচনা করেন ? (২৪)

২১. এক ভক্তের বার্ধক্য বয়সের প্রভাব বর্ণনা করুন।(২৪)

২২. কালকন্যাকে পাওয়ার জন্য যবনরাজ কিভাবে অন্বেষণ করছিলেন ? (২৮)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.২৬.৬ ঃ নিয়ম মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। রাস্তায় পরিবহণের নিয়ম মানুষদের বলে দেয়, রাস্তার ডান দিকে অথবা বা দিকে থাকতে। এই নিয়ম কেবল মানুষদের জন্য, তা পশুদের জন্য নয়। কোন পশু যদি সেই নিয়ম লঙঘন করে, তা হলে তাকে কখনও দণ্ড দেওয়া হয়।

৪.২৬.১০ ঃ যারা অজ্ঞান, যারা আইন লঙঘন করে, তারা রাষ্ট্রের আইন অনুসারে দণ্ডভোগ করে। তেমনই, প্রকৃতির আইনও অত্যন্ত কঠোর। একটি শিশু যদি অজ্ঞানতাবশত আগুনে হাত দেয়, তা হলে যদিও সে একটি শিশু, তবুও তার হাতপুড়ে যায়।

৪.২৬-২৭ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ২৬.১-১০ ঃ

রাজা পুরঞ্জনের এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সঙ্গ ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব হলেও, তিনি তাঁর খামখেয়ালী বশতঃ বিশালভাবে রথে সজ্জিত হয় শিকারে গমন করলেন। তিনি আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে নির্বিচারে নিরীহ পশুদের হত্যা করেছিলেন। রাজা পুরঞ্জনের এই প্রকার বীভৎস বিনাশকার্য দর্শন করে দয়ালু ব্যক্তিরা অত্যন্ত অ প্রসন্ন হয়েছিলেন। নারদমুনি বৈদিক শাস্ত্রের অনুসরণের গুরুত্ব এবং তাদেরকে অবহেলা করার যে ভয়াবহ পরিণতি তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

শ্লোক ১১-২৬ ঃ

রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে স্নানাদি সেরে, সুসজ্জিত হয়ে উপযুক্ত আহার গ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের দ্বারা মোহিত হয়ে উদ্বিগ্ন রাজা পুরঞ্জন অন্তঃপুরের রমণীদের তাঁর মহিষী কোথায় সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। রমণীগণ প্রত্যুত্তর প্রদানের দ্বারা রাজাকে অবগত করালেন যে তাঁর মহিষী অবহেলিত ভাবে বিনা শয্যায় ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন। তাঁর মহিষীকে অবধূতের মতো পতিতা দেখে অনুশোচনায় পূর্ণ যারা তাঁর শান্তনা দিতে শুরু করেছিলেন। পুরঞ্জন নিজেকে মহিষীর এক অপরাধী দাস হিসাবে উপস্থাপন করলেন যিনি দয়াপরবশঃ একজন ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্লোক ২৭.১-১২ ঃ

রাজা পুরঞ্জনকে বিভিন্ন ভাবে মোহিত ও বশীভূত করে, তাঁর প্রশান্ত মহিষী সর্বপ্রকারে রাজার সন্তোষ বিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুন উপভোগ করেছিলেন। তাঁর মহিষীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কামাসক্ত রাজা তাঁর শুভ চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধন ব্যতীত তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। রাজা পুরঞ্জন বহু গুণান্বিত সন্তান সন্ততি উৎপাদনের দ্বারা অর্ধ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই সন্তান সন্ততিদের উপযুক্ত বিবাহ ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাঁর প্রিয় ধন-সম্পদ সমুহ লুণ্ঠন করেছিল। নারদ মুনি প্রাচীন বর্হির্ষৎকে সতর্ক করে বলেন যে পুরঞ্জনও তাঁর মতো সকাম কর্মের প্রতি এবং বীভৎসভাবে পশু হত্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন।

শ্লোক ১৩-১৮ ঃ

নারদমুনি বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে গন্ধর্বরাজ যিনি চণ্ডবেগ নামে পরিচিত তাঁর তিনশত ষাট জন সৈনিক এবং তিনশত ষাট জন গন্ধর্বী ছিল যারা একশত বৎসর ধরে রাজা পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করেছিল। তারা নগরীর রক্ষাকারী সর্পটিকে নিস্তেজ করার মাধ্যমে রাজা পুরঞ্জন সহ তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের অত্যন্ত উদ্বিগ্নের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন হতভম্বের মধ্যে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর প্রতি বিস্মৃত পরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১৯-৩০ ঃ

নারদমুনি বর্ণনা করলেন যে কিভাবে তিনি দুর্ভাগা কালকন্যার বিবাহ প্রস্তাবের অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। নিরাশগ্রস্ত কালকন্যা পরবর্তী পর্যায়ে যবন-রাজকে প্রস্তাব দিলে যবন-রাজ তাঁকে ভগিনী হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি কালকন্যা তাঁর সৈনিকদের সঙ্গে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রজ্বরর সঙ্গে নিযুক্ত করলেন জনসাধারণকে সংহার করার জন্য।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Und)- যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কোন সদ্‌গুণ থাকতে পরে না। (২৬.৮)
স্ত্রীলোকেদের যৌন বাসনা পুরুষদের থেকে নয়গুণ বেশী। (২৭.১)

(PeA)- কৃষ্ণভক্তির মার্গে নবীন ভক্ত যদি অত্যধিক আহার করে, তাহলে তার অধঃপতন হয়। (২৬.১৩)
পতির কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া এবং পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণ হওয়া। (২৭.১)

(SC)- প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে সুখ নেই। (২৭.২৯)

৪.২৮ পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে ''কৃপণ'' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ? (৭)

২. বর্ণনা করুন কেন জীব তার জড় দেহে পরিত্যগ করতে চায় না ? (১০)

৩. জড় সুখভোগের জন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহগুলি কি কি ভূমিকা পরিকল্পনা করে ? (১৭)

৪. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে রাজা পুরঞ্জন পরবর্তী জীবনে একটি শুভস্থানের রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

৫. মলয়ধ্বজ এবং তাঁর সন্তানদের কি তাৎপর্য বহন করে ? (২৯)

৬. ''নির্জন ভজন'' ব্যাখ্যা করুন। (৩৩)

৭. জীবনের আপেক্ষিকতা থেকে জয় লাভ করার জন্য কি কি তিনটি পন্থা উল্লেখ করা হয়েছে ? (৩৭)

৮. দুই প্রকারের মায়াবাদী দর্শন ব্যাখ্যা দিন। (৪০)

৯. সহ-মরণ কি এবং কেন এটি নিষ্ঠুর বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল ? (৫০)

১০. রাজা পুরঞ্জনের ব্রাহ্মণ সখা কে ছিলেন ? (৫১)

১১. বর্ণনা করুন কিভাবে একজন পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন ? (৫২)

১২. ভগবান নিজেকে বিস্তার লাভ করেন কেন ? (৫৩)

১৩. বৈদভীর অবস্থিতি বোঝাতে ব্রাহ্মণ কি উপমা তুলে ধরেছেন ?

১৪. বৈদভীর ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ? (৬৫)

উপমা সমুহ ঃ-

নেই

৪.২৮ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২৬ ঃ

যবনরাজ, প্রজ্বর, কালকন্যা এবং তাদের সৈনিকগণসহ পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের নিষ্ক্রিয় করেছিল। কালকন্যার দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার ফলে রতিক্রিয়ায় আসক্ত পুরঞ্জন তাঁর সৌন্দর্য, বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্য হারিয়েছিলেন। তাঁর দুর্বল অবস্থায় তিনি গন্ধর্ব এবং যবনদের দ্বারা পরাভূত হয়েছিলেন। পরাভূত রাজা যখন দেখলেন যে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অমাত্যগণ সকলেই বিরোধী হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জোর পূর্বক নগরী পরিত্যাগ করার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত রাজা তার পরিবারের ভবিষ্যৎ কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় প্রজ্বর বসবাসযোগ্য নগরীতে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি অবলোকন করে পরিশ্রান্ত সর্পটি নিদারুণভাবে অব্যাহতিপাওয়ার অন্বেষণ করছিল। রাজা পুরঞ্জন তাঁর পরিবার কল্যাণের বিষয়ে নিমগ্ন হয়ে, সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে স্ত্রীর সহিত পূর্ব আচরণের কথা মনে করতে লাগলেন। যবনরাজও তাঁর অনুচরেরা রাজাকে, তাঁর পরিবারকে এবং সাপটিকে বেঁধে টানতে টানতে নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে তখন তারা পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল। রাজা পুরঞ্জনের এরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারলেন না। যে সমস্ত পশুদের রাজা যজ্ঞে বলি দিয়েছিলেন, তারা সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিতে তাদের শিং দিয়ে তাঁকে বিদীর্ণ করতে লাগল।

শ্লোক ২৭-৫০ ঃ

রাজা পুরঞ্জন পত্নীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি অতি সুন্দরী বিদর্ভ রাজার কন্যা রূপে জন্মগ্রহন করেন। শক্তিশালী রাজা মলয়ধ্বজের সঙ্গে বিবাহ করলে, তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট কন্যা এবং সাতটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। অগস্ত্য মুনির সহিত কন্যার বিবাহ দিয়ে এবং তাঁর সাম্রাজ্য সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে রাজা মলয়ধ্বজ অবসর গ্রহণ পূর্বক স্ত্রীর অনুগামী হয়ে তপশ্চর্যা সম্পাদন নামক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। এইভাবে তিনি একশত দিব্য বৎসর আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিময়ী আসক্তি এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মহিষী বৈদর্ভী সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক তাঁর স্বামীর দেহ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন। দুঃখজনকভাবে বিলাপ করতে করতে নিজেকে শেষ করার জন্য তাঁরপতির সহমরণে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১-৬৫ ঃ

রাজা পুরঞ্জনের এক পূর্বতন সখা ব্রাহ্মণ সেখানে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে রাণীকে সান্তনা দিতে লাগলেন। তিনি বোঝালেন যে তিনি ছিলেন তাঁর চিরকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি রাজা পুরঞ্জন এবং বৈদভীর মতো বিভিন্ন প্রকার দেহে জগতে ভোক্তার পদ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ জড় অস্তিত্বে রাণীর দ্বিধাগ্রস্ত পরিস্থিতির কথা রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রকাশ করলেন যে রাণী তাঁর প্রকৃত স্বরূপে চিন্ময় আত্মা যা গুণগতভাবে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন। নারদমুনি এভাবে রাজা পুরঞ্জনের গল্পটি সমাপ্ত করলেন যা আত্মা উপলব্ধির একটি শিক্ষা।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- মানুষ যৌবনে যতই স্ত্রী সম্ভোগ করে, বার্ধক্যে তাকে ততই কষ্ট পেতে হয়। (১)
আদর্শ নেতার নীতি সমূহ (৪৩-৫২)

(Eva)- স্ত্রীর পক্ষ্যে অবশ্য পুরুষ হয়ে জন্মানো লাভজনক, কিন্তু পুরুষের স্ত্রী শরীর লাভ করাটা মোটেই লাভজনক নয়। (১৯)

(ThA)- “ডারউইনের বিবর্তনবাদ - - - - একটি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।” (৫৩)

(M&M)- আচার্যের অপ্রকট হলে পর কি করা কর্তব্য- - - - (ইস্কন পূর্বে যেমন ছিল, এখন যেমন আছে ভবিষ্যতেও সেরূপ থাকা উচিৎ।) (৪৮)

UNIT 17 King Purañjana Open Book Assessment Question

Prepare an essay for preaching to ISKCON devotees (grhasthas/to be married) on respecting women (especially their Dharmapatni) based on the purport of the verse 4.25.37.
Student should quote at least 2 pastimes from the scriptures where the husbands' care/protection was demonstrated.

Unit 18: নারদ, রাজা প্রাচীনবর্হি এবং প্রচেতাগণ
Canto 4 Chapters 29-31

Scheduled Reading Assignments

Lesson 1 Reading
Chapter 29 verses 1-49

Lesson 2 Reading
Chapter 29 verses 50-85
Special Note verses

Lesson 3 Reading
Chapter 30 verses 1-21

Lesson 4 Reading
Chapter 30 verses 22-51

Lesson 5 Reading
Chapter 31

৪.২৯ নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ''অবধূত'' শব্দটির অর্থ এবং কিভাবে তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ?(১১)

২. সহজিয়াদের মতে মৈথুন কিরূপ ?(১৪)

৩. বৃন্দাবন কিভাবে পাপিষ্ঠ পুরুষদের সংশোধন করে ?(১৪)

৪. সমস্যা সমুহ সমাধানের জন্য প্রভুপাদ সমসাময়িক কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যদিও সেইসব সমস্যা অন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে ?(৩৩)

৫. ''নির্জন ভজন'' কি এবং কেন একজন নতুন ভক্ত এই অনুশীলন করতে পারে না ?(৪১)

৬. আর্য সমাজ সংস্থার ভ্রান্তিটি কি তা বাখ্যা করুন ?

৭. নারদমুনি রাজাকে দ্বিতীয় রূপটি বলেছিলেন কেন ?(৫২)

৮. হরিণ রূপটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর কি সূচিত করে ঃ(৫৩ এবং ৫৪)

হরিণ / পুষ্পোদ্যান / ভ্রমরের গুঞ্জন / বাঘ / শিকারী ?

১০. কর্মজড় স্মার্তরা কারা এবং তারা কেন ভক্তিযোগ পছন্দ করে না ?(৫৭)

১১. স্থুল ও সূক্ষ্ম দেহের পরমাত্মার দৃষ্টান্তের সহিত জন্মান্তরের আবর্তন পদ্ধতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।(৬২)

১২. জড় দেহ এবং কৃষ্ণ ভাবনা উভয়ের ক্ষেত্রে স্থুলদেহ এবং মানসিক অবস্থার মধ্যে যে সম্পর্ক তার তিনটি উদাহরণ তুলে ধরুন।(৬৩)

১৩. ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে মানসিক অবস্থা ও জড় দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা ব্যাখ্যা করুন।(৬৬)

১৪. ৬৭ নং শ্লোক অনুযায়ী স্বপ্নগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১৫. কোন সময় জড়দেহের থেকে আত্মা আলাদা হয়ে যায় ?(৭১)

১৬. বীররাঘব আচার্য কিভাবে নাগরিকদের রক্ষার সংখ্যা প্রদান করেছেন ?(৮১)

উপমা সমুহ ঃ-

৪.২৯.১০ ঃ কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে, পতঙ্গ আগুনের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাতে প্রবেশ করে। তেমনই, জীবের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল এবং সুন্দর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানুষও তেমন রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়।

৪.২৯.২৭ ঃ ভৃত্য তার প্রভুর অনুকরণ করে নিজের ব্যবসা শুরু করার বাসনা করতে পারে, এবং সে যখন তা করতে চায়, তখন তাকে তার প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। কখনও সে ব্যর্থ হয়, এবং কখনও সে সফল হয়। তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তার নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারে।

৪.২৯.৩৩ ঃ কেউ যখন মস্তকে বোঝা বহন করার ফলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে তা তার কাঁধের উপর রাখে। তার অর্থ এই নয় যে, সে বোঝা বহনের ভার থেকে মুক্ত হয়েছে। তেমনি মানব-সমাজ সভ্যতার নামে এক প্রকার দুঃখ অপনোদন করতে গিয়ে, আর এক প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে।

৪.২৯ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২৫ ঃ

প্রাচীনবর্হি রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনী সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে অক্ষম, একথা প্রকাশ করলেন। নারদমুনি বর্ণনার মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেন।

০ দেহান্তর এবং জীবের (পুরঞ্জন) বিভিন্ন দেহে আবদ্ধতা।

০ মানবাকৃতি (নগরী) বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় (নবদ্বার) এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় সমুহ।

০ পরমেশ্বর ভগবানের রহস্যপূর্ণ পরিচয় (অজ্ঞাত বন্ধু)।

০ জড় বুদ্ধি (রানী), দশ ইন্দ্রিয় (পুরুযবন্ধু), মৈথুন অবস্থা (মেয়ে বন্ধু), প্রাণ বায়ু (পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সাপ), মন (একাদশতম সেবক), মৈথুন উপভোগের ক্ষেত্র (পাঞ্চাল রাজ্য), দেহ রথ এবং এর বিভিন্ন অংশ।

০ মৃত্যুর প্রভাব (যমরাজ), মানসিক ও দৈহিক বিঘ্নসমুহ (যমরাজের সৈন্যসমুহ) বৃদ্ধাবস্থা (কালকন্যা) এবং জীবের প্রচণ্ড জ্বর (প্রজ্বর)।

শ্লোক ২৬-৫৫ ঃ

মহর্ষি নারদ বদ্ধ জীবের অস্বস্থিকর পরিস্থিতির বর্ণনা করে আসল প্রতিকার যে কৃষ্ণ ভক্তি তা উপস্থাপন করেন। ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানের মহিমা সমূহ শ্রবণ দ্বারা যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয় তা বিশদভাবে নারদমুনি বর্ণনা করেন। তিনি প্রচীনবর্হির নিকট অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ ভাবনাকে দৃঢ় পূর্বক গ্রহণ করতে, যা কোন ব্যক্তিকে নির্ভয়, প্রকৃত শিক্ষিত করতে এবং একজন সদ্‌গুরু হতে যোগ্যতা প্রদান করে। পরবর্তী পর্যায়ে নারদমুনি প্রচীনবর্হিকে শিক্ষা দেন একটি বিবরণের মাধ্যমে যা হল পারিবারিক বন্ধনের সাথে একটি হরিণের সুন্দর আসন্ন মৃত্যুর প্রতি বিস্মৃতি পরায়ণ হয়ে সুন্দর উদ্যানে উপভোগ করা। তিনি রাজাকে গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ পূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার বাসনা করার উপদেশ প্রদান করেন।

শ্লোক ৫৬-৮৫ ঃ

নারদমুনির শিক্ষা সমুহকে প্রসংশা করে রাজা সেগুলির সাথে তিনি পূর্বে যা শিখেছিলেন সেই নিকৃষ্ট সকাম কর্মের পথকে তুলনা করলেন। কর্মফলের মাধ্যমে আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তর প্রাপ্তির সম্পর্কে রাজার প্রশ্নের উত্তর নারদমুনি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বদ্ধ আত্মার সহিত সম্পর্কিত মন প্রভৃতি বর্ণনা করেন। তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার মাধ্যমেই একজন প্রকৃত স্তরে উদ্ভাষিত হতে পারে। নারদমুনি রাজা প্রচীনবর্হির কাছে দিব্য জ্ঞান আলোচনা করার জন্য মৈত্রেয় ঋষি নারদমুনির গুণকীর্ত্তন করেন। নারদমুনি সিদ্ধলোকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাজা গৃহত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য কপিলাশ্রমে গমন করেন। রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনী শ্রবণ ও কীর্ত্তনের প্রভূত উপকার সাধনের তালিকা মৈত্রেয় ঋষি প্রদান করেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Und)- সূক্ষ্মদেহের যন্ত্র সমূহ। (৭৪)

(PeA)- ''একটি নির্দিষ্ট বয়সে (পঞ্চাশ) গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করতে হয়। তারপর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করতে হয়।'' (৫৪)

(ThA)- নৃতত্ত্ববিৎদের মতে মূর্খ ডারউইন মতবাদ। (৪২)

(Eva)- প্রকৃতপক্ষে জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। (৩২)

৪.৩০ প্রচেতাদের কার্যকলাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ
১. ভগবান শিব কিভাবে সমস্ত প্রকারের জড় জাগতিক সুখ প্রদান সমর্থ হন ? (২)
২. পরমেশ্বর ভগবানকে কেন পুরঞ্জন বলে বর্ণনা করা হয়েছে ? (৩)
৩. কিন্নরদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (৬)
৪. একজন পরিণত ভক্তের জড় ঐশ্বর্যের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিৎ ? (১৯)
৫. "হরিমেধসে" শব্দটির অর্থ লিখুন। (২৪)
৬. সবচাইতে মূল্যবান আশীর্বাদটি কি যা নবীনভক্তকে পরমেশ্বর ভগবান প্রদান করেন ? (২৭)
৭. সর্বশ্রেষ্ঠ বরটি কি যা ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন ? (৩৩)
৮. ভগবানের দিব্য কথা শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতারা কি কি ফল প্রাপ্ত হতে পারেন ? (৩৫)
৯. কোন দুই প্রকারের লোক পরিভ্রমণরত প্রচারকদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হন ? (৩৭)
১০. আর্যদের চারটি গুণাবলীর তালিকা প্রদান করুন। (৪০)
১১. ভগবানের বৈরাগ্যের দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। (৪৩)
১২. প্রচেতারা সুউচ্চ বৃক্ষগুলি দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কেন ? (৪৪)
১৩. গোস্বামীদের কখনো কখনো মহারাজ বলে সম্বোধন করা হয় কেন তা ব্যাখ্যা করুন। (৪৫)
১৪. প্রচেতার পত্নী মারিষার গল্প সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৪৭)
১৫. কি কি দুইটি কারণের জন্য দক্ষকে মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল ? (৪৮)

উপমা সমূহ ঃ-
৪.৩০.১২ ঃ বাগানে কিংবা বনে যদি একটা ভাল গাছ থাকে, তা হলে তার ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হয়ে উঠবে। তেমনই, বংশের মধ্যে একটি সুসন্তান সারা পৃথিবীতে সমগ্র বংশেকে বিখ্যাত করে তোলে।

৪.৩০.১৯ ঃ একই কর্ম কিভাবে বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হয়, সেই কথা এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে - কেউ ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাদ্য অত্যাধিক আহার করার ফলে অজীর্ণ রোগে ভুগতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত আর একটি খাদ্য দইয়ের সঙ্গে যখন গোলমরিচ আর নুন মিশিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়, তার ফলে তার অজীর্নতা রোগ তৎক্ষণাৎ সেরে যায়। অর্থাৎ, এক প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্য অজীর্নতা রোগের কারণ হতে পারে, এবং অন্য আর এক প্রকার দুগ্ধজাত বস্তু সেই রোগ থেকে তাকে নিরাময় করতে পারে।

৪.৩০.৩০ ঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়, ঠিক যেভাবে সূর্যকিরণের মাধ্যমে সূর্যকে দেখা যায়।

৪.৩০.৩২ ঃ ভ্রমর যখন পারিজাত বৃক্ষের কাছে যায়, তখন সেখানে সে এত মধু পায় যে, তার আর অন্য বৃক্ষে যাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না। যদি কেউ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি যে অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করেন, তার ফলে আর তাকে অন্য কোন বর প্রার্থনা করতে হয় না।

৪.৩০ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২০ ঃ

মহাত্মা বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট থেকে প্রচেতারা (প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ) রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের মাধ্যমে যা যা লাভ করেছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন। মৈত্রেয় ঋষি সুন্দর স্বভাবযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে দেওয়ার সময় বললেন যে, প্রচেতাদের ভক্তিযোগ অনুশীলনের স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবান প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

প্রসন্নচেতা ভগবান প্রচেতাদের আনুগত্য ও উৎসর্গীকৃত ভ্রাতৃসুলভ আচরণহেতু তাদের প্রশংসা করলেন। তিনি রুদ্রগীতের প্রার্থনা এবং প্রচেতাদের স্মরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল সমুহের তালিকা প্রদান করলেন। ভগবান বিষ্ণু সারা ব্রাহ্মাণ্ডে খ্যাতি লাভ করার আশীর্বাদ প্রদান করলেন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন যে প্রম্লোচা নামক অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে মরিষা নামক গুণবতী কন্যা থেকে উত্তম গুণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হবেন। মরিষাকে তার মা বৃক্ষে তত্ত্বাবধানে রেখে ত্যাগ করে চলে যান। ভগবান পুনরায় প্রচেতাদের আশীর্বাদ করেছিলেন যে তারা জড় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য সহস্র- সহস্র বর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবাপন্ন হয়ে পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে। পরমেশ্বর ভগবান বর্ণনা করলেন যে তাঁর স্বার্থহীন ও অনাসক্ত ভক্তরা পারিবারিক জীবনের প্রতিকূলতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ব্রহ্মভূত স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপে সমভাব ও সতেজতার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২১-৪২ ঃ

প্রচেতারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ভগবানকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রার্থনা নিবেদন করলেন যা তাদের হৃদয়ের সহানুভূতি থেকে গুণস্বরূপ উদগীরিত হয়েছিল। যদিও শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন তথাপি তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন যে ভক্তসঙ্গের মাধ্যমেই কেবল প্রতিনিয়ত অতুলনীয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের কথা যা জড় কলুষতা ও ভগবানের উপস্থিতির মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তৎসম্বন্বিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন পন্থার গুণমহিমা ভ্রাতৃগণ প্রকাশ করলেন। সেই সমস্ত ভক্তগণ যাঁরা সদাসর্বদা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন তাঁরা তাঁদের পরিভ্রমণের মাধ্যমে জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচেতাগণ ভগবান শিবের মহিমা কীর্ত্তন করলেন কারন তাঁর কৃপাতেই কেবল প্রচেতারা ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করেছেন। এভাবে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের আধ্যাত্মিক স্তুতি বর্ণনার মাধ্যমে বিনয়াবনত ভাবে প্রার্থনা সমাপ্ত করলেন।

শ্লোক ৪৩-৫১ ঃ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে সেই স্থান পরিত্যাগ করার পর প্রচেতারা জলের ভেতর থেকে উঠে আসেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে পৃথিবীর উপরিভাগ সমস্ত বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে, তখন তাঁরা ক্রোধে মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন মহীমণ্ডলকে তরুলতা শূন্য করার উদ্দেশ্য। ভগবান ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ রাজ পুত্রদের শান্ত করার মাধ্যমে ধ্বংস সাধন রদ করলেন। তাঁরা মারিষাকে বিবাহ করেন যার মাধ্যমে দক্ষের জন্ম হয়েছিল। যিনি প্রজাপতি (রক্ষাকর্তা) হিসাবে তাঁর কার্য পরিচালনা করেছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Aut)- বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে নবজাত সন্তানকে পরিত্যাগ। (১৩,৪৭)

(PrA) বেদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত (২২)
জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (৪৭)

(ThA)- একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রীর একাধিক পতি থাকতে পরে না। (১৬)

(M&M)- মানুষকে কেবল শস্য উৎপাদনের জন্য এবং গো রক্ষার জন্য কার্য করতে হয়। (৪৪)
কৃষ্ণভাবনামৃতে একতা (৮)
ইসকনের সংকীর্তন আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতে বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করা। (৩৫)

৪.৩১ প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-
১. বৈদিক নিয়মের প্রেক্ষাপটে মানব জীবনের ভিত্তি কিরূপ হওয়া উচিৎ ? (১)
২. কোন মহাত্মার সান্নিধ্যে আসার উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পন্থাটি বর্ণনা করুন। (৭)
৩. সভ্য মানুষের তিন প্রকার জন্মের তালিকা প্রদান করুন। (১০)
৪. ১৭ নং শ্লোকের উপমাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৫. ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ কি কি ? (১৭)
৬. কোন মহাত্মা আত্মীয়দের সাথে কি বাসনা নিয়ে দর্শন করতে যান তা ব্যাখ্যা করুন ? (৩০)

উপমা সমূহ ঃ
৪.৩১.৫ ঃ সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, নারদ মুনির মহান ঋষির আগমনে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়।

৪.৩১.১৫ ঃ বর্ষাকালে বৃষ্টি পৃথিবীর বনস্পতিকে সজীব করে, মানুষ এবং পশুদের জীবনীশক্তি লাভের সহায়ক হয়। যখন বৃষ্টি হয় না, তখন খাদ্যাভাবে মানুষ এবং পশু মরে যায়। সমস্ত বনস্পতি, স্থাবর ও জঙ্গম - সবই মূলত পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। তেমনই, মহত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের দেহ উদ্ভূত হয়েছে, এবং প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করে নেন, তখন সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪.৩১.১৬ ঃ কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলি পুনরায় সক্রিয় হয়। তেমনই এই জগৎ কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে (ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে)। যখন জড় জগতের প্রলয় হয়, তখন তা এক প্রকার নিদ্রিত অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। জড় জগৎ সক্রিয় হোক্ বা নিষ্ক্রিয় হোক্, তা সব অবস্থাতেই ভগবানের শক্তি।

৪.৩১.২০ ঃ রাজা কখনও কখনও তাঁর সভায় বিদূষককে রাখেন, এবং পরিহাসচ্ছলে বিদূষক কখনও কখনও রাজাকে অপমান করে। কিন্তু রাজা তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে আনন্দিত হন। ভগবানকে সকলেই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে; তাই ভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তের তিরস্কার উপভোগ করতে চান।

৪.৩১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-১৩ ঃ

প্রচেতারা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ গৃহে অবস্থান করেছিলেন। পারিবারিক জীবন থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন যেখানে কৃষ্ণ ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁরা যখন যোগাভ্যাস করেছিলেন, তখন নারদমুনির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলে তাঁরা নারদমুনিকে জ্ঞান প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। নারদমুনি নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করলেন ঃ

০ কোন জীব পরমেশ্বর ভগবনের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন।
০ সভ্য মানুষদের তিন প্রকারের জন্ম হয় এবং যদি তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয় তাহলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়।
০ বিবিধ পন্থা, আধ্যত্মিক অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রকৃতি ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।
০ কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সমস্ত শুভকার্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৪-১৭ ঃ

নারদমুনি কতকগুলি উপমা উপস্থাপন করেছেন যা বর্ণনা করে ঃ-

০ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধনের মাধ্যমে সমস্ত দেবতারা আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।
০ সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে লীন হয়ে যাবে।
০ সারা জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে এক এবং অভিন্ন বলে প্রতীত হয়।
০ ভগবান জড়া প্রকৃতির উৎস হলেও তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ১৮-২৫ ঃ

নারদমুনি প্রচেতাদের ভগবানকে সেবা করার শিক্ষা প্রদান করে সাথে সাথে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উপায়ও ব্যক্ত করেন। নারদমুনি বর্ণনা করলেন কিভাবে ভগবান স্বরাট হয়েও আস্বাদন করেন এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের প্রেমের বশীভূত হন। ভক্তদের অবজ্ঞা করে এমন কোন ব্যক্তির দর্প তিনি কখনোই গ্রহণ করেন না। নারদমুনি চলে গেলেন এবং তাঁর শিক্ষার প্রভাবে প্রচেতারা শ্রেয় গন্তব্যস্থলে উন্নীত হলেন।

শ্লোক ২৬-৩১ঃ

মহারাজ উত্থানপাদের বংশধরদের বিবৃতি সমূহ সমাপ্ত করার পর শুকদেব গোস্বামী মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের সম্বন্ধে বর্ণনা শুরু করলেন। অধোক্ষজের বর্ণনায় বিমোহিত হয়ে বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে প্রনাম নিবেদন করলেন এবং হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শুকদেব গোস্বামী এই সমস্ত বিষয় শ্রবণের প্রভূত উপকার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(Und)- সৃষ্টির তিনটি কারণ রয়েছে – সময়, উপাদান এবং স্রষ্টা। (১৮)

(SC)- আধুনিক সভ্যতার সব চাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল এবং কলেজ জীবনেই যৌন জীবন উপভোগ করার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। (১)

(ThA)- জড়া প্রকৃতি জড় জগতের কারণ নয়। (১৭)

(PeA) নারদ মুনি আদর্শ বৈষ্ণব (৩)

Unit 18 Open Book Assessment Questions & Marking Keys

Personal Application

ভাঃ ৪.২৯.৫২-৫৪ শ্লোকগুলিতে যে হরিণের রূপক উপমাটি দেওয়া হয়েছে, তা আপনার বাস্তব জীবনের সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করুন। যদি আপনি এখন হরিণের মতো সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আছেন, তাহলে সেই অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্ত হবেন ? যদি আপনি সেই পরিস্থিতিতে নেই, তাহলে ঐ রকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে কি বাস্তবিক পন্থায় এড়িয়ে যাবেন ?

Mood & Mission

অধ্যায় ৩০ থেকে দুটি অংশ নির্ধারণ করুন, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভাব ও উদ্দেশ প্রকাশ পেয়েছে। এইগুলি ইসকনের ভবিষ্যতের জন্য ঐ গুলির তাৎপর্য বা গুরুত্ব আলোচনা করুন।

Preaching Application

নারদ মুনির প্রচেতাদের প্রতি উপদেশ যা ভাঃ ৪.৩১. ৯--২২ অংশে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে দুটি বিশেষ পয়েন্ট চিহ্নিত করুন। সেই দুটি বিষয়কে প্রচারক্ষেত্রে জোড়ালোভাবে প্রয়োগ দেখান।

Unit 18 Learning Objectives (Paṭhana-prayojanam)

By the end of the unit students should be able to:

Understanding

o Explain the mechanics of the subtle body. (29.74)

Personal Application

o Discuss the relevance of Śrīla Prabhupāda's description of a perfect Vaiṣṇava's position as exemplified by Nārada Muni. (31.3)

Preaching Application

o Present the perfect and conclusive nature of the Vedic process in understanding and attaining the Supreme Lord. (30.22)
o Contrast the Vedic version of a controlling deity of each aspect of material nature with modern science's views on nature. (30.47)
o Present Nārada's instructions to the Pracetās so modern listeners see their relevance today. (31.9-22)
o Refute the theory that nature is the cause of the material manifestation. (31.17)

Academic & Moral Integrity

o Discuss the significance of Śrīla Prabhupāda's statement: "According to Vedic civilization, it is imperative to give up the family at a certain stage, by force if necessary." (29.54)
o Explain to a modern, educated audience the Bhāgavatam's description of Pramlocā's leaving her newborn child to the care of trees. (30.13-14, 47)
o Explain why, according to Vedic principles, a woman cannot have many husbands, although a husband can have many wives. (30.16)

Mood and Mission

o Discuss how Śrīla Prabhupāda's statement, "Therefore, in this age a saintly person has to make proper arrangements to receive people and attract them to the message of Kṛṣṇa consciousness," reflects his mood and mission. (29.55)
o Discuss the significance for ISKCON of the following points from Śrīla Prabhupāda's purport to 30.8:
„h Definition of real unity.
„h Overcoming causes for disunity in a Society for Kṛṣṇa Consciousness.
o Discuss the significance for ISKCON of the following statements by Śrīla Prabhupāda:
„h "This saṅkīrtana movement started by the Society for Kṛṣṇa Consciousness is meant for creating Vaikuṇṭha...even in this material world." (30.35)
„h "In the Caitanya-sampradāya those who strictly follow the principles of Lord Caitanya must travel all over the world to preach the message of Lord Caitanya." (30.37)
o Discuss how Nārada Muni's mood and activities as a goṣṭhyānandī reflect Śrīla Prabhupāda's mood and mission. (30.37)
o Discuss significance for ISKCON and society in general of Śrīla Prabhupāda's statement: "One need only work to produce grains and take care of cows." (30.44)

Śāstra Cakṣusā

o Discuss the significance of "the basic flaw in modern civilization" identified by Śrīla Prabhupāda. (31.1)
o Explain the significance of the following statement by Śrīla Prabhupāda: "Actually the material condition cannot be improved." (29.32)

Unit 19 মহারাজ ঋষভদেব
Canto 5 Chapters 1-6

Lesson 1 Reading
Chapter 1

Lesson 2 Reading
Chapters 2 & 3 Overviews
Chapter 2 verses 1-8 & Chapter 3 verses 7-15

Lesson 3 Reading
Chapters 4 & 5 Overviews
Chapter 4 verses 1&2, 8-19; Chapter 5 verses 1-9

Lesson 4 Reading
Chapter 5 verses 10-35

Lesson 5 Reading
Chapter 6 verses 1-19

Transition To Fifth Canto

প্রচেতাগণ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজারা ছিলেন মহারাজ উত্তানপাদের বংশধর। প্রচেতাদের পর যেহেতু কোন উপযুক্ত রাজা ছিলেন না, তাই স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর তপস্যারত জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতকে ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেই দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়ব্রতকে সেই আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন।

৫.১ মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. মহারাজ প্রিয়ব্রত গৃহস্থ আশ্রমে রত হয়েছিলেন একথা শুনে মহারাজ পরীক্ষিত অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিত হয়েছিলেন কেন ? (১)
২. গৃহস্থ আশ্রমের সার বস্তু কি ? (১)
৩. ''আত্মপাতং গৃহম্ অন্ধকুপম্'' এই সংস্কৃত শব্দগুচ্ছের অর্থ প্রকাশ করুন ? (১)
৪. স্বায়ম্ভুব মনুর অনুরোধে মহারাজ প্রিয়ব্রত কিভাবে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ? (১৬)
৫. জড় জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি নিযুক্ত এমন একজন মহান ভক্তের মনোভাব ব্যক্ত করুন। (৬)
৬. ভগবান ব্রহ্মা, নারদ এবং ভগবান শিবের মতো মহান দেবতাদের কেন ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে ? (৭)
৭. ''কৃপা সিদ্ধি'' এই কথাটির অর্থ কি ? (১০)
৮. ব্রহ্মার স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বতে গমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। (১০)
৯. ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে যে যে কারণগুলি উপস্থাপন করেছেন তার তালিকা দিন। (১১)
১০. প্রিয়ব্রতের উভয় সংকট বা দ্বিধাগ্রস্তভাব ব্যাখ্যা করুন। (১২)
১১. মহারাজ প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার উদ্দেশ্য কি দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল ? (২২)
১২. প্রিয়ব্রতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহাসন বা রাজাসন গ্রহণ করার পিছনে প্রভুপাদ কি সাধারণ নীতি খাড়া করেছেন ? (২২)
১৩. ''উর্দ্ধ-রেতসঃ'' সংস্কৃত শব্দ দুটির অর্থ বলুন। (২৬)
১৪. সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর সংক্ষেপে বর্ণনা করে তালিকা প্রদান করুন। (২৭)
১৫. ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক শাসক হিসাবে মহারাজ প্রিয়ব্রতের কৃতিত্ব সমুহের তালিকা প্রদান করুন। (২৯-৩৫)
১৬. বিভিন্ন স্থানের সীমারেখা সমূহ কিভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ ? (৪০)

উপমা সমূহ ঃ-

৫.১.১৪ ঃ এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ যেমন চালকের পরিচালনা অনুসারে পরিচালিত হয়, তেমনই যদি আমরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করি, তাহলে আমাদের জীবন আদর্শ পথে পরিচালিত হবে।

৫.১.১৮ ঃ সুদৃঢ় দুর্গে স্থিত রাজা যেমন তাঁর পরাক্রমশালী শত্রুকে অনায়াসে জয় করতে পারেন, তেমনই গৃহস্থ-আশ্রমে স্থিত গৃহস্থ তাঁর যৌবনোচিত কামবাসনা জয় করতে পারেন এবং যখন তিনি বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিরাপদ হন।

৫.১.১৯ ঃ ভ্রমর যখন পদ্মফুলে প্রবেশ করে মধু পান করে, তখন পদ্মের পাপড়িগুলি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ভ্রমর তখন সূর্যকিরণ এবং অন্যান্য বাহ্য প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হয় না। তেমনই, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পান।

৫.১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৬ ঃ

মহারাজ প্রিয়ব্রত কিভাবে রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করার পর পূর্ণ জ্ঞানে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন সেইকথা মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রবণ করে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি কিভাবে বিষয়-বিমুখ ভগবদ্ভক্ত বিষয়ের প্রতি পরে আসক্ত হয়েছিল। এভাবে বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে ভগবদ্ভক্তি যেহেতু চিন্ময়, তাই তা কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না।

শ্লোক ৭-১২ ঃ

শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন কিভাবে ভগবান ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে গন্ধমাদন পর্বতে অবতরণ করে রাজকুমার প্রিয়ব্রতের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন যখন কিনা প্রিয়ব্রত ধ্যানস্থ ছিলেন। নারদ মুনি, স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়েছিলেন ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করার জন্য। ভগবান ব্রহ্মা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে রাজকুমার প্রিয়ব্রতকে অনুরোধ করলেন একজন ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার এই আদেশ স্বীকার করলে, ব্রহ্মা সত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রিয়ব্রতের এই সিদ্ধান্তে স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি রাজ্যশাসনের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, নারদ মুনিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৯ ঃ

মনু গৃহত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন, যাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়ব্রত তাঁর পত্নী ও পরিবারের সঙ্গে বহুসহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। তিনি রাত্রিতেও আলোক প্রদান কারী আর একটি সূর্য করার মতো অদ্ভুত কার্য সম্পদন করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের সপ্ত চাকার ছাপ সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে তিনপুত্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং বাকী সাত পুত্র সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্রিয়ব্রতের অন্য আর এক পত্নীর গর্ভে উত্তম, রৈবত এবং তামস নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তারা তিন জনেই মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মহরাজ প্রিয়ব্রত মুক্তিলাভ করেছিলেন।

আলোচনা - মুলক - বিষয় ঃ-

(PeA)- গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি পরস্পর বিরোধী। (১-৬)
আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। (১৫)
ক্ষত্রিয় এবং গৃহস্থদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পত্নীদের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন। (২৯)
প্রিয়ব্রতের বৈরাগ্যের স্পৃহা। (৩৬)

(SC)- ভক্তের জীবনে আপাত বিরোধের সমাধান হয়। (৫)
মুক্ত পুরুষেরাও তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফল গ্রহন করতে অস্বীকার করেন না। (১৬)

(M&M)- মানব সমাজ বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিভক্ত হয়। (১৪-১৫, ২৪)
আমি আমার শিষ্যদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। (২৪)
নিম্ন কুলোদ্ভব ব্যক্তি সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। (৩৫)
কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৈববর্ণাশ্রম স্থাপন করতে হয়। (২৪)

(EvA)- কার নির্দেশ শিরোধার্য করবেন এ ব্যাপারে প্রিয়ব্রতের দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থা। (১২)

৫.২ মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. ''দস্যু ধর্মের'' সংজ্ঞা প্রদান করুন।(১)
২. কলি যুগের কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণীর তালিকা প্রদান করুন।(১)
৩. বর্ণনা করুন কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যিনি পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী হয়েছিলেন ?(২)
৪. ব্যাখ্যা দিন কেন ব্রহ্মাকে ভগবান আদিপুরুষঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে ?(৩)
৫. ভগবান ব্রহ্মা কিভাবে জীবের মনোবাসনা জানতে পারেন ?(৩)
৬. বিবাহের সময় ভগবান ব্রহ্মাকে পূজা করা হয় কেন ?(১৫)
৭. প্রশংসা বাক্যে নিপুণ এমন একজন ব্যক্তির সংস্কৃত শব্দটি কি হতে পারে তা বলুন ?(১৭)

উপমা সমূহ ঃ-

৫.২.৫ ঃ যোগ অভ্যাস করা নিঃসন্দেহে ভাল, কারণ তারফলে বিষধর সর্পের মতো ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিষময় প্রভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ থেকে ভয় হয় তার বিষ দাঁতের জন্য, কিন্তু সেই বিষদাঁত যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে সাপকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও, তার থেকে ভয় পাবার আর কোন কারণ থাকে না।

৫.২.৭ ঃ এই জড় জগৎ এক মহা অরণ্য - সদৃশ, এবং তাঁর অধিবাসীরা ব্যাঘ্র, হরিণাদি বন্য পশুর মতো। সেই পশুদের বধ করে সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগল।

৫.২ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১ ঃ

এই অধ্যায়ে মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন আত্ম-উপলব্ধির জন্য গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং তিনি পিতৃবৎ স্নেহে প্রজাপালন করেছিলেন।

শ্লোক ২-১৮ ঃ

একসময় মহারাজ আগ্নীধ্র পুত্র কামনা করে মন্দার পর্বতের গুহায় তপস্যা করছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার কারণ অবগত হয়ে, পূর্বচিত্তি নাম্নী এক অপ্সরাকে আগ্নীধ্রের আশ্রমে প্রেরণ করেন। অতি মনোরম ভাবে সুসজ্জিতা হয়ে, পূর্বচিত্তি আগ্নীধ্রের সম্মুখে শৃঙ্গার ভাবসূচক নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করতে থাকলে, আগ্নীধ্র স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর হাবভাব, হাস্য, মধুর বাক্য এবং কটাক্ষ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। আগ্নীধ্র রমণীর মন হরণকারী প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই সেই অপ্সরাও আগ্নীধ্রের রসপূর্ণ বাক্যে প্রীত হয়ে আগ্নীধ্রকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ আগ্নীধ্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯-২৩ ঃ

তাঁর গর্ভে আগ্নীধ্রের নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি তাদের নাম অনুসারে নয়টি বর্ষ বিভাগ করে দেন। রাজা আগ্নীধ্র কিন্তু ভোগে পরিতৃপ্ত না হয়ে, সর্বদা তাঁর অপ্সরা পত্নীর কথা চিন্তা করতেন, এবং তার ফলে মৃত্যুর পর তিনি অপ্সরালোক প্রাপ্ত হন। আগ্নীধ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর নয় পুত্র মেরুদেবী, প্রতিরূপা উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, কন্যা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীত নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(M&M)- ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। (১)

(PeA)- রমণীর সৌন্দর্য এবং ধনীর ঐশ্বর্য পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত করে। (৬)

(PrA) সমাজে নারীদের সুরক্ষার গুরুত্ব। (২১)

৫.৩ মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আর্বিভাব

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. রাজা নাভি এবং রাজা আগ্নীধ্রের ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের তুলনা দিন। (অধ্যায় ২-৩)
২. যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে ভগবত কৃপা লাভ করার উপায় সমুহের তালিকা প্রদান করুন। (২)
৩. এই অধ্যায়ে ৪-৭ শ্লোকে মূল দার্শনিক দিকটি ব্যাখ্যা করুন।
৪. কি উদ্দেশ্যে ভগবানের জন্য বিশাল আয়োজন সমূহ করা হয় ? (৮)
৫. নাভির পুরোহিতেরা কিছুটা লজ্জিত হয়েছিল কেন ? (১৩)
৬. ``ব্রাহ্মণ ভোজনের'' অর্থ ব্যাখ্যা করুন ? (১৭)
৭. ``সপত্নীকো ধর্মমাচরেৎ'' শব্দের অর্থ বলুন। (১৯)

উপমা সমূহ ঃ-

নেই।

৫.৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২০ ঃ

এই অধ্যায়ে আগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ নাভির নির্মল চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় মহারাজ নাভি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীসহ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর সম্মুখে চতুর্ভূজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরা তখন তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহারাজ নাভি যেন তাঁরই মতো একটি পুত্র লাভ করতে পারেন, এবং তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- অন্য কোন উপায় ব্যতীত যে কেউ ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে উপলব্ধি ও দর্শন করতে পারে। (২,৪-৭)
বিশাল আয়োজন ভগবানের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য। (৮)
ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে থাকে তাহলে বারবার জন্মগ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি থাকে না। (১৩)
ভগবানের মত পুত্র আকাঙ্খা করাও একপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখ। (১৩)
শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী অর্জন করতে হলে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে হয়। (১৪)
শুদ্ধ ভক্তরা নিজের কথা বিবেচনা না করেই ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। (১৫)
মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করার জন্য প্রার্থনা করা। (১২)

(PrA)- ভগবান এতই কৃপালু যে, তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি তাদের বাসনাপূর্ণ করেন। (১৫)
ভগবান এক, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। (১৭)

(AMI)- ব্রাহ্মণ যা বলেন তা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যায় না, তা অবশ্যই কার্যকরী হয়। (১৭)

৫.৪ ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. ঋষভদেবের কয়েকটি গুণাবলীর তালিকা প্রদান করুন।(১-২, ১৪)
২. ''ঋষভ' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।(২)
৩. রাজা নাভি এবং ঋষভদেবের অন্তরঙ্গতার ব্যাপারে যোগমায়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।(৪)
৪. রাজা নাভির যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের যোগ্যতা কি ছিল ব্যাখ্যা করুন ?(৭)
অথবা, রাজা নাভি যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের পুরোহিত হিসাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিয়োগ করেছিলেন তাদের যোগ্যতা কি ছিল ব্যাখ্যা করুন ?(৭)
৫. ঋষভদেব গুরুকূলে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কেন ?(৮)
৬. ''ভারতবর্ষ'' এবং ''পূণ্যভূমি'' এই দুইটি নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।(১৩)
৭. ঋষভদেবের শতপুত্রের পৃথক পৃথক কার্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি তা ব্যাখ্যা করুন।(১৩)
৮. ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য যুবকের প্রয়োজন কেন ?(১৭)

৫.৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৩ ঃ

ঋষভ দেব যখন আবির্ভূত হন মহরাজ নাভির পুত্র রূপে, তখন মানুষ তাকে সব চাইতে মহান এবং সব চাইতে সুন্দর বলে মনে করেছিলেন। মহারাজ নাভি তার পুত্রের অতুলনীয় গুণাবলী দর্শন করে তাকে ঋষভ নাম দিয়েছিলেন। ঋষভ কথাটির অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম। তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়। যখন বৃষ্টির অভাব হয়েছিল, তখন বৃষ্টির অধ্যক দেব রাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা না করে, তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র অজনাভবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করেছিলেন। রাজা নাভি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পুত্র ঋষভদেব রাজকার্যের কর্মচারীদের এবং প্রজাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তারপর ঋষভদেবের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করে এবং গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে, মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে ভগবান বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

শ্লোক ৮-১৩ ঃ

ঋষভদেব লোক শিক্ষার জন্য কিছুদিন গুরুকুলে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন, এবং গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত জয়ন্তী নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তিনি একশত সন্তান উৎপাদন করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে দশজন ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে যুক্ত হয়ে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। নয়জন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক (মহাভাগবত) হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের স্থান ব্রাহ্মণদের ঊর্ধ্বে ছিল। অন্য একাশিজন পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪-১৯ ঃ

জনসাধারণকে শিক্ষাদান করার জন্য মহারাজ ঋষভদেব বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং কিভাবে প্রজাপালন করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কোন এক সময় ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রের অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালোভাবে পৃথিবী শাসন পারেন। এইভাবে তিনি বলেছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PrA)- পরমেশ্বর ভগবানের চিহ্ন সমূহ।(১-২)
ঋষভদেবের একশত পুত্র বিভিন্ন ধরনের কার্য গ্রহণ করেছিলেন।(১৩)

(M&M)- জড় জাগতিক সুখের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য (এই যুগের মানুষের পক্ষে) সংকীর্ত্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।(৩)
মানব সমাজের নেতাদের আদর্শ হওয়া কর্তব্য।(১৫)
ব্রাহ্মণরূপে যাঁরা পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞান থাকা উচিৎ এবং তা বিতরণ করা উচিৎ।(১৬)
ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য তা যুবক এমন কি বালকদের দ্বারাও সম্পাদন করা উচিৎ।(১৭)
রাজার সুশাসনের ফলে, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হত।(১৮)

৫.৫ পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

পুর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. তপশ্চর্যা একজন জড়বাদী ও একজন আধ্যাত্মবাদী কিরূপ তার তুলনা দিন।(১)
২. মহাত্মাদের গুণাবলীর বর্ণনা করুন।(২)
৩. দুই প্রকার জড়বাদীর নাম লিখুন।(২)
৪. একজন গৃহস্থের কীভাবে জীবন ধারন করা উচিৎ তা বর্ণনা করুন।(৩)
৫. জীবকে কেন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় ?(৪)
৬. ''কর্মাত্মকং'' শব্দটির অর্থ কী ?(৫)
৭. ''হৃদয় গ্রন্থি''র মানে কি ?(৮)
৮. হৃদয় গ্রন্থি কিভাবে শিথিল হতে পারে ?(৯)
৯. শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মাপত্নীর সঙ্গে সঙ্গে করা হলে তাকে কি বলে বিবেচনা করা হয় ?(১০-১৩)
১০. এই অধ্যায়ের দশ থেকে তের এই চারটি শ্লোকের মূল কথা কি ?(১০-১৩)
১১. কিভাবে জীব বাসনা রহিত হতে পারে ?(১০-১৩)
১২. ''অনেন যোগেন যথোপদেশং'' - শব্দগুচ্ছের দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।(১৪)
১৩. শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি আদেশ অনুসরণ করতে কখনো কখনো অক্ষম হয় তাহলে কি করা উচিৎ ?(১৫)
১৪. ''নষ্ট-দৃষ্টি'' - কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।(১৬)
১৫. কেন ভগবানকে সবকিছুই নিবেদন করতে হত ?(১৮)
১৬. কতিপয় মহাত্মাদের দৃষ্টান্ত দিন যাঁরা তাঁদের জীবনে গুরুবর্গদের পরিত্যাগ করেছিলেন।(১৮)
১৭. চিৎ - জগৎকে কেন পরম বলা হয় ?(১৯)
১৮. ভগবান ঋষভদেবের উপদেশগুলি প্রকৃতপক্ষে কাদের জন্য ছিল ?(২৮)
১৯. অবধূত শব্দটির মানে ব্যাখ্যা করুন।(২৯)

উপমা সমুহ ঃ-

৫.৫.২ ঃ মানব জীবন দুটি পথের সন্ধিস্থল স্বরূপ। এই জীবন লাভ করার পর মানুষ হয় মুক্তির পথ অবলম্বন করতে পারে নতুবা নরকের পথ।

৫.৫.১৫ ঃ মোহান্ধ শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে ? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো।

৫.৫.১৭ ঃ কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে সেই বিপদের দিকে অগ্রসর হতে দিতে পারেন ?

৫.৫ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-২৭ ঃ

ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করা মানুষের কর্তব্য নয়। মানব - জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করা উচিৎ। এই সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁর সেবা করা উচিৎ।

তখন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ করার ফলেই জীব জড় চেতনায় আবদ্ধ হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যধির দুঃখ ভোগ করে। তাই তাদের কর্তব্য অতি উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হয়ে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়ে জীবকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, তার গুরু, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতি হওয়া উচিত নয়। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে উপদেশ দিয়ে, তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে তাঁদের পথপ্রদর্শক এবং নেতাদের গ্রহণ করে, তাঁর সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত জীবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তারও উর্দ্ধে বৈষ্ণবের স্থিতি।

শ্লোক ২৮-৩৫ ঃ

ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারন করে মানব সমাজের মধ্যে অন্ধ, মূক, বধিরের মতো বিচরণ করতেন। তিনি কারো সঙ্গে বাক্যালাপ না করে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করতেন। লোকেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও থুঁতু তাঁর গায়ে ফেলত। কখনো কখনো জনসাধারণেরা পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ অধোবায়ু ত্যাগ ও দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, সারা বিশ্ব ব্যাপী ভ্রমণ করেও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃত্তি গ্রহণ করে এক জায়গায় অবলুণ্ঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে। তাঁর মল-মূত্র এতই সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিক দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল। তিনি সর্বদাই ভগবনের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে সমস্ত যোগসিদ্ধির সমস্ত পদ্ধতি বিভিন্ন যোগীদের প্রদর্শনের জন্যই ভগবান ঋষভদেব বিস্ময়কর কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

আলোচনা - মূলক - বিষয় ঃ-

(PeA)-
- মানব - জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন করা। (১)
- মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে। (২)
- একজন গৃহস্থের দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য যতটা সংগ্রহ করা প্রয়োজন ততটার মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। (৩)
- ভক্তি যোগের অনুশীলন (১০-১৩) / ব্রাহ্মণদের গুণাবলী। (২৪-২৫)

(PrA)-
- স্তমোদ্বার যেষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। (২)
- মানুষ যতক্ষণ কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় জাগতিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়। (৫)
- "প্রতির্ণ যাবৎ ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহ যোগেন তাবৎ"। (৬)
- "পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ মিথুনী ভাবম্ এতম্ তয়োঃ মিথঃ হৃদয় গ্রন্থিম্ আহুঃ"। (৯)
- "পিতা ন সঃ স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ - - - ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্।" (১৮)
- সর্বেশ্বরবাদ বনাম যথার্থ সমদর্শন। (২৬)
- চিজ্জগতে মল এবং মূত্রও সুগন্ধযুক্ত। (৩৩)

(M&M)-
- মূঢ় সভ্যতা মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষাদানে অবহেলা করে। (১)
- যে সভ্যতা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় তা অবশ্যই নিন্দনীয় সভ্যতা। (২৩)
- একজন ব্রাহ্মণের উচিৎ বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপা পরায়ণ হয়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা। (২৪)

৫.৬ ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. ভগবান ঋষভদেব কেন যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন না ?(১)
২. পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার প্রথম কর্তব্য কি ?(৩)
৩. ভগবান ঋষভদেবের অবধূতের মতো আচরণ করার উদ্দেশ্য কি ছিল ?(৬)
৪. বনের আগুনে জীবজন্তুদের দগ্ধ হওয়ার ঋষভদেবের উপস্থিতিতে কি প্রভাব পড়েছিল ?(৮)
৫. রাজা অর্হত এবং তার অনুগামীদের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।(৯-১২)
৬. হিপি দর্শন কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে ?(১০)
৭. ভারতবর্ষের মানুষেরর কেন এত পুণ্যবান ?(১৩)
৮. ভগবান কৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং ঋষভদেব কোন কোন বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?(১৪)
৯. ভগবান কৃষ্ণ অনায়াসে কি দান করেন ?(১৮)
১০. "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন" - এ ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি সাধারন নীতিগুলি তুলে ধরেছেন ?(১৮)

উপমা সমূহ ঃ-

৫.৬.১ ঃ ধূর্ত ব্যাধ যেমন পশুদের ধরার পরেও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে। তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।

৫.৬.৪ ঃ অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গ লাভের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রশ্রয় দিয়ে নিশ্চিতভাবে সেই যোগীকে হত্যা করবে।

৫.৬ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৫ ঃ

যেহেতু মন চঞ্চল এবং নির্ভরতাহীন তাই মনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ। এমনকি উন্নত যোগী সৌভরী ঋষির মন এমনভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। যে তিনি যোগ সিদ্ধির অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিল। চঞ্চল মনের জন্য এমনকি একজন উন্নত যোগীরও অধঃপতন হতে পারে। মন এত চঞ্চল যে প্রকৃত যোগীকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হতে প্ররোচিত করে।

শ্লোক ৬-৮ ঃ

সেই কারণে ভগবান ঋষভদেব যোগীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেহত্যাগের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। দক্ষিণ ভারত বিচরণকালে ভগবান ঋষভদেব কুটকাচলের প্রতিবেশীদের কাছে এসেছিলেন। দাবানলে বন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং ভগবান ঋষভদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৯-১২ ঃ

রাজা অর্হৎ ভগবান ঋষভদেবের লীলাসমূহকে একজন মুক্ত পুরুষ বলে পরিগণিত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মায়াশক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং এই পরিস্থিতিতে জৈন মতবাদের নীতি সমূহ স্থাপন করেন। ভগবান ঋষভদেব ধর্মের মূলনীতির প্রচলন করেন যা মানুষকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। ভগবান ঋষভদেব দেহ ধা রন করেছিলেন কেবল বদ্ধ আত্মাদের মুক্ত করার জন্য।

শ্লোক ১৩-১৯ ঃ

এই পৃথিবীর মধ্যে ভরতবর্ষে সব চাইতে পবিত্র স্থান কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বাসনানুযায়ী দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান ঋষভদেব যোগসিদ্ধিকে পরিত্যাগ করেছিলেন কারণ যোগীরা সিদ্ধিলাভের জন্য লালায়িত। ভক্তিযোগের নিজস্ব সৌন্দর্যতার কারণেই ভক্তগণ তথা কথিত হলেন সমস্ত যোগ সিদ্ধির প্রতি একেবারেই আগ্রহী নন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত যোগ সিদ্ধির অধিকর্তা যিনি তাঁর ভক্তকে সিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। শ্রী শুকদেব গোস্বামী সমাপ্ত করে ঘোষণা করলেন যে, যে কেউ ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ যদি মনোযোগ সহকারে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিশ্চিতভাবে অনন্যভক্তি লাভ করবেন।

আলোচনা মূলক বিষয় ঃ-

(PeA)- মনকে বিশ্বাস না করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। (২-৬)
ভক্তদের কর্তব্য যদি সম্ভব হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা, আলোচনা করা বা শ্রবণ করা উচিৎ। (১৬)

(PrA)- ভগবান যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। (৬)
কলিযুগে অবৈদিক ধর্মসমূহ। (৯-১১)
হিপি দলেরা রাজা অর্হতের বংশধর, যারা ঋষভদেবের কার্যকলাপ অনুকরণ করত। (১০)
ভগবান কৃষ্ণ যদু বংশ থেকেও কুরুবংশের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। (১৮)

(M&M)- কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় অনেকে সমালোচনা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার সুযোগ দিই। (৩)
ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কর্তব্য সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করা। (১৩)

ইউনিট ১৯ খোলা বই মূল্যায়ন

Evaluation

১. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রিয়ব্রতের পরিস্থিতি আলোচনা করুন। এবং কারণ দর্শান কেন তাঁর শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করা অনুচিৎ বা উচিৎ। (অধ্যায় ১ শ্লোক ১-১২) এই পরিস্থিতিতে যুক্ত বৈরাগ্যের নীতির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

Preaching Application

২. ভগবান ঋষভদেবের তাঁর পুত্রদের প্রতি শিক্ষা সমুহের থেকে তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক চিহ্নিত করুন। এবং ব্যক্তিগত ও প্রচারক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক ১-২৭)

তৃতীয় এবং চতুর্থ যে কোন একটি প্রশ্ন নির্বাচন করুন।

৩. কলিযুগে কতিপয় অবৈদিক ধর্ম চিহ্নিত করুন এবং ভগবান ঋষভদেবের কার্য কলাপের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করুন। (৬ ষ্ঠ অধ্যায়ের ৯-১১ নং শ্লোকের দৃষ্টান্ত সমুহ উল্লেখ করুন।)

৪. পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক ২৮-৩৫ এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন পূর্বক ভগবান ঋষভদেবের অবধূত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ থেকে সাধারণ নীতিগুলি চিহ্নিত করুন। ইস্কন ভক্তদের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।

ইউনিট ১৯

Understanding

কার্যকলাপের সারমর্ম উপস্থাপন করুন ঃ-

০ মহারাজ প্রিয়ব্রত এবং মহারাজ অগ্নিধ্র (পঞ্চম স্কন্ধ অধ্যায় ১ এবং ২)

০ ভগবান ঋষভদেব (স্কন্ধ ৫, অধ্যায় ৩-৬)

Prsonal Application

০ পরিবারিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আসক্তি অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত নীতিগুলির প্রয়োগ ব্যাখ্যা করুন। (১.১-৬)

০ "ভগবান আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন সেই পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ" ভগবান ব্রহ্মা এবং প্রভুপাদের এই শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রাসঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করুন। (১.১৫-১৬)

০ রাজা প্রিয়ব্রতের বৈরাগ্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। (১.৩৬)

০ ভক্তি এবং ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি আসক্তি হওয়ার ভারসাম্যতা ব্যাখ্যা করুন। (৩.৭)

০ শুদ্ধ ভক্তির মানদন্ডের প্রতি সম্পর্ক রেখে শ্রীল প্রভুপদের নিম্নের বিবরনগুলির ব্যাখ্যা করুন।

০ ভগবনের মতো পুত্র আকাঙ্খা করাও একপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখ। (৩.১৩)

০ ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে পরেন, তাহলে বারবার জন্মগ্রহন করতে তাঁর কোন আপত্তি থাকে না। (৩.১৩)

০ শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য না নিয়ে সর্বদা ভগবানের সেবা করতে প্রস্তুত থকেন। (৩.১৫)

০ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগনের নিজস্ব ধর্মীয় জীবনে যোগ্যতা উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যখ্যা করুন। (৫.২৪-২৫)

০ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রভুপাদের মন্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন "ভক্তদের কর্তব্য, যদি সম্ভব হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা শ্রীমদ্ভাগবতম পাঠ করা, আলোচনা করা এবং শ্রবণ করা।" (৬.১৬)

Preaching Application

০ বিপরীত লিঙ্গ এবং জড় ঐশ্বর্য কিভাবে একজন পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত করে তা ব্যাখ্যা করুন এই অধ্যায়ের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সমুহ এবং অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র থেকে। (২.৬-৮)

০ জন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীলোকেদের সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (২.২১)

০ ভগবান ঋষভদেবের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রতীক বা লক্ষণগুলি আলোচনা করুন। (৩.১-২)

০ জন সমাজে এবং ইস্কনের প্রাসঙ্গিকতায় ঋষভদেবের আদর্শস্বরূপ নিয়ম ব্যাখ্যা করুন। (৪.৮-১৯)

০ ভগবান ঋষভদেবের সন্তানদের প্রতি শিক্ষা থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকে উল্লেখ করুন এবং ব্যক্তিগত ও প্রচারক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করুন। (৫.১-১৯)

০ ভগবান ঋষভদেবের সন্তানদের প্রতি শিক্ষা থেকে তাৎপর্য পূর্ণ শ্লোক উল্লেখ করুন এবং ব্যক্তিগত ও প্রচারক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করুন। (৫.১০-২৭)

০ কলিযুগে অবৈদিক ধর্মসমুহ আলোচনা করুন এবং ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপের সম্পর্কের সমন্বয়ে সেগুলি আলোচনা করুন। (৬.৯-১১)

Mood and Mission

০ কৃষ্ণভাবনার ক্ষেত্রে প্রকৃত সমাজ বা সংস্থা চালু রাখতে সারা বিশ্বব্যাপী "দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন করা উচিত" এ ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের মন্তব্য ইস্কনের ক্ষেত্রে কতা প্রাসঙ্গিকতা তা আলোচনা করুন। (১.২৪)

Unit 20 মহারাজ ভরত

CANTO 5 CHAPTERS 7-14

Scheduled Reading Assignments

Lesson 1 Reading
Chapters 7 & 8 Overviews
Chapter 7 verses 4-7
Chapter 8 verses 8-31

Lesson 2 Reading
Chapter 9 verses 1-20

Lesson 3 Reading
Chapter 10 verses 1-25

Lesson 4 Reading
Chapters 11 & 12 Overviews
Chapter 11 verses 4-10, 15-17
Chapter 12 verses 12-16

Lesson 5 Reading
Chapters 13 & 14 Overviews

৫.৭ মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১. প্রজা পালনের ক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য কি ? (৪)

২. বৈদিক যজ্ঞ সমূহে কেন অশ্ব এবং গো-এর মতো পশুদের উৎসর্গ করা হত ? (৫)

৩. কতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য ? (৬)

৪. ভরত মহারাজ একজন মহাভাগবত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন ? (৬)

৫. দুর্গাদেবী, ভগবান শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি এবং সূর্যাদি দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিৎ কেন ? (৬)

৬. ''অপূর্ব''- শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (৬)

৭. সূর্য মণ্ডলের আরাধ্য দেবতা কে ? (১৩,১৪)

উপমা সমূহ ঃ-

৫.৭.২ ঃ অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

৫.৭.৬ ঃ আমার যদি কারও পা টিপি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা পায়ের সেবা করি না, যার পা তার সেবা করি। সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমরা যদি তাঁদের সেবা করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ভগবানেরই সেবা করি।

৫.৭.১২ ঃ এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরুণ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

৫.৭ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১-৩ ঃ

তিনি তাঁর পিতা ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তারপর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করে ছিলেন। পূর্বে এই গ্রহে র নাম ছিল অজনাভ, পরে ভরত মহারাজের রাজত্ব কালে এর নাম হয় ভারতবর্ষ।

শ্লোক ৪-৭ ঃ

ভরত মহারাজ ধর্মীয় নীতি সমূহ সম্পাদনের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। এবং তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। কারণ শ্রী ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন এবং নিজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রশান্ত চিত্তের জন্য তিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিমূলক কার্যাকলাপ বৃদ্ধি করেন।

শ্লোক ৮-১৪ ঃ

তিনি রাজকীয় কর্তব্য সমূহ সমাপ্ত করার পর তিনি তাঁর রাজ্য পাঁচ পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করে গণ্ডকী নদীর তীরে পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন। সেখানে তিনি বনের শাকসবজি এবং ফলমূল আহার করতেন এবং যা পেতেন তা দিয়ে ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতেন। এভাবে তিনি বাসুদেবের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং সরাসরি দিব্য ও আনন্দময় জীবন উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। এভাবে উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য কখনো কখনো তাঁর দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার যথা আনন্দাশ্রু এবং রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভগবত প্রেমের লক্ষণ সমূহ দেখা যেত। এটি বোঝা যায় যে যেহেতু সূর্যমণ্ডলে ভগবান নারায়ণ অবস্থান করতেন তাই ঋক্‌বেদের গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের অর্চন করতেন।

আলোচনা - মূলক - বিষয় ঃ-

(PeA)- যতক্ষণ পর্যন্ত জড়জগৎকে ভোগ করার বাসনা থাকে ততক্ষণ মানুষ সুখী হতে পারে না। (১১)

(PrA)- ভারত মহারাজ ভগবনের সন্তুষ্ট বিধানের জন্য দেবতাদের আরাধনা করতেন। (৪-৭)
সূর্য মণ্ডলে নারায়ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করছেন।

৫.৮ ভরত মহারাজের চরিত্র কথা

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ-

১) গর্ভবতী হরিণীটির গর্ভপাত কেন হয়েছিল? (৫)
২) মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? (৭)
৩) বর্ণনা করুন ভক্তের কিভাবে করুণা প্রদর্শন করা উচিৎ? (৭)
৪) মানুষের জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা অসম্ভব কেন? (১০)
৫) ভক্ত কিভাবে মায়ার শিকার হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে? (১৩)
৬) ব্যাখ্যা করুন *আত্মবৎ মন্যতে জগৎ*। (১৬)
৭) যে লক্ষণগুলি দেখে মনে হচ্ছিল মহারাজ ভরত মোহ গ্রস্ত হয়েছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করুন। (২০)
৮) রাজার অধঃপতনের একটি চিহ্ন উল্লেখ করুন। (২১)
৯) গভীর প্রেমের বশীভূত হলে মানুষের কি হয়? (২৩)
১০) কখন একজন ভক্ত তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে? (২৬)
১১) বৃন্দাবনে বসবাসকারী ভক্তরা উদ্দেশ্যগতভাবে পাপকর্ম করলে কি ফল হবে? (২৬)
১২) কেন মহারাজ ভরত পরবর্তী জীবনের বিশেষ বর লাভ করেছিলেন? (২৭)
১৩) যখন ভক্ত ভগবানের দ্বারা দণ্ডিত হন তখন কি ফল হয়? (২৯)
১৪) শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের কার্যকলাপ ও তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ দ্বারা কি শিক্ষা প্রদান করেন? (২৯)
১৫) কখন একজন ভক্তকে দণ্ড পেতে হবে? (৩১)

উপমা সমূহ ঃ --

৫.৮.১৫ ঃ ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হরিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুখিঃত হয়। তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকূল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

৫.৮.১৫ ঃ ভগবানের সেবায় যদি আমাদের আসক্তি হয়, তাহলে আমাদের প্রগতি হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যুবক-যুবতীরা যেমন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনি যেন সেইভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

৫.৮ অধ্যায় রূপরেখা (কথাসার)

শ্লোক ১ -- ৭

একদিন ভরত মহারাজ গণ্ডকী নদীতে যথাবিধি স্নান করে মন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী নদীতে জল পান করতে এসেছে। সহসা সেই হরিণীটি একটি সিংহের গর্জন শুনে, অত্যন্ত ভয়বিহ্বলা হয়ে প্রাণভয়ে লাফ দিয়ে নদী উল্লঙ্ঘন করল; সেই সময় তার গর্ভপাত হওয়ার ফলে শাবকটি জলে পতিত হল এবং হরিণীটি তীরে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করল। মহারাজ ভরত দয়াপরবশ হয়ে, সেই মাতৃহারা অসহায় মৃগ-শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮--- ১৪

তিনি ক্রমশ সেই হরিণ শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং সর্বদা স্নেহভরে তার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শাবকটি যখন একটু বড় হল, তখন সে মহারাজ ভরতের নিত্যসঙ্গী, সেবার বস্তু ও চিন্তার বিষয় হল। সেই মৃগের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তাঁর মন চঞ্চল হয়েছিল এবং তাঁর ভক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্য হেলাভরে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেও, তিনি সেই মৃগটিকে দেখতে না পেয়ে, মহারাজ ভরত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করলেন।

শ্লোক ১৫ -- ৩১

এইভাবে মহারাজ ভরত যখন মৃগটির বিরহে কাতর হয়ে তার অন্বেষণ করছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃগচিন্তায় মগ্ন থেকে প্রাণত্যাগ করায় তিনি পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পারমার্থিক মার্গে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি। তিনি তাঁর বিকর্ম এবং তার ফলে এই অধঃপতনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, মৃগমাতাকে ত্যাগ করে পুনরায় পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন। অবশেষে মৃগ-শরীরে তাঁর কর্ম ক্ষয় হয় এবং যথাসময়ে তিনি হরিণের শরীর থেকে মুক্ত হন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ-

(Und) ভরত মহারাজের জীবনী থেকে ভগবান আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। (১০, ২৯)
ভক্তদের দণ্ড তাঁদের পূর্ব কর্মের জন্য নয়, তা কেবল তাঁদের শুদ্ধ করার জন্য। (২৬, ২৯)

(PeA) লোকদেখানো পূজায় কোন লাভ হয় না। (১৪, ২১)
একটি ছোট ভুলের ফলে পুনরায় ভববন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (৭--৮,১৪, ২৯)
কেউ যদি জেনেশুনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির শিকার হয়, তাহলে তাকে অন্ততপক্ষে একবার দণ্ডভোগ করতে হবে। (২৬,৩১)

(PrA) কুকুর- বেড়ালদের প্রতি আসক্তি একজনকে মৃত্যুর পর সেই প্রকার পশু-শরীর ধারণ করতে বাধ্য করে। (১২)

(M&M / ThA) তাদের জড় চেতনা থেকে চিন্ময় চেতনায় উন্নীত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হউন। (৭--১০)
ইসকন একটি বিনামূল্যের হোটেল নয়। (৩০)

(AMI) মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা অসম্ভব । (৭, ৯--১০)

৫.৯ জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) কর্মবন্ধ ব্যাখ্যা করুন। (৩)
২) কেন জড় ভরত কর্মের নিয়ম নীতিগুলি পালন করতে আগ্রহী ছিলেন না? (৪)
৩) কেন জড় ভরত তাঁর পিতার সমক্ষে মূঢ়ের মতো আচরণ করতেন? (৫)
৪) কার জন্য বৈদিক বিধি বিধান গুলি গুরুত্বপূর্ণ নয় ? (৬)
৫) পশুর সঙ্গে অধঃপতিত মানুষের পার্থক্য কি? (৯--১০)
৬) জড় ভরতের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (৯--১০)
৭) শাশ্বত জীবন লাভের যোগ্যতাগুলি কি কি? (১১)
৮) নিম্নস্তরের মানুষেরা কার উপাসনা করে? (১২)
৯) ১৫নং শ্লোকে স্ব-বিধিনা শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
১০) পাপপূর্ণ আচরণের বিষয়ে কেন শাস্ত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে? (১৫)
১১) বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে কখন হত্যা অনুমোদন করা হয়েছে? (১৭)
১২) কোন ধরনের মানুষ দেবী কালীর সামনে মানুষ বলি দেয়? (১৭)
১৩) কালী ও তাঁর ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করুন। (১৮)
১৪) শুদ্ধ ভক্তের কয়েকটি মহৎ গুণ উল্লেখ করুন। (২০)

উপমা ঃ নেই।

৫.৯ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৮

হরিণের দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি এক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন, এবং সঙ্গ দোষে পাছে পতন হয়, এই ভয়ে তিনি অভক্তের সঙ্গ করতেন না, এমনকি যদি তারা তাঁর পরিবারের সদস্যও হতেন এবং মূক ও বধিরের মতো থাকতেন। মহারাজ ভরত যখন এইভাবে ব্রাহ্মণ শরীরে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে উন্মদ এবং জড় বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি অন্তরে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা স্মরণ এবং কীর্তন করে কালাতিপাত করতেন। যদিও তাঁর পিতা তাঁকে উপনয়ন সংস্কার করে, স্বধর্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা এবং বেদ আদি পাঠ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে উন্মাদ এবং সংস্কারের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৯---২০

তাঁর নীবরতার জন্য, পশুবৎ মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করত, কিন্তু তিনি তা সহ্য করতেন। তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, তাঁর বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় ভায়েরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কদর্য ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা তাঁকে কদর্য আহার দিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও কিছু মনে করতেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তিনি এক সময় গভীর রাত্রে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন, এমন সময় এক দস্যুদের সর্দার তাঁকে ভদ্রকালীর পূজায় বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। ডাকাতেরা যখন ভরত মহারাজকে কালীর সম্মুখে খড়্গের দ্বারা বলি দিতে উদ্যত হল, তখন দেবী ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আসুরিক অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, প্রতিমা থেকে ভীষণ মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের খড়্গের দ্বারা তাদেরই সংহার করে ভক্তকে রক্ষা করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত অভক্তদের অত্যাচার সত্ত্বেও নীরব থাকেন। যে সমস্ত বর্বর এবং দস্যু ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ভগবানই তাদের দণ্ড দেন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PeA, PrA) যিনি কৃষ্ণভাবনায় স্থিত তার আর কর্ম কাণ্ডীয় বিধি বিধান অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। (৪--৬)
ভক্তেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। (১৪, ২০)

(PrA) পরমহংসের স্তর। (১০--১১, ১৪)
কালী মোটেই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করেন না। (১৮)

৫.১০ জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) কেন বৈষ্ণব কোন প্রাণীকেই অসময়ে অথবা অনর্থক বিনষ্ট হতে দেন না? (২)
২) রাজা তাঁর প্রজাদের কোন চার ভাবে শাসন করেন? (৩)
৩) কেন জড় ভরত রাজার বক্রোক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন নাই ? (৬)
৪) তপস্যা করার উদ্দেশ্য কি? (৯)
৫) জড় ভরত জড় আবরণের যে বিকার উল্লেখ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ করুন। (১০)
৬) এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্টের মূল নীতিটি কি? (১১)
৭) আত্ম-উপলব্ধি এবং জ্ঞানের অভাবের ফল কি? (১১)
৮) আমাদের পরবর্তী শরীর কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে, তা বর্ণনা করুন। (১২)
৯) প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভক্ত কিভাবে গ্রহণ করেন? (১৪)
১০) বৈদিক রাজাদের কিছু লক্ষণ বর্ণনা করুন। (১৫)
১১) শুক্ল শব্দটি ব্যাখ্যা করুন। (১৬)
১২) জড় বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগটি বর্ণনা করুন। (২১)
১৩) বৈষ্ণব চরণে অপরাধ থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত হব? (২৪)

উপমা সমূহ ঃ

৫.১০.১২ ঃ সমুদ্রে ভাসমান তৃণের মতো আমরা একত্র হই এবং ঢেউয়ের আঘাতে পর মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হই। এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের সমুদ্রে ভাসছে।

৫.১০.২৪ ঃ বৈষ্ণব অপরাধকে 'হাতি মাতা' অপরাধ বলা হয়। কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাগানকে মত্ত হস্তী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলতে পারে। কেউ ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনক্রমে যদি বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়, তা হলে সবকিছু ধসে পড়বে।

৫.১০.২১ ঃ রাত্রে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা অবশ্যই অলীক, কিন্তু দুঃস্বপ্ন নিঃসন্দেহে দর্শনকারী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। আত্মার শ্রান্তি বাস্তবিক নয়, কিন্তু যতক্ষণ জীব তার দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে এই সমস্ত অলীক স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫.১০.২২ ঃ বলা যেতে পারে যে, গাড়িতে বসে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেনে, তিনি অবশ্যই গাড়ি থেকে ভিন্ন, কিন্তু গাড়িটির কোন ক্ষতি হলে, গাড়িটির মালিকও গাড়িটির প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তির ফলে বেদনা অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে গাড়িটির ক্ষতির সঙ্গে গাড়ির মালিকের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যেহেতু মালিক গাড়িটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সেই সম্পর্কে তিনিও সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন। এই অবস্থার নিরসন করা সম্ভব গাড়িটির প্রতি আসক্তি প্রত্যাহার করার ফলে। তখন গাড়িটির কোন ক্ষতি হলেও মালিক তাতে সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করবেন না। তেমনই, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার কোন প্রকৃত সম্পর্ক নেই, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সে তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে দেহের সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

৫.১০ অধ্যায় সারকথা

শ্লোক ১---৬

সিন্ধু- সৌবীরের রাজা রহূগণ কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিবিকা বহন করার জন্য একজন বাহকের দরকার হয়েছিল। তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত জড় ভরতকেই সেই কার্যের উপযুক্ত বলে মনে করে, বলপূর্বক তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিলেন। অভিমান শূন্য জড় ভরতও তার সেই গর্বোদ্ধত আদেশের কোন প্রতিবাদ না করে, শিবিকা বহন করেছিলেন। কিন্তু শিবিকা বহন করার সময়, পাছে তাঁর পায়ের তলায় কোন পিঁপড়ের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি অতি সাবধানে পা ফেলছিলেন। তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর গতি না মেলায়, শিবিকা আন্দোলিত হতে থাকে। শিবিকারোহী রাজা তার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, কটুবাক্যে জড় ভরতকে তিরস্কার করেন। কিন্তু জড় ভরত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার ফলে, কোন প্রতিবাদ না করে শিবিকা বহন করতে থাকেন।

শ্লোক ৭ --- ২৫

তিনি পূর্বের মতোই চলতে থাকলে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেওয়ার ভয় দেখান। তখন জড় ভরত কথা বলতে শুরু করেন। তিনি রাজার কটূবাক্যের প্রতিবাদ করে গভীর তত্ত্ব কথা শোনান। রাজার তখন চৈতন্যের উদয় হয় ওবং তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে অপরাধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং শ্রদ্ধা সহকারে জড় ভরতের স্তুতি করেন। এখন তিনি জড় ভরতের দার্শনিক বাণীর নিগূঢ় অর্থ জানতে চান, এবং ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হলে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PeA) বৈষ্ণব কখনও কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না অথবা অনর্থক হিংসাত্মক কার্য করেন না। (২)
পরম বৈষ্ণব তাঁর শক্রুরও সুহৃৎ। (৮)
ভক্ত তাঁর প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ভগবানকে দোষারোপ করেন না। (১৪)
বৈষ্ণব অপরাধের গুরুত্ব এবং এর থেকে সংশোধিত হওয়ার উপায়। (১৭, ২৪--২৫)

(Pe, PrA) তাঁর প্রতি রাজা রহূগণের কর্কশ তিরস্কারের জন্য, জড় ভরতের দেওয়া প্রতি উত্তর। (৬--১৪)

(PrA) রজ গুণ ও সত্ত্বগুণের তফাৎ। (৫,৮)

(ThA) অন্য একটি শরীর ধারণ করার পূর্বে প্রত্যেকটি জীবকে সেই শরীরের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ করতে হয়। (২)

(M&M) ভাগবত-ধর্ম প্রচার করার দ্বারা আমরা মানব-সমাজকে পূর্ণ সার্থকতার স্তরে উন্নীত করতে পারি। (১০)

(M&M, ThA) বৈদিক সমাজের ভিত্তি ঃ সাধুরা রাজাকে উপদেশ প্রদান করবেন। (১৫)

(AMI) শুদ্র এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের সমন্বয়ে সম্পাদিত কর্তব্য কর্মে বৈষম্য দেখা দেবে। (৪)

৫.১১ মহারাজ রহুগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) 'অকোবিদঃ কোবিদ বাদ বাদান্' শব্দ সমষ্টির মানে কি? (১)
২) বেদ-বাদীদের কিছু লক্ষণ বর্ণনা করুন। (২)
৩) পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে একজনের কাছে কি বাধা স্বরূপ হয়ে দ্বারায়? (৩)
৪) ব্যাখ্যা করুন কেন পাপ ও পুণ্য কর্ম ভক্তি পথে বাধা স্বরূপ। (৪)
৫) জাগতিক জীবনে মনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। (৫)
৬) যৌগিক পন্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? (৬)
৭) পরা - অবর শব্দটি ব্যাখ্যা করুন। (৭)
৮) দীপের উদাহরণ দিয়ে কিভাবে মনের কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তা বর্ণনা করুন। (৮)
৯) মনের কর্মক্ষেত্রে কি কি কার্যকলাপ ঘটে থাকে? (৯)
১০) জীবের বিভিন্ন প্রকার প্রবণতাগুলি কিভাবে উৎপন্ন হয়? (১১)
১১) নিত্য বদ্ধ কিভাবে মুক্ত হন? (১২)
১২) কোথা থেকে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত হয়? (১৩)
১৪) মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? (১৫)
১৫) মন নিয়ন্ত্রণের তিনটি পন্থা লিপি বদ্ধ করুন। (১৭)

উপমা সমূহ ঃ

৫.১১.৪ ঃ জীবের মন যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তার মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

৫.১১.৮ ঃ দীপের পলতে যখন ঠিক মতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়, এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপিক প্রকাশ পায়।

৫.১১ অধ্যায় কথা সার

শ্লোক ১--১১

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে বলছেন," আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনার জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি পারমার্থিক প্রগতির প্রতিবন্ধক লৌকিক ব্যবহারের বহুমানন করেন না। লৌকিক ব্যবহার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, যা জাগতিক সুখ-সুবিধা বিষয়ক। এই সমস্ত কর্মের দ্বারা কেউ কখনও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত, এবং তার ফলে সে কেবল জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতি এবং শুভ-অশুভ ইত্যাদি জড় বিষয়েরই বিচার করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয় সমূহের নেতা মন জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল জড় জাগতিক কার্যকলাপের বিষয়েই মগ্ন। তার ফলে জীব একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড়-বন্ধন জনিত ক্লেশ ভোগ করে। লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিই হচ্ছে মনোধর্ম। কারোর মন যদি এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এই জড় জগতে আবদ্ধ থাকতে হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেউ কেউ বলেন দ্বাদশ প্রকার। এই একাদশ চিত্তবিকার আবার শত-সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন ব্যক্তিরাই এই সমস্ত মানসিক বিকারের অধীন হয়ে মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্লোক ১২-- ১৭

দুই প্রকার আত্মা রয়েছে----জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মার চরম উপলব্ধিই হচ্ছে বাসুদেব বা কৃষ্ণ। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। কেউ যখন সাধারণ মানুষদের অসৎসঙ্গ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইভাবে জীব সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের কারণ হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্তি। মনকে জয় করতে না পারলে, কখনও জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যদিও মনের কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই, তবুও তার প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মনকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করা উচিৎ নয়। মনকে প্রশ্রয় দিলেই তা এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। জীব যখন ভু লে যায় যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তার একমাত্র ধর্ম, তখন জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার সর্বনাশ হয় এবং সে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের সেবারূপ তরবারির দ্বারা মনকে সংহার করতে হয় (গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ)। (চৈচ ম ১৯/১৫১)

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PrA) বন্ধন ও মুক্তি মনের দ্বারাই ঘটে থাকে। (৪--১০, ১৫--১৭)

(PeA) মনকে জয় করার একটি সহজ অস্ত্র হচ্ছে--উপেক্ষা। (১৭)

(SC) মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯.৯ ভাগ ব্যক্তিই প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়। (১)

৫.১২ মহারাজ রহুগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) কেন রাজা রহুগণ জড় ভরতকে কারণ বিগ্রহায় বলে সম্বোধন করলেন? (১)
২) গুরুদেবের সম্মুখীন হতে হলে তিনটি বিষয় দরকার, সেগুলি কি কি ? (৩)
৩) পূর্ণ জ্ঞানীর লক্ষণ কি? (৫—৬)
৪) অযোগ্য নেতাদের মধ্যে কি কি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়? (৭)
৫) রাষ্ট্র প্রধানেরা যখন ধর্মের অনুশাসন মানেন না তখন কি ফল দ্বারায়? (৭)
৬) আংশিক জ্ঞান ও পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। (৮)
৭) ১০ নং শ্লোকের তাৎপর্যের শেষ অনুচ্ছেদটির সারাংশ দিন।
৮) ব্যাখ্যা করুন "বিনা মহৎ পদরজঃ অভিষেকম্"। (১২)
৯) ব্যাখ্য করুন 'গ্রাম্য বার্তা না কহিবে"। (১৩)
১০) মহারাজ ভরতের পতনের কারণ কি? (১৪)
১১) ১৬নং শ্লোকে কি করণীয় ও অকরণীয় অনুমোদন করা হয়েছে?

উপমা সমূহ ঃ

৫.১২.২ ঃ জড় ভরত মহারাজ রহুগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তা সর্প দংশন থেকে রক্ষাকারী ঔষধের মতো। বৈদিক উপদেশ তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অমৃত ও শীতল জলের মতো।

৫.১২.৬ ঃ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন-- একটি শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল হলেও, তার দেহকে সাজানো হয়েছে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে, সেই অলঙ্কারের ভারে সে ক্লান্তি বোধ করে না এবং তার পিতা মাতাও সেই অলঙ্কার তার দেহ থেকে খুলে নেওয়ার কথা মনে করেন না। দেহের এই সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলি কেবল মনের কল্পনা মাত্র।

৫.১২ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৪

মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে, যিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন, তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তাঁর বাণী শ্রবণ করে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষ। তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। পরে, সেই বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার ফলে, তিনি তাঁকে একে একে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি জড় ভরতের শ্রীপাদপদ্মে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫--১৩

জড় ভরতের উপদেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে না পারার ফলে মহারাজ রহূগণ অখুশী হয়েছিলেন। তাই জড় ভরত আরও স্পষ্টভাবে তাঁর উপদেশের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভূপৃষ্ঠে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাটির বিকার। রাজা তাঁর রাজারূপ দেহের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত কিন্তু সেটিও কেবল একটি পার্থিব বিকার। অভিমানের ফলে রাজা শিবিকা বাহকের প্রতি প্রভু-ভৃত্যের মতো দুর্ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্য জীবেদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ছিলেন। তার ফলে রাজা রহূগণ প্রজাদের রক্ষা করার যোগ্য ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাই তিনি উন্নত স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার উপযুক্তও ছিলেন না। এই জড় জগতে কোন কিছুই নিত্য নয়। শুদ্ধভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনও ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৪--১৬

জড় ভরত তাঁর পূর্ব জন্মের কথা বর্ণনা করে রাজাকে বলেছিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। তাঁর পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জড় ভরত অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, এবং অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার জন্য মূক এবং বধিরের অভিনয় করছিলেন। জড়া প্রকৃতির সঙ্গের প্রভব অত্যন্ত বলবান। বিষয়াসক্ত মানুষদের অসৎ-সঙ্গের প্রভাব এড়ানো যায় কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্--এই নয় প্রকার ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পাওয়া যায় (ভা ৭/৫/২৩)। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মায়ার সঙ্গ থেকে মুক্তি লাভ করে, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PeA) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ২৪ ঘন্টা নিযুক্ত রাখার জন্য। (১৩)
মূর্খ শিষ্য যখনই গুরুদেবকে লঙঘন করে তাঁর স্থান অধিকার করার আকাঙ্খা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয়। (১৪)
ভরত মহারাজ তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। (১৪)

(PrA) দৈহিক ধারণার ভ্রান্তি। (২)
কারো প্রতি শুদ্ধ ভক্তের কৃপা হলেই, তাঁর কাছে পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হন। (১২)
ভগবদ্ভক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না। (১৫)
আমরা যদি সবকিছুর আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারি, তাহলে আর আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে অধ্যয়ন করতে হয় না। (৮--৯)

(SC) কলিযুগে দস্যু-তস্করেরা রাজ্যের শাসক হবে। (৭)

(MM) এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রত্যেকেই কৃষ্ণভাবনামৃত দান করার জন্যই। (১৬)

৫.১৩ রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা ক্রিয়মান কার্যে তিন প্রকার ফল উল্লেখ করুন। (১)

২) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঃ

ক) বনের হিংস্র পশু (২)

খ) মশার দংশন (৩)

গ) ঘূর্ণিবায়ুর ধূলি (৪)

ঘ) অগভীর নদীতে ঝাঁপ (৬)

ঙ) নিদ্রা

৩) জ্যোতির গণনাকে কেন জ্যোতি-শাস্ত্র বলা হয়? (৪)

৪) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে ঃ

ক) অদৃশ্য ঝিল্লী

খ) উলূক

গ) ফল ফুল বিহীন বৃক্ষ (৫)

৫) গন্ধর্বপুরম্ শব্দটি ব্যাখ্যা করুন। (৭)

৬) কিভাবে শত্রুতার সৃষ্টি হয়? (১১)

৭) কোন দুইভাবে বদ্ধজীব প্রতারিত হয়? (১৬)

৮) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে ----

ক) স্ত্রী গর্দভ

খ) পর্বত কন্দরে পতিত হওয়া

গ) পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তি (১৮)

৯) জড় আসক্তির প্রধান ভিত্তি দুটি কি কি ? (২১)

১০) জড় ভরতের কৃপায় মহারাজ রহূগণ কি কি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হয়েছেন? (২২)

উপমা সমূহ ঃ

৫.১৩.২ ঃ অরণ্যে বহু দস্যু এবং ডাকাত, বাঘ এবং শৃগাল রয়েছে। পত্নী এবং সন্তানদের শৃগালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গভীর রাত্রে শৃগালেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে, ঠিক তেমনই এই জড় জগতে পত্নী এবং সন্তানেরা শৃগালের মতো ক্রন্দন করে।

৫.১৩.৩ ঃ স্বর্ণকে আকাশে উল্কার মতো দ্রুতগামী পিশাচীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে যায়।

৫.১৩.৬ ঃ এইভাবে মানুষ জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা দাবানলের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করার মতো। কাউকেই বনে গিয়ে আগুন জ্বালাতে হয় না, দাবানল আপনা থেকেই জ্বালে ওঠে। তেমনই, গৃহস্থ-জীবনে অথবা সংসার-জীবনে কেউই অসুখী হতে চায় না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে বাধ্য হতে হয়।

৫.১৩.৮ ঃ কেউ সমাজে অত্যন্ত মহান অথবা শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্খা করতে পারে, কিন্তু তা ঠিক কণ্টকাকীর্ণ পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টার মতো।

৫.১৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৮

জড় ভরত আলঙ্কারিকভাবে জড় জগতকে একটি অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই অরণ্যে ছটি দস্যু (ষড়েন্দ্রিয়) এবং শৃগাল, নেকড়ে, সিংহ আদি (স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন) বহু মাংসাশী পশু রয়েছে, যারা সর্বদাই পরিবারের কর্তার রক্ত শোষণে উদ্‌গ্রীব। সেই অরণ্যের দস্যু এবং রক্ত-মাংস লোলুপ পশুরা একত্রে মিলিত হয়ে এই জড় জগতে মানুষের শক্তি শোষণ করে। এই অরণ্যে একটি তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর রয়েছে যাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অরণ্যে এসে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে জীব এই জড় জগতে সমাজ, মৈত্রী, প্রেম এবং পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় খোঁজে। সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে সে হিংস্র পশু পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিধি আকাঙ্খার বশে ইতস্তত ধাবিত হয়ে, কঠোর পরিশ্রমে অরণ্য মধ্যেও সে বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। সে ক্ষণস্থায়ী সুখে কখনও মোহিত হয় আবার কখনও তথাকথিত দুঃখে মগ্ন হয়।

শ্লোক ৯--২৬

কখনও সে একটি সর্পের দ্বারা (গভীর নিদ্রা) আক্রান্ত হয় এবং সেই সর্পের দংশনে চেতনা হারিয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়। কখনও সে পরস্ত্রীরূপ মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সে রোগ, শোক এবং শীত ও গ্রীষ্ম আদির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইভাবে এই জড় জগৎরূপী অরণ্যে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে। সুখভোগের আশায় জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে বিষয়াসক্ত মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মরতে হবে। যদিও সে মায়ামুগ্ধ হয়ে কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবুও সে জড় সুখের জন্য লালায়িত হয়। এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। জড় ভরতের কাছে এই উপদেশ শ্রবণ করে, মহারাজ রহূগণের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়েছিল। তখন তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য জড় ভরতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PeA) বিচ্ছিন্নই যদি হতে হয়, তাহলে স্বেচ্ছায় কেন করা হবে না? (৮)
মানুষের বিবাহিত এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ, (১০)
বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। (২৩--২৪)

(PrA) সে কখনই সুখ অনুভব করতে পারে না, তবুও সুখভোগের আশায় সে কঠোর পরিশ্রম করে। (১)
সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ সূর্যদেব দর্শন করছে, এবং সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্তির জন্য। (৪)
প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হতে বাধ্য হতে হয়। (৬)
শুদ্রেরা তাদের ভরণ পোষণের জন্য অন্যের কৃপার উপর নির্ভরশীল। (৬)
গগনচুম্বী অট্টালিকার কল্পনা, মরুভূমিতে বারি বিন্দুর মত। (৭)
শতকরা ৯৯.৯ ভাগ মানুষই পারিবারিক জীবনে অসুখী। (৮)
এই জড় জগতে পারিবারিক জীবন হচ্ছে যৌনসুখ ভোগের একটি সংস্থান। (১৪--১৯)
শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে নিশ্চিতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। (২২, ২৫)

(M&M) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্মৎসর পরিবেশ সৃষ্টি করা। (১১)
কামিনী এবং কাঞ্চন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। (২১)
সারা পৃথিবী জুড়ে বহু ভক্তের প্রয়োজন। (২৫)

(AMI) পত্নী এবং সন্তানদের শৃগালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, (২)

৫.১৪ সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) কি কি ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ আধুনিক শহরগুলিকে অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন? (১)
২) কোন পন্থায় জড় জগতে আরামদায়ক পরিস্থিতিতে থাকা যায়? (২)
৩) কোন দুইভাবে জাগতিক স্ত্রীরা স্বামীর রক্ত চুযে, ব্যাখ্যা করুন। (৩)
৪) কিভাবে জড় জগত মরুভূমির মরীচিকার সঙ্গে তুলনীয়? (৬)
৫) স্বর্ণের মধ্যে কলিকে অবস্থান করতে দেওয়ার জন্য কলি কেন খুশী হয়েছিলেন? (৭)
৬) ১৩নং শ্লোকের তাৎপর্যে একজন প্রকৃত গুরুর যে গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।
৭) রাজকর্মচারীদের কেন রাজ-কুল-রাক্ষস বলে বর্ণনা করা হয়েছে? (১৬)
৮) কৃপণ সম্পর্কে বর্ণনা দিন। (২২)
৯) লক্ষ্মীদেবীকে কেন চঞ্চলা বলা হয়? (২৪)
১০) কেন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্যদের নরাধম বলা হয়েছে? (২৭)
১১) গ্রাম্য-কর্মণা শব্দটির অর্থ কি ? (৩১)
১২) কিভাবে কৃষ্ণবাবনামৃত আন্দোলন আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য এড়িয়ে চলতে পারে? (৩৫)
১৩) রাজর্ষিরা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কেন ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেন নি? (৪০)

উপমা সমূহ ঃ

৫.১৪.১৮ ঃ বিবাহ যজ্ঞকে তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে, এবং জড় জাগতিক কার্যকলা পে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে।

৫.১৪.২০ ঃ নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সাপের মতো। যারা সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রারূপ অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিতক্ত্য শবের মতো পড়ে থাকে। এইভ্যাব বদ্ধ জূব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে।

৫.১৪.৩৮ ঃ সংসার-জীবন মানে হচ্ছে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করা, কিন্তু কখনও কখনও দুঃখের উপশম হওয়ার ফলে আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। কখনও কখনও অপরাধীকে দণ্ডদান করার জন্য নদীর জলে চোবান হয় এবং তারপর ক্ষণিকের জন্য তাকে জল থেকে তুলে আবার তাকে জলে চোবান হয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই সমস্ত করা হয়, দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাকে যখন জল থেকে তোলা হয়, তখন সে সামান্য স্বস্তি লাভ করে।

৫.১৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৮

এই অধ্যায়ে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বণিকেরা কখনও কখনও দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে এবং অধিক লাভে সেগুলি নগরে বিক্রি করে। কিন্তু অরণ্যের পথ সর্বদাই বিপদসঙ্কুল। ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যের দস্যু-তস্কর যারা মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপহরণ করে তাকে অবিদ্যার জালে ফেলে। তার উপরে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র আদি আত্মীয়-স্বজনেরা, যারা হচ্ছে সেই অরণ্যের হিংস্র পশুর মতো। এই সমস্ত হিংস্র পশুর একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষের মাংস খাওয়া। জীব শৃগাল, কুকুর, ইত্যাদি (স্ত্রী-পুত্র) পশুদের তার উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেয়, এবং তারফলে তার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। সংসার-অরণ্যে সকলেই মশার মতো মাৎসর্য পরায়ণ, এবং ইঁদুর, ছুঁচো এত্যাদি প্রাণীরা সর্বদাই সেখানে উৎপাতের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত সত্ত্বেও সে তার সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চায় না, এবং ভবিষ্যতে সুখী হওয়ার আশায় সকাম কর্ম করে চলে।

শ্লোক ৯--১৯

তার কার্যকলাপের সাক্ষী স্বরূপ দিনের বেলায় সূর্য এবং রাত্রে চন্দ্র থাকে এবং দেবতারাও সর্বদাই তার কার্যকলাপের সাক্ষী। এই জড় জগতে বহু ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ রয়েছে। সংসার-জীবনের উৎপাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, জীব তথাকথিত যোগী, সাধু এবং অবতারদের শিকার হয়, যারা কিছু ভেল্‌কিবাজি দেখাতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধজীব জন্ম-জন্মান্তরে সুখভোগের চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারীরা ঠিক মাংসলোলুপ রাক্ষসদের মতো, যারা সরকারের হয়ে প্রচুর কর আদায় করে। এই করের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রমকারী বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে। সকাম কর্মের পথ দুর্গম পর্বতের মতো, এবং কখনও বদ্ধ জীব সেই পর্বত অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় সে কখনও সফল হতে পারে না। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীব অনর্থক তার পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে।

শ্লোক ২০--২৯

জড় জগতে জীবের চারটি প্রধান প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিদ্রা, যার তুলনা করা হয়েছে একটি অজগরের সঙ্গে। নিদ্রিত অবস্থায় সে সংসার-জীবনের ক্লেশ অনুভব করতে পারে না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অভাবগ্রস্ত হয়ে চুরি করে। আপাতদৃষ্টিতে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ভক্তদের সঙ্গ করা সত্ত্বেও সে এই প্রকার অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। এই জড় জগৎ বিভ্রান্তিজনক এবং তা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, শত্রুতা এবং মাৎসর্য সমন্বিত দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে যখন জীবের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন তার চেতনা কলুষিত হয়। সে তখন সর্বদাই স্ত্রীসঙ্গের কথাই কেবল চিন্তা করে। কালরূপী সর্প ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেরই প্রাণ হরণ করে।

শ্লোক ৩০—৪৬

কখনও কখনও বদ্ধ জীব অমোঘ কালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভণ্ডদের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত ভণ্ডেরা তাদের নিজেদের পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, অতএব অন্যদের কিভাবে রক্ষা করবে কি করে? এই সমস্ত ভণ্ডেরা যোগ্য ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে লব্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মৈথুনসুখ চরিতার্থ করা এবং তাই তারা বিধবাদের পর্যন্ত যৌন জীবন যাপনের অধিকার দেবার পক্ষপাতী। তাদের অবস্থা ঠিক অরণ্যের বানরদের মতো। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সংসার-অরণ্য এবং তার দুর্গম পথের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(SC) জড় জগত হল ইন্দ্রি সুখভোগের মহা অরণ্য (১-৪৬)

ইউনিট ২০
খোলা বই মূল্যায়ণ প্রশ্ন

ব্যক্তিগত প্রয়োগ ঃ

১) ভরত মহারাজার পতন থেকে কী কী সাধারণ নীতি পাওয়া যায় এবং এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিজেদের কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করুন। আপনার উত্তরে যথার্থ শ্লোক ও তাৎপর্যের উল্লেখ করুন।

২) মহারাজ রহূগণকে দেওয়া জড় ভরতের শিক্ষার বিষয়গুলি নির্বাচন করুন এবং সেইগুলি আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োগে কিভাবে প্রাসঙ্গিক তার আলোচনা করুন। অধ্যায় ১১ এবং ১২ থেকে যথার্থ শ্লোক এবং তাৎপর্য আপনার উত্তরে উল্লেখ করুন।

প্রচারের প্রয়োগ ঃ

৩) দেবী কালী তাঁর উপাসকদের হত্যা করার ঘটনা থেকে কিছু সাধারণ নীতি উল্লেখ করুন এবং তা প্রচারে কিভাবে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করুন। আপনার উত্তরের প্রেক্ষাপটে অধ্যায় ৯ শ্লোক ১১-২০ এর দৃষ্টান্ত, তাৎপর্য উপস্থাপন করুন।

৪) ১৩ এবং ১৪ অধ্যায় থেকে অন্তত ৪টি বিবরণ চিহ্নিত করুন, যা জনপ্রিয় সাধারণ চিন্তাধারা (আদর্শ, মতামত ইত্যাদি) থেকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী। আপনি কিভাবে এই বক্তব্যগুলিকে অভক্ত শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করবেন যাতে আমাদের নীতি এবং আদর্শের সাথে কোন আপস না হয়।

ইউনিট ২০ পঠন প্রয়োজন ঃ-
এই ইউনিট-এর শেষে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষ হবে

বোধগ্যতা ঃ—

পঞ্চম স্কন্ধের ৭ - ১৪ অধ্যায় এর এক নজরে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করুন, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ এবং জড়ভরত ও মহারাজ রহূগণের মধ্যে আলোচনা।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ ঃ—

ভরত মহারাজের পতন থেকে সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন এবং এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা তাদের কৃষ্ণভাবনামৃতঅনুশীলনের ক্ষেত্রে আলোচনা করুন।

* কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের ক্ষেত্রে উন্নত এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে কর্মকাণ্ড অনুসরণের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন ৯.৪ঞ্চ১৪*

জড়ভরতের তাঁর নিজের ভাতৃদ্বয়ের আচরণ থেকে সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন। এবং সেই নীতিসমূহের প্রাসঙ্গিকতা আপনার কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনের ক্ষেত্রে আলোচনা করুন।

* জড়ভরতের উদাহরণ থেকে কিভাবে ভক্তরা ভগবানের উপর পরিপূর্ণভাবে ভগবানের উপর নির্ভরশীল তা দৃষ্টান্তের সহিত আলোচনা করুন। (9.14-20)

* নিম্নলিখিতগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন ঃ-

(ক) রাজা রহূগণের কর্কশ শব্দে জড়ভরতকে শাসন করার প্রতি জড়ভরতের উত্তর

(খ) জড়ভরতের নিকট থেকে রাজা রহূগণের ক্ষমা ভিক্ষা, (10.24-25) এবং এই ব্যাপারে উভয়ের প্রতি উভয়ের আচরণ।

(গ) রাজা রহূগণের শিবিকা বহনের সময় জড়ভরতের পিপীলিকার ওপর পদক্ষেপ করা থেকে এড়িয়ে চলার গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (10.2)

(ঘ) মন সম্পর্কে জড়ভরতের শিক্ষা থেকে আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োগের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নির্বাচন করুন। (11.4-10 15-17)

(ঙ) জড়ভরতের শিক্ষা এবং গুরুদেবের নিকট আত্মসমর্পনের গুরুত্ব প্রভুপাদের মন্তব্যের ওপর আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োগের প্রাসঙ্গিক দিকগুলি নির্বাচন করুন। (12.12-16)

প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঃ-

ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবদেবীর উপাসনা এবং প্রচার প্রয়োগের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে ভরত মহারাজের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

দেবী কালীর তাঁর উপাসকদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন এবং প্রচার ক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।

জনপ্রিয় সমসাময়িক চিন্তাভাবনা (মূল্য এবং মতামতসমূহ) যা বিপরীত বলে মনে হয় তা ১৩ এবং ১৪নং অধ্যায়ের শ্লোক এবং তাৎপর্য থেকে বিবরণ সমূহ চিহ্নিত করুন।

ব্যাখ্যা করুন কিভাবে এইগুলি অভক্ত শ্রোতাদের সম্মুখে কৌশলতা পূর্বক উপস্থাপন করা যায়, যদিও আমাদের নীতি এবং মূল্যের সঙ্গে আপোষ করে না।

মনোভাব ও উদ্দেশ্য ঃ

এই ব্যাপারে প্রভুপাদের বিবরণসমূহে বৈষ্ণব সহানুভূতির মনোভাব দৃষ্টান্তের সহিত আলোচনা করুন। (8.7-10)

"ইসকন একটি বিনামূল্যের হোটেল নয়" ইসকনের ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের এই মন্তব্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (8.30)

Unit 21 বৈদিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড : ভাগবতমের মহাবিশ্ব জগৎ

Canto 5 Chapters 15-26

Scheduled Reading Assignments

Lesson 1 Reading
Chapters 15-17

Lesson 2 Reading
Chapters 18 & 19

Lesson 3 Reading
Chapters 20-22

Lesson 4 Reading
Chapters 23-25

Lesson 5 Reading
Chapter 26

৫.১৫--২৬ পূর্ব স্বাধ্যায়

৫.১৫ ঃ মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা

১) তালিকা করুন কিভাবে গয় মহারাজ তার প্রজাদের সন্তুষ্ট করতেন (৭, ১১)।

৫.১৬ ঃ জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

২) জম্বুদ্বীপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখিয়ে একটি মানচিত্র অঙ্কন করুন। (৫, ২৯)

৫.১৭ ঃ গঙ্গার অবতরণ

৩) ভগবান সঙ্কর্ষণের প্রতি ভগবান শিবের প্রার্থনার একটি দার্শনিক বক্তব্য সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১৭-২৪)

৫.১৮ ঃ ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

৪) কেন জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে আমাদের ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করা উচিত? (৮)

৫) এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য তিনজন মহাত্মার ভগবানের প্রতি প্রার্থনার দার্শনিক বক্তব্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (১ - ৩৯)

৫.১৯ ঃ জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

৬) কেন দেবতারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে আকাঙ্খা করেন?

৭) তারা কি প্রার্থনা করেন? (২১, ২২, ২৮)

৫.২০ ঃ ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

৮) সংক্ষেপে জম্বুদ্বীপের পারিপার্শ্বিক দ্বীপের, জম্বুদ্বীপের অন্য আটটি বর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাসিন্দাদের জীবনের তুলনা করুন। (১৭.১১ - ১৪, ১৯.১৯ -২১, ২০.৩ - ৫, ১১, ১৬, ২৭)

৫.২১ ঃ সূর্যের গতি বর্ণনা

৯) সূর্যদেবের রথে চক্রের কি তাৎপর্য? চক্রের বিভিন্ন অংশ কি প্রতিনিধিত্ব করে? (১৩)

৫.২২ ঃ গ্রহগণের কক্ষপথ

১০) চন্দ্র কি কি উদ্দেশ্য পূরণ করে?

১১) চন্দ্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন নাম লিখুন। (৯, ১০)

৫.২৩ ঃ শিশুমার - চক্র

১২) সংক্ষেপে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণে ধ্রুবলোকে ভূমিকা বর্ণনা করুন। (২, ৩)

১৩) কতিপয় যোগীরা ভগবানের কোন রূপের ধ্যান করেন? (৪, ৫)

৫.২৪ ঃ পাতাললোকের বর্ণনা

১৪) "জড় অস্তিত্বের এই দোষ"—এই কথার দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ কোন দোষ তার তাৎপর্যে তুলে ধরেছেন? (১৪)

৫.২৫ ঃ ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

১৫) কেন ভগবান অনন্তদেবকে মাঝে মাঝে "তামসী" বলা হয়? (১)

৫.২৬ ঃ নরকের বর্ণনা

১৬) পাঁচটি নরক এবং সেখানে প্রদত্ত শাস্তির বর্ণনা করুন। যেটা আপনাকে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। আপনার নির্বাচনের কারণ প্রদান করুন। (৮ - ৩৬)

১৭) শুকদেব গোস্বামী কিভাবে নরকলোকের এই শাস্তি থেকে মুক্তির পথ বর্ণনা করেছেন? (৩৮, ৩৯)

উপমা সমূহ ঃ

৫.১৫.১৬ ঃ বাগানে ফুলের গাছ তার সুগন্ধি ফুলের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। তেমনই কোন বংশে কেউ যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে সুগন্ধি পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। তার জন্য সমগ্র বংশ বিখ্যাত হয়।

৫.২০.৩-৪ঃ কখনও কখনও যেমন রাজকর্মচারীকে রাষ্ট্রসরকার বলে মনে করা হয়, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রের কোন বিভাগের অধিকর্তা মাত্র, ঠিক তেমনই বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান দেবতারা বিষ্ণুর হয়ে কার্য করেন, যদিও তাঁরা বিষ্ণুর মতো শক্তিমান নন।

৫.২০.১৭ ঃ তাই কেউ যদি দেতাদের পূজা করেন, দেবতারা ভগবানের সেবকরূপে সমস্ত নৈবেদ্য ভগবানের কাছে নিয়ে যান, ঠিক যেমন কর সংগ্রাহক প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে তা সরকারের রাজকোযাগারে নিয়ে যান।

৫.১৫ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৫ ঃ

শুকদেব গোস্বামী ভরত মহারাজের পরও রাজা প্রিয়ব্রতের বংশাবলী সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। যদিও ভরত মহারাজ এর পুত্র সুমতি, তিনি ঋষভদেব প্রদত্ত জীবন্মুক্তির মার্গ অনুসরন করেছিলেন। কিছু মানুষ ভ্রান্তিবশত সুমতিকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে মনে করেছিলেন। তাঁর পর আরও বারটি বংশধরের কথা বললেন, রাজা প্রতীহর কথাও বললেন। যিনি ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন।

শ্লোক ৬--১৩ ঃ

রাজা নক্তের পত্নী দ্রুতির গর্ভে বিখ্যাত রাজর্ষি গয়ের জন্ম হয়। মহারাজ গয় ছিলেন বিষ্ণুর অংশ এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ফলে তিনি মহাপুরুষ উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা এবং সন্তুষ্টি প্রদান করেছিলেন। একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৪--১৬ ঃ

রাজা গয়ের তিনটি পুত্র ছিল, তারপর আরও দশটি বংশধরের বর্ণনা দেওয়ার পর আমরা রাজা বিরাজের কথা জানতে পারি। যাঁর একশত পুত্র ও একটি কন্যা ছিল, যযার নাম ছিল বিষুচী। প্রিয়ব্রতের বংশে রাজা বিরাজ মুকুট সদৃশ বিখ্যাত ছিলেন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(ThA) নাগরিকদের উপর কর ধার্যকারী সরকারের কর্তব্য। (৭)

(PeA / ThA) ব্রাহ্মণরা তাঁদের পূর্ণকর্ম বিতরণ করেন। (১১)

৫.১৬ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৪ ঃ

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের অংশ ভূমণ্ডল, যার বিস্তার যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখা যায়, সেই সম্পর্কে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই বলেছিলেন যে, মহারাজ—প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে, এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্তদ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী আরো সাবধান করে দিয়েছেন যে, কেউই জড় জগতকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না। যা ভগবানের চিন্ময় জগতে এক চতুর্থাংশ এবং জড় জগতে কেউই যথাযথ নয়।

শ্লোক ৫-৭ ঃ

ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো, এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। জম্বুদ্বীপ সেই ফুলের মধ্যে অবস্থিত এবং পদ্মপাতার মতো গোলাকার। এই জম্বুদ্বীপ নয়টি বর্ষ রয়েছে। আটটি সীমানা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে। এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত।

শ্লোক ৮--১০ ঃ

ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত তিনটি করে পর্বত উত্তরে তিনটি বর্ষকে পৃথক করেছে এবং দক্ষিণে তিনটি বর্বকে পৃথক করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত পর্বতগুলি ইলাবৃতের পূর্ব ও পশ্চিমের বর্ষগুলিকে পৃথক করেছে। দক্ষিণে হিমালয় পর্বত এবং ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ করছে।

শ্লোক ১১--২৭ ঃ

সুমেরু পর্বতের চারদিকে চারটি পর্বত মেখলার মতো ঘিরে রয়েছে। এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো, দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর মতো, তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইক্ষুরসের মতো, চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ। প্রত্যেক পর্বতে আমগাছ, জাম গাছ, কদম্ব গাছ, বটবৃক্ষ রয়েছে। সেই গাছ থেকে অমৃতময় মধুর মতো নদীর মতো পতিত হত যারা বাস করতো তাদের জন্য। সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করে তাঁদের দেহে রোমাও বলীরেখা দেখা যায় না তাদের চুল পাকত না। তারা কখন ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ হত না। কুড়িটি পর্বত রয়েছে কেশরের মতো আরও আটটি পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে চতুর্দিকে।

শ্লোক ২৮--২৯ ঃ

ভগবান ব্রহ্মা যেখানে বসবাস করতেন তার নাম ব্রহ্মাপুরী। সেই শহর সুমেরু পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং স্বর্ণনির্মিত। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে অষ্ট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে। কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক চতুর্থাংশ।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(Aut, SC) আধ্যাত্মিক ভৌগলিক জ্ঞান (৩, ৪, ১০)
(PeA, M&M) এই সমস্ত বিষয় কখনই জাগতিক নয়। (৩)
(PrA, M&M) এই জীবনে সুখী এবং পরবর্তী জীবনে প্রস্তুতির জন্য বৈদিক সভ্যতাকে গ্রহণ করতে হবে। (২৪-২৫)

৫.১৭ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৪ ঃ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী এরপর জম্বূদ্বীপের একটি গল্প বলতে লাগলেন, ভগবান শ্রীবিষ্ণু এক সময় বলি মহারাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম বা বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁর দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ত্রিভুবন আবৃত করেন। সেই ছিদ্রপথে কারণ সমুদ্রের জলধারা এক সহস্র যুগ পরে, সেই জলধারাই হচ্ছে পবিত্র গঙ্গানদী, ধ্রুবলোক এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলকে পবিত্র করার জন্য প্রবাহিত হয়। কারণ ধ্রুব এবং ঋষিগণের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই। তাই তাঁরা ভগবানের সেই পাদধৌত জলকে মস্তকে ধারন করেন। তারপর সেই জলকে কোটি কোটি দিব্য যানে করে চন্দ্রলোকে আনা হয়। এবং সুমেরু পর্বতে উপরিভাগে ভগবান ব্রহ্মার লোকেও নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্লোক ৫--১০ ঃ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভুত হয়ে, গঙ্গা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে প্রথমে সুমেরু শিখরে ব্রহ্মপুরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা এখানে সীতা, অলকানন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা এই চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। সীতা শেখর পর্বত এবং গন্ধমাদন পর্বত হয়ে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে মিলিত হয়। চক্ষু শাখা নদীটি মাল্যবান গিরির মধ্য দিয়ে কেতুমালবর্ষ হয়ে পশ্চিমে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভদ্রা শাখা নদীটি সুমেরু, কুমুদ, তারপর নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বতমালা হয়ে, কুরুদেশ দিয়ে লবণ সাগরে পতিত হয়েছে।

শ্লোক ১১--১৪ ঃ

ভারতবর্ষ কর্ম্মের ক্ষেত্র এবং অন্য আটটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগীদের ভোগের স্থান। এই আটটি বর্ষের প্রতিটি অত্যন্ত সুন্দর স্থান এবং স্বর্গবাসীরা সেইখানে বিবিধ আনন্দে বিহার করেন। জম্বূদ্বীপের এই নয়টি বর্ষেই ভগবান নানারূপে প্রকট হয়ে তাঁর কৃপা বিতরণ করেন।

শ্লোক ১৫--২৪ ঃ

ইলাবৃতবর্ষে দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তিনি সেখানে বহু পরিচারিকার দ্বারা সেবিতা তাঁর পত্নী ভবানীর সঙ্গে বিরাজ করেন। যদি অন্য কোন পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে ভবানীর শাপে সেই ব্যক্তি স্ত্রীতে পরিণত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব

বিবিধ স্তবস্তুতির দ্বারা ভগবান সঙ্কর্ষণের ভজনা করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে - 'হে ভগবান দয়া করে আপনি আপনার সমস্ত ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন এবং সমস্ত অভক্তদের সংসার বন্ধনে বেধে রাখুন।'

আলোচ্য বিষয় ঃ

(Pr A) উচ্চতর ইন্দ্রিয় তর্পণ (১২, ১৩)

৫.১৮ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৬ ঃ

ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি হচ্ছেন ভদ্রশ্রবা। তিনি এবং তাঁর সেবকেরা সর্বদা ভগবানের হয়গ্রীব মূর্তির উপাসনা করেন। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন অজ্ঞান নামক অসুর বৈদিক জ্ঞান চুরি করে, তখন ভগবান হয়গ্রীব আবির্ভূত হয়ে তা রক্ষা করেন। তারপর তিনি তা ব্রহ্মাকে দান করেন।

শ্লোক ৭--১৪ ঃ

হরিবর্ষে মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরিবর্ষবাসীর সর্বদা নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ লাভের জন্য।

শ্লোক ১৫--২৩ ঃ

কেতুমালবর্ষে ভগবান হৃষীকেশ কামদেব রূপে প্রকাশিত হন। লক্ষ্মীদেবী এবং সেখানকার দেবতারা দিবারাত্র তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। ষোলকলায় নিজেকে প্রকাশিত করে ভগবান হৃষীকেশই হচ্ছেন সাহস, তেজ এবং বলের একমাত্র কারণ, বদ্ধ জীবদের একটি ত্রুটি হচ্ছে যে তারা সর্বদা ভয়ভীত, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সে তার এই জড় জীবনের ত্রূটি থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২৪--২৯ ঃ

রম্যাকবর্ষে মনু এবং সেখানকার অধিবাসীরা আজও মৎস্যদেবের উপাসনা করেন, মৎস্যদেব, যাঁর রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা এবং সেই হেতু তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরিচালক, হিরন্ময়বর্ষে ভগবান কূর্মমূর্তি ধারণ করে বিরাজমান। অর্যমা এই বর্ষবাসীদের সঙ্গে এই মূর্তির উপাসনা করেন। তেমনই উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান শ্রীহরি বরাহমূর্তি ধারণ করে এই বর্ষবাসীদের পূজা গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(PrA) কৃষ্ণ একমাত্র স্বামী (১৮-২০)

৫.১৯ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৮

কিম্পুরুষ বর্ষে শ্রীরামচন্দ্র যে কিভাবে পূজিত হন, সেই কথা বর্ণিত হয়েছে। কিম্পুরুষবর্ষ বাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বস্ত সেবক হনুমানসহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন। (পরিত্রানায় সাধুনাং.............দুষ্কৃতাম্) ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের সংহার করার জন্য ভগবান যে অবতরণ করেন তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন রামচন্দ্র। ভক্তেরা দিব্য প্রেমে ভগবানকে সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করেন। জন সুখ, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা যার দ্বারা কখনই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না, সেগুলি ভুলে গিয়ে সর্বতোভাবে ভগববানের শরণাগত হওয়া, ভগবান কেবল শরণাগতির দ্বারাই প্রসন্ন হন।

শ্লোক ৯--২০

দেবর্ষি নারদ যখন সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন। সাবর্ণি মনু এবং ভারতবর্ষ বাসীরা, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল এবং আত্মারামদের উপাস্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভারতবর্ষে অন্যান্য বর্ষের মতো বহু নদী ও পর্বত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ এই ভূখণ্ডে বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রচলিত রয়েছে, যা সমাজকে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। বর্ণাশ্রম ধর্মের যে কোন সময়ে পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুশীলনের ফলে ক্রমশ অধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গের ফলে ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং পাপ পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি লাভ হয় তখন ভগবান বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়।

শ্লোক ২১--২৮

ভারতবাসীদের মহিমা স্বর্গলোকেও কীর্তিত হয়। এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকেও ভারতবর্ষের মহিমা অনুরাগ ভরে আলোচনা করা হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে বদ্ধ জীবদের ক্রম বিকাশ হচ্ছে। ব্রহ্মলোকে উন্নীত হতে পারে কিন্তু তাতে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। ভারতবাসীরা নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করে তা হলে মৃত্যুর পর তাদের আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। ভারতবর্ষে উন্নতি সাধনের সুযোগ গ্রহণ না করে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেবতারাও তাঁদের পরবর্তী জন্ম ভারতবর্ষে কামনা করে, যাতে তাঁরা ভক্তসঙ্গ করে ভগবানের সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ২৯--৩১

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের বিষয় বর্ণনা করেছেন। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

আলোচ্য বিষয়ঃ

(M& M) বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৯)
(PeA, PrA) ভগবান রামচন্দ্র তাঁর ভক্তদের তথা মানব সমাজকে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫-৬)

৫.২০ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--২৮ ঃ

জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে লবণ সমুদ্র। দ্বিতীয় দ্বীপের নাম শাল্মলীদ্বীপ। এই দ্বীপ সুরা সমুদ্রে বেষ্টিত। তৃতীয় দ্বীপের নাম কুশদ্বীপ। এই দ্বীপটি ঘৃত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। চতুর্থ দ্বীপটির নাম ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপটি ক্ষীরসমুদ্রে বেষ্টিত, পঞ্চম দ্বীপটির নাম শাকদ্বীপ। এই দ্বীপটি দধি সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ষষ্ঠ দ্বীপ হচ্ছে পুষ্করদ্বীপ যা পূববর্তী দ্বীপটির দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট তা জল সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব । এই দ্বীপটিও সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক একটি বর্ষ এক একটি পুত্রকে দান করেন। সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। প্লক্ষদ্বীপ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীরা যথাক্রমে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, বায়ুদেব এবং ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

শ্লোক ২৯--৩৩ ঃ

ষষ্ঠদ্বীপ রয়েছে যা - দধিসমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তার সমন্বিত। সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত অত্যন্ত স্বাদুজলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অন্তরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্রকে দুই দ্বীপের অধিপতি নিযুক্ত করেন। বর্ষবাসীরা ব্রহ্মারাজী ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩৪--৪২ ঃ

স্বাদুজলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকালোক পর্বত যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে। পুষ্কর দ্বীপের পরে দুটি দ্বীপ রয়েছে তাদের একটি সর্বদা সূর্যকিরণের দ্বারা আলোকিত এবং অন্যটি সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের মাঝখানে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত থেকে একশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ভগবান নারায়ণ তাঁর ষড়ৈশ্বর্য বিস্তার করে এই পর্বতে অবস্থান করেন। লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগে আলোকবর্ষ এবং আলোকবর্ষের পর মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ গন্তব্যস্থান।

শ্লোক ৪৩--৪৬ ঃ

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য অবস্থান করেন। ভূলোক এবং ভুবলোকের মধ্যস্থলে অন্তরীক্ষ। সূর্যগোলক এবং অন্তগোলকের মধ্যে দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (দুইশত কোটি মাইল)। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ করে আকাশকে বিভক্ত করে বলে তার নাম মার্তণ্ড এবং যেহেতু তা

মহত্তত্ত্বের শরীর হিরণ্যগর্ভ থেকে উৎপন্ন। তাই তাকেও বলা হয় হিরণ্যগর্ভ।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(PrA) দেবদেবীদের উপযুক্ত সেবা (৩-৫, ১৫)

৫.২১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৬ ঃ

ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ, তা ভূগোলকের উর্ধ্বে এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে দিন এবং রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সূর্য যখন উত্তরায়ণে ভ্রমণ করে, তখন তার গতি দিনের বেলায় মন্দ এবং রাতে দ্রুত হয়, তার ফলে দিবাভাগের বৃদ্ধি এবং রাত্রির হ্রাস হয়। তেমনই সূর্য যখন দক্ষিণায়ণে ভ্রমণ করে তখন দিনের বেলায় তার গতি দ্রুত এবং রাত্রে মন্দ হয়, এবং তার ফলে দিবাভাগের হ্রাস এবং রাত্রির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সূর্য যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে সিংহ রাশি হয়ে ধনু রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ণ। সূর্য যখন মকর রাশিতে প্রবেশ করে কুম্ভ রাশি হয়ে মিথুন রাশিতে ভ্রমণ করে তখন সেই পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ। সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকে তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়।

শ্লোক ৭--১১ ঃ

মানসোত্তর পর্বতে চার দেবতার নিবাস রয়েছে। সুমেরু পর্বতের পূর্বে ইন্দ্রের পুরী দেবধানী। সুমেরুর দক্ষিণে যমরাজের পুরী সংযমনী, সুমেরুর পশ্চিমে জনের নিয়ন্তা বরুণের পুরী নিমলোচনী এবং সুমেরুর উত্তরে চন্দ্রের পুরী বিভাবরী রয়েছে। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে, এই সমস্ত স্থানে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত এবং রাত্রি হয়। মানুষের দৃষ্টিতে যেখানে সূর্যোদয় হয়, তার উল্টো দিকে সূর্যাস্ত হয়। তেমনই যেখানে মধ্যাহ্ন, তার বিপরীতে মধ্যরাত্রি, সূর্য, চন্দ্র আদি অন্যান্য গ্রহসহ উদিত হয় এবং অস্ত যায়।

শ্লোক ১২--১৯ ঃ

কালচক্র সংবৎসর নামক সূর্যের রথের চাকায় প্রতিষ্ঠিত। সূর্যের রথের সাতটি অশ্ব আছে। অরুণদেব এই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন পরিহিত রথের জোয়ানিতে যোজিত করেন এবং এইভাবে সেই রথ আদিত্যদেবকে বহন করে। ষাট হাজার ঋষি সর্বদা সূর্যদেবের সম্মুখে থেকে তাঁর স্তব করেন। তাদের নাম বালিখিল্য। চোদ্দ জন গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবগণ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি মাসে পৃথক পৃথক কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবের মাধ্যমে পরমাত্মার উপাসনা করেন। এইভাবে সূর্যদেব ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রতিক্ষণে ২৬ হাজার ৪ মাইল বেগে ভ্রমণ করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(Und) সূর্যের কার্যকলাপ। (১-১৯)

৫.২২ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৭ ঃ

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, পরম শক্তিমান সূর্যদেব ধ্রুবলোক এবং সুমেরু পর্বতকে তাঁর দক্ষিণে রেখে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করেন। অথচ সেই সময় আবার তিনি সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে তাঁর বামদিকে রেখে রাশিগণের অভিমুখে অগ্রসর হন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন — কুমোরের ঘূর্ণায়নের চক্রে ছোট ছোট পিপীলিকাদের যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রের গতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায় তেমনই নক্ষত্র এবং রাশিগণ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে দক্ষিণে রেখে কালচক্র ভ্রমণ করে এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে ভ্রমণ করে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্তা সূর্যদেবকে নারায়ণের অংশ বলে মনে করা হয়। তিনি বিশেষ করে তাপ, আলো, ধাতুর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। যোগী ও বর্ণাশ্রমী কর্মীরা অষ্টাঙ্গযোগ এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা সূর্যের অভ্যন্তরস্থ নারায়নের উপাসনা করে নিজেদের কল্যান সাধন করেন। সূর্যদেব তার মন্দ, ক্ষিপ্র ও সমান গতির দ্বারা তিন মণ্ডলকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করেন এবং পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।

শ্লোক ৮--১১ ঃ

সূর্যমণ্ডলের ১০০০০০ যোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ, চন্দ্রের হ্রাস এবং বৃদ্ধি অনুসারে দিবা-রাত্রির বিধান হয়। চন্দ্র শস্যবৃদ্ধিকারী অমৃতময় শীতল কিরণের উৎস, এবং তাই চন্দ্রদেবকে সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। চন্দ্রমণ্ডলের ২০০০০০ যোজন উপরে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। অভিজিৎ আদি এই রকম ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে।

শ্লোক ১২--১৯ ঃ

নক্ষত্রমণ্ডলের ২০০০০০ যোজন ঊর্ধ্বে শুক্রগ্রহ বর্তমান। সর্বদাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের পক্ষে শুভ। শুক্রগ্রহের ২০০০০০ যোজন উপরে বুধগ্রহ যার প্রভাবে কখনও শুভ এবং কখনও অশুভ। বুধগ্রহের ২০০০০০ যোজন ঊর্ধ্বে অঙ্গারক গ্রহ। যার প্রভাব সর্বদাই অশুভ। অঙ্গারকের ২০০০০০ যোজন ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ, যার প্রভাব যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর সর্বদাই অত্যন্ত অনুকূল। বৃহস্পতি গ্রহের ঊর্ধ্বে শনৈশ্চর গ্রহ, যার প্রভাব অত্যন্ত অশুভ। শনির ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল সর্বদা সমগ্র জগতের মঙ্গল চিন্তা করতে করতে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করে।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(Aut) চন্দ্রের বিষয়ে যৌক্তিকতা " সন্দেহ জনক রহস্য"।(৮)

৫.২৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৩ ঃ

এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোক সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ১,৩০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ধ্রুবলোকের গ্রহগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্মের দ্বারা বহু সম্মানিত হয়ে ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। মেধীতে আবদ্ধ বলদের মতো সমগ্র জ্যোতিষচক্র কালের প্রভাবে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে।

শ্লোক ১২--১৯ ঃ

ভগবানের বিরাট রূপের উপাসকেরা এই জ্যোতিষচক্রকে শিশুমার রূপে দর্শন করেন। এই কল্পিত শিশুমার ভগবানের আরেকটি রূপ। এই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ সর্পের মতো কুণ্ডলীভূত। তার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবলোক। শিশুমারের সমগ্র শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় বর্তমান। অন্যান্য নক্ষত্রও শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত। যোগীরা চিত্ত স্থির করার জন্য শিশুমারের উপাসনা করেন। যাকে কুণ্ডলীনি চক্রও বলা হয়। এই রূপের ধ্যান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(Aut) সংশয় আত্মা (৮)

(ThA) বিজ্ঞান...........বলে ভগবান বলে কেউ নেই..........(৩)

৫.২৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৩ ঃ

সূর্যের ১০০০০ যোজন নিম্নে রাহুর বর্ণনা করা হয়েছে। রাহু সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের অধঃদেশে অবস্থিত। রাহু যখন সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে তখন গ্রহণ হয়। ঋজু ও বক্রভাবে রাহুর অবস্থিত অনুসারে সর্বগ্রাস ও অর্ধগ্রাস হয়।

শ্লোক ৪--১৫ ঃ

রাহু গ্রহের ১০০০০০০ যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরদের স্থান, এবং তার নীচে যক্ষলোক ও রক্ষলাক। তার নীচে পৃথিবী এবং ৭০০০০ যোজন নীচে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সমস্ত পাতালকে দৈত্য ও দানবেরা তাদের স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পরবর্তী জন্মের ভয়ে ভীত না হয়ে ইন্দ্রিয় তর্পণে মত্ত থাকে। এই সমস্ত লোকে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না। নাগদের মাথার মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা জরাগ্রস্ত হয় না এবং ব্যধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তারা

ভগবানের কালরাত্রী চক্র ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

শ্লোক ১৬--২৭ ঃ

অতললোকে এক দৈত্যের জৃম্ভনের ফলে, স্বৈরিনী (স্বাধীন), কামিনী (কামোন্মত্ত) এবং পুংশ্চলী (পরপুরুষগামিনী) - এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি হয়। বিতলের নীচে সুতল সেখানে মহাভাগবত বলি মহারাজ বাস করেন। বলি মহারাজের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য ভগবান বামনদেবরূপে তাঁকে কৃপা করেন। ভগবান বলি মহারাজের যজ্ঞে গিয়ে তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন এবং সেই অজুহাতে তিনি তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নেন। বলি মহরাজ সম্মত হলে তার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁকে দ্বারপাল নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ২৮--৩১ ঃ

সুতলের নীচে তলাতল। সেখানে ময়দানব বাস করে। মহাদেবের কৃপায় এই দানব সর্বদা জড় সুখে মত্ত। কিন্তু সে কখনও পরমার্থ সুখ লাভ করতে পারে না। তলাতলের নীচে মহাতল, যেখানে শত সহস্র ফণা বিশিষ্ট সাপেরা বাস করে। মহাতলের নীচে রসাতল এবং তার নীচে পাতাল, যেখানে বাসুকী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাস করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(Und) ভূগর্ভস্থ স্বর্গলোকগুলি (১--৩১)

(PrA) বলি মহারাজের শুদ্ধভক্তি ও ভগবানের প্রতিদান । (১৯--২৭)

৫.২৫ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৬ ঃ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাদেবের অংশী ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের বর্ণনা করেছেন। ভগবান অনন্তদেব যাঁর মূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী। তিনি পাতালের মূলদেশে বিরাজ করেন। তিনি শিবের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজ করে তাঁকে সংহার কার্যে সাহায্য করেন। তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। তিনি অহংকারের অধিষ্ঠাতা। সমস্ত জীবদের আকর্ষণ করেন বলে তাঁকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবান সঙ্কর্ষণের ফণায় সর্ষের মতো বিরাজ করছে। তাঁর ললাট থেকে জগৎ সংহারকারী শক্তি রুদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

শ্লোক ৭--১৫ ঃ

সঙ্কর্ষণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ তাই বহু ভক্ত তাঁর বন্দনা করেন এবং পাতাললোকে সমস্ত সুর, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও মুনি-ঋষিরা সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন এবং তিনিও মধুর বাক্যে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী এবং অত্যন্ত সুন্দর। যে ব্যক্তি সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে সঙ্কর্ষণের মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

আলোচ্য বিষয় ঃ

(PrA) অধ্যাত্মিক ক্রোধ এবং অসহিষ্ণু (৩, ৬)

৫.২৬ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ১--৬ ঃ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? তা বর্ণনা করুন। শুকদেব গোস্বামী বললেন তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাই তাদের কার্যকলাপ তিন প্রকার। শুকদেব গোস্বামী বললেন সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদেব রাজা। তিনি স্বপার্ষদ পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উলঙ্ঘন করে মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তার অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ বিচার করে নরকে

দণ্ডদান করেন।

শ্লোক ৭--৩৬ ঃ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আটাশটি নরকের বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী প্রভৃতি অপহরণ করে, তাকে তামিস্র নামক নরকে যেতে হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রীকে ভোগ করে তাকে অন্ধতামিস্র নামক ভয়ঙ্কর নরকে যেতে হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থেকে যে সমস্ত মুর্খ মানুষেরা জীব হিংসার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণ করে তার রৌরব নামক নরকে এবং পশুর প্রতি হিংসা করে তাকে রুরু নামক এক প্রকার প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। যারা পশু পাখিকে হত্যা করে খায় ও রন্ধন করে তাকে কুম্ভীপাক নামক নরকে নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত তেলে পাক করে। যে ব্রাহ্মণ হত্যা করে তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ভূমি তাম্রময় ও সমতল এবং একটি চুল্লীর মতো উত্তপ্ত। ব্রহ্মঘাতীকে বহু বছর পোড়ানো হয়। যে শাস্ত্রের নিয়ম না মেনে পাষণ্ডীর মত অবলম্বন করে তাকে অসিপত্রবন নরকে নিয়ে যায়। যে সমস্ত রাজপুরুষ অন্যায় বিচার করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের দণ্ড দেয় যমদূতরা তাদের শূকরমুখ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

শ্লোক ৩৭--৪০ ঃ

নরকের বর্ণনা করার পর শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, পূণ্যবান ব্যক্তিরা কিভাবে দেবতাদের আবাসস্থল স্বর্গলোকে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁদের পূণ্যক্ষয় হয়ে গেলে তাঁদের আবার এই মর্ত্যালোকে ফিরে আসতে হয়। তারপর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে ভগবানের বিশ্বরূপ এবং সেই রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। শুরুতে (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করেছেন কিভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের এই বাহ্য শরীরের বর্ণনা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন বা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন তা হলে তাঁর শ্রদ্ধা এবং কৃষ্ণভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। ভক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যা ভক্তের চরম লক্ষ্য এইভাবে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PrA) অবৈধ যৌন সঙ্গ। (২০,২১)

আমাদের স্বর্গ বা নরকের যাওয়ার চেষ্টা না করে, আমাদের প্রকৃত পরিচয়কে জাগৃত করা এবং ভগবৎ ধামে ফিরে যাওয়ার প্রয়াস করা। (৩৭)

(পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত)

ও

ইউনিট ২১ খোলা বই মূল্যায়ণ প্রশ্ন

Unit 21 Open Book Assessment Question

With reference to verses, purports, and class discussions based on Śrīmad-Bhāgavatam Canto Five, Chapters 15 to 26, describe how studying the cosmology of the Bhāgavatam has deepened your understanding that the origin of the Creation is the Supreme Personality of Godhead.

Unit 21 Learning Objective

By the end of the unit, students should be able to describe how studying the cosmology of the Bhāgavatam has deepened their understanding and appreciation of the Supreme Personality of Godhead as the origin of all.

Jambūdvīpa

prepared by cārucandra dāsa for Śrīla Ravīndra Svarūpa Prabhu
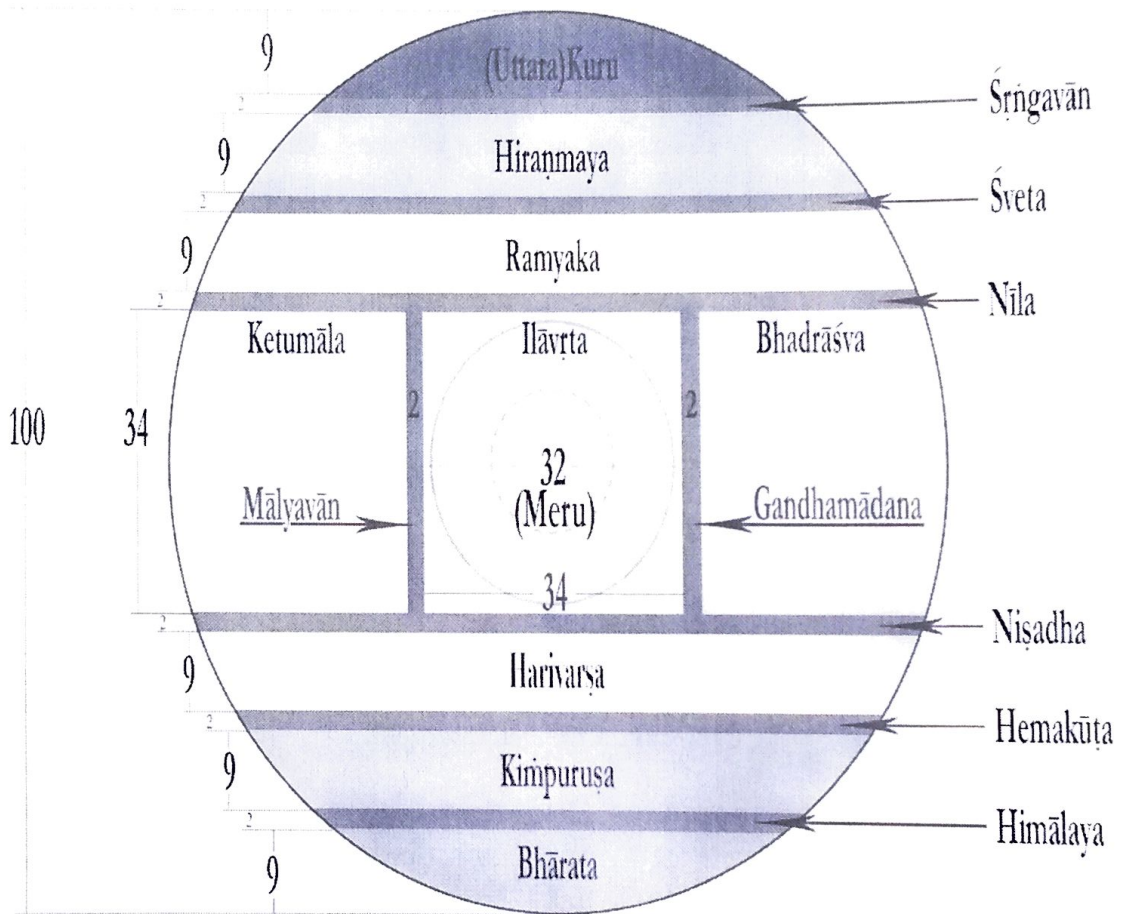
All measurements in thousands of yojanas. (one yojana is equal to approximately 8 miles)

ইউনিট ২২
অজামিল উদ্ধার
নারদমুনি এবং প্রজাপতি দক্ষ
ষষ্ঠ স্কন্ধ অধ্যায় ১ - ৬

নির্দিষ্ট অধ্যয়ন নির্ধারণ :

পাঠ ১ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১

পাঠ ২ অধ্যয়ন
অধ্যায় ২

পাঠ ৩ অধ্যয়ন
অধ্যায় ৩

পাঠ ৪ অধ্যয়ন
অধ্যায় ৪

পাঠ ৫ অধ্যয়ন
অধ্যায় ৫
অধ্যায় ৬ (অতিরিক্ত)

৬.১ অজামিলের উপাখ্যান

প্রাথমিক স্বাধ্যায় (পূর্ব-স্বাধ্যায়)

১. সংসৃতি এবং অপসংসৃতির সংজ্ঞা দল। (১)
২. পাপসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কেন শুকদেব গোস্বামী প্রথমে ভক্তিযোগের কথা উল্লেখ করেন নি? (৭)
৩. "পর-দুঃখ-দুঃখী" অর্থ ব্যাখ্যা করুন (৭)
৪. কিভাবে কেউ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারণ করেন? (৮)
৫. প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতিকে কেন অল্পত্ব / স্বল্পমূল্যে বলে বিবেচনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। (৮)
৬. 'তপঃ' এবং তপঃ এর প্রকার সম্বন্ধে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? (১৩)
৭. ব্রহ্মচর্যের আটটি অঙ্গের ও তালিকা দিন। (১৩)
৮. প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধের সংজ্ঞা দিন। (১৫)
৯. কেন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিৎ। (১৭)
১০. তিনজন যমদূত কেন এসেছিলেন? (২৯)
১১. বিষ্ণুদূতেরা হেসেছিলেন কেন? (৩৭)
১২. ধর্মের সংজ্ঞা দিন। (৪০)
১৩. স্বয়ং জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী কারা? (৪২)
১৪. তিন প্রকার ভিন্ন জীবনের অবস্থার তালিকা দিন। (৪৬)
১৫. সাত্ত্বিক স্তরে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির পক্ষে কি বোধগম্য করা সম্ভব? (৪৯)
১৬. সিদ্ধ , সিদ্ধ - সত্তমৈ এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। (৩৩)

উপমাসমূহ ঃ—

৬.১.৮ অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসা করেন, তেমনই পাপের মহত্ত্ব এবং অল্পত্ব বিবেচনা করে সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।

৬.১.১০ তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীস্নানের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী স্নান করার পর ডাঙ্গায় উঠে এসেই তার মাথায় এবং গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করে।

৬.১.১৩-১৪ সেই পাপগুলি বাঁশ ঝাড়ের নীচে শুকনো পাতার মতো, সেগুলি আগুনে পোড়ানো হলেও তাদের মূল থেকে প্রথম সুযোগেই আবার সেই পাতাগুলি গজাতে থাকে।

৬.১.১৫ কুয়াশা যেহেতু সমস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে না, তাই সূর্যকে কেবলমাত্র তার সেই কিরণ বিতরণের থেকে অধিক আর কিছু করতে হয় না। তার আগেই কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। তেমনই অল্পমাত্রায় ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মাত্রই পাপরূপ কুয়াশা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

৬.১.১৮ হে রাজন! সুরাভাণ্ড যেমন বহু নদীর জলে ধৌত করলেও শুদ্ধ হয় না। তেমনই অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তের পন্থার দ্বারা অভক্ত পবিত্র হতে পারে না।

৬.১.৫২ একটি রেশম গুটি পোকার মতো, যে তার মুখনিঃসৃত লালা দিয়ে কোষ নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনই তার নিজের কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না।

৬.১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ঃ ১ -১৯

মহারাজ পরীক্ষিত এখন শুকদেব গোস্বামীর নিকট থেকে জানতে চাইছেন কিভাবে মানবজাতি নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে (যা পঞ্চম স্কন্ধের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে)। শুকদেব গোস্বামী প্রত্যুত্তরে বললেন যে যদি মানুষ অতীত পাপকর্মের ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে তাকে নিশ্চিৎভাবে অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়শ্চিত্তের গুরুত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্নে বলা হয়েছে যে যখন কারো পাপ করার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয় তখন এমনকি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও পুনরায় সে পাপকর্মে পতিত হয়। শুকদেব গোস্বামী প্রত্যুত্তরে বলেন যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত মানুষের পাপ কর্মসমূহকে নিষ্ক্রিয় করলেও যদি না সে পরম সত্য সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে সে পাপময় বাসনাসমূহ উৎপাটন করতে পারে না, তারপর শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে একজন ভক্তের যোগ্যতাসমূহ, শক্তি এবং শুদ্ধভক্তিযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

শ্লোক ঃ ২০-৩১

শুকদেব গোস্বামী অধঃপতিত ব্রাহ্মণ অজামিল সম্পর্কে একটি গল্প বলেন যিনি একজন বেশ্যাকে বিবাহ করেছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে যমদূতেরা এসেই তাঁকে রশ্মিতে টেনে নিয়ে যাবেন তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে নারায়ণ নাম ধরে জোরে ডাকতে লাগলেন। যদিও অজামিল তাঁর পুত্রের সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, তথাপি বিষ্ণুদূতেরা একজন মৃতপ্রায় মানুষের কাছ থেকে তাঁদের প্রভুর নাম শুনে তৎক্ষণাৎ সেস্থানে উপস্থিত হলেন এবং যমদূতেরা অজামিলের আত্মাকে টেনে নিয়ে যেতে নিষেধ করলেন।

শ্লোক ঃ ৩২-৫৫

যমদূতগণ বিষ্ণুদূতদের দিব্যশক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, তাই পরবর্তী পর্যায়ে যখন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল তখন যমদূতেরা ধর্মের নীতিসমূহ, জড়া প্রকৃতির কর্মসমূহ এবং কর্মের নিয়মাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কেন বিষ্ণুদূতেরা তাদের প্রভু যমরাজের কার্যে বাধা প্রদান করছিলেন।

শ্লোক ঃ ৫৬ - ৬৮

যমদূতেরা এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অনুমান করেছিলেন যে তিনি ধর্মীয় পরিস্থিতিতেই জীবন সূচনা করেছিলেন, কিন্তু কামানলের দ্বারা পরাভূত হয়ে পতিত হন। এবং সবচাইতে জঘন্য পাপ কর্মসমূহে নিমগ্ন হয়ে বহু বৎসর তাঁর কর্তব্যকর্ম সমূহকে অবহেলা পূর্বক অতিবাহিত করেন। যেহেতু অজামিল তাঁর পাপময় জীবনের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নি তাই যমদূতেরা অজামিলকে উপযুক্ত শাস্তি তথা সংশোধনের জন্য যমরাজার নিকট নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আলোচনা মূলক বিষয় সমূহ ঃ

(PeA) তিনি প্রতিবাদ করেন না..................“এটি কৃষ্ণের কৃপা”...........এইটিই সাফল্যের চাবিকাঠি। (১৬)

“অপবিত্র এবং পাপপূর্ণ পুরুষ অথবা স্ত্রীর রান্না করা খাবার অত্যন্ত সংক্রামক। (৬৭)

(PeA, PrA, ThA) “অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের প্রভাবে সমগ্র সমাজ কলুষিত হয়ে উঠবে।” (২২)

(M&M) “কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের উদ্ধার করা।” (৬)

কেউ যখন কারো প্রতিনিধিত্য করে, তখন সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অবগত হওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। (৩৮)

ইন্দ্রিয় সুখভোগের চুক্তি করে মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা না করে, কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই শিক্ষা প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। (৫৪)

(AMI) প্রাণদণ্ডের প্রয়োগ (৮, ৬৮)

৬.২ বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

প্রাথমিক অধ্যয়ন (পূর্ব স্বাধ্যায়)

১. সংক্ষেপে বর্ণনা করুন একজন সরকারী নেতা কিভাবে তার প্রজাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। (৩)
২. অজামিলকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের বাধা দিয়েছিলেন কেন? (৭)
৩. কেন অজামিলের নামোচ্চারণকে অপরাধ প্রবণ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল না? (৮)
৪. ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণের মাধ্যমে যে কেউ কোন অতিরিক্ত উপকার লাভ করতে পারে, যা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করার ফলেও লাভ করা যায় না? (১১)
৫. প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতির ত্রুটি ব্যাখ্যা করুন। (১২)
৬. ঔষধ গ্রহণের সঙ্গে হরে কৃষ্ণ উচ্চারণের উপমা ব্যাখ্যা করুন। (১৯)
৭. বৈষ্ণবদের কি কারণে বিষ্ণুদূত বলে অভিহিত করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন। (১৯)
৮. অজামিলের নিকট থেকে কেন বিষ্ণুদূতেরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন? (২৩)
৯. পরো ধর্মঃ কি? (২৫)
১০. বৈদিক সভ্যতায় যে পাঁচ প্রকার প্রাণীদের বিশেষভাবে রক্ষনাবেক্ষণ দরকার তাদের তালিকা দিন। (২৮)
১১. আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভক্তিহীন পদ্ধতিসমূহ কেন পুরোপুরি অকার্যকরী হয়? (৪৬)

উপমাসমূহ ঃ—
৬.২৭ বিবশ হয়ে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের দিব্য নাম কীর্ত্তন করে, তাহলে সিংহের গর্জনের ফলে পশুরা যেভাবে পালিয়ে যায়, সেই সেইভাবে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়।

৬.২.১৮ অগ্নি যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাতসারে উত্তম শ্লোক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

৬.২.১৯ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে, অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তাহলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওষুধের শক্তি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তেমনই, ভগবানের দিব্য নাম কীর্ত্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।

এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট তত্ত্ব ঃ কেউ যদি সাপের বিষদাঁত ভেঙে দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে যদি সেই সাপটি বারবার দংশনও করে, তাহলে কোন প্রকার বিষক্রিয়া হয় না। তেমনই ভক্ত যদি একবারও নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তন করেন। তাহলে তা তাঁকে অনন্ত কাল রক্ষা করবে।

৬.২ অধ্যায় ঃ একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১ - ২১

বিষ্ণুদূতগণ যমদূতদের প্রভুর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না করার ফলে দোষারোপ করেছিলেন। যমদূতগণ একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের মানসে যে স্থানে ধর্ম রক্ষনাবেক্ষণের প্রয়োজন তা না করে অধর্মের প্রবর্তন করে নাগরিকদের প্রকৃত নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। বিষ্ণুদূতগণ বর্ণনা করেছিলেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি ঔষধের প্রকৃত গুণাবলী বা শক্তি না জেনে গ্রহণ করলেও যেরূপ ঔষধ রোগীর আরোগ্য প্রদানে সমর্থ হয় সেরূপ যদি কেউ ঠাট্টাচ্ছলে বা অবহেলাক্রমে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে তাহলে, নাম এত শক্তিশালী যে তা হৃদয়ের সমস্ত পাপ উৎপাটন করে, সেই কারণে অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তের আর কি প্রয়োজন? বিষ্ণুদূতদের নিকট একথা শোনার পর যমদূতেরা যমরাজের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ঃ ২২ - ৩৯

অজামিল এভাবে কঠোর শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে বিষ্ণুদূতদের প্রণতি নিবেদন করলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলতে যাওয়ার পূর্বেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী পাপময় কার্যকলাপের জন্য ও কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্য অনুতপ্ত হলেন। পূর্বে ভক্তিযোগ অবলম্বনের ফলে তিনি এই কৃপা লাভ করলেন এইরূপ উপলব্ধি করে, তিনি আমি, "আমার" ধারনা প্রত্যাখ্যান করে পাপময় কর্মসমূহকে পরিত্যাগ করে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে যোগ্যতাসমূহ প্রয়োজন তা অনুশীলনে নিমগ্ন হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলেন।

শ্লোক ঃ ৪০ - ৪৯

সম্পূর্ণভাবে ভক্তিযোগ সাধনে নিমগ্ন হওয়ার জন্য অজামিল হরিদ্বারে এলেন এবং যখন তিনি এই ভক্তিযোগ পদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করলেন এখন তিনি পুনরায় সেই চারজন দিব্যপুরুষকে দর্শন করলেন যাঁরা তাঁকে নারকীয় হিংস্র প্রাণীদের থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেই সেই দিব্য পুরুষগণ তাঁকে জড় দেহ থেকে মুক্ত করে স্বর্ননির্মিত বিমানে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনের মধ্যে এই লীলার বিবরণ আবদ্ধ করে ভগবানের দিব্য নাম নিরাপরাধে ও বিশ্বাসপূর্ণভাবে কীর্ত্তনে দৃঢ়ভাবে অনুশীলনে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ এবং এইভাবে জীবনের সিদ্ধি অর্জন করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(PeA) যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে নারায়ন, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে যুক্ত, তাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিৎ, যে পূর্বে তাদের অবস্থা কি রকম ছিল এবং এখন কিরকম হয়েছে"। (৩৪)

(M&M) দুর্ভাগ্যবশত, গণতন্ত্রের নামে কতকগুলি চোর এবং বদমাস অন্য কতকগুলি চোর এবং বদমাশকে ভোট দিয়ে সরকারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করছে। (৩)

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব সমাজে প্রকৃত পরিচালনার পন্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে। (৪)

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যাকলাপের উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্যই নয়, অন্যদের জন্যও। যে কেবল নিজের মুক্তির জন্যই আগ্রহী তার অপেক্ষা যে ভক্ত অন্যদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনি অনেক উন্নত। (৩৭)

(SC) এই কলিযুগে যারা আদালতে অর্থব্যয় করতে পারবে না, তারা বিচার পাবে না। (২)

৬.৩ যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ

প্রাথমিকভাবে স্বাধ্যায় ঃ-(পূর্ব স্বাধ্যায়)

১) যমদূতেরা যমরাজকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার তালিকা দিন। (৪)
২) জগতে যদি বহু বিচারক থাকে তাহলে কি সমস্যা উত্থিত হতে পারে? (৫)
৩) যমদূতদের প্রতি যমরাজ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কেন? (১১)
৪) কারা কারা যমরাজের নিয়ন্ত্রাধীনে আছেন? (১২)
৫) ভগবান কিভাবে মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন? (১৩)
৬) "বেদ-বাদ-রতাঃ" বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। (১৯)
৭) ধর্মের প্রকৃত নিয়মাবলী কারা জানেন? (২০)
৮) ভাগবত-ধর্ম কী এবং কিভাবে একজন তা বুঝতে পারেন? (২০)
৯) সংকীর্তন এবং বিগ্রহ অর্চন বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কি নির্দেশ দিয়েছেন? (২৫)
১০) যমরাজ শাস্তি দেওয়ার জন্য কাদের তাঁর নিকট ধরে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন? (২৮, ২৯)

<u>উপমাসমূহ ঃ—</u>

৬.৩.১২ বস্ত্রে সূত্রের মতো এই বিশ্ব তাতে ওতোপ্রতোভাবে অবস্থিত। বলদ যেমন নাসিকা-সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎ তেমনই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

৬.৩.১৩ গরুর গাড়ীর চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বার বলদদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই ভগবান বেদবাক্যরূপী রজ্জুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন।

৬.৩.১৬ সেই সম্পর্কে চক্ষু এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। অঙ্গগুলি যদি দেখতে পেত, তাহলে তারা চক্ষুর সহায়তা ব্যতীতই হাঁটতে পারত, কিন্তু তা অসম্ভব। যদিও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দেখা যায় না, তবুও তাঁর পরিচালনা আবশ্যক।

৬.৩ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ঃ ১ - ১০

যমরাজ যিনি সমস্ত জীবের ধর্মাধর্মের বিচারক তাঁর নিকট থেকে স্পষ্টভাবে হতাশা গ্রস্থ পরিকল্পনার কথা শুনে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এই অভূতপূর্ব ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করলেন। যমদূতেরা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন এই জগতে কতজন শাসনকর্তা রয়েছেন এবং আরো জানতে চাইলেন কিভাবে এই বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে যেখানে বিরোধী কর্তৃপক্ষসমূহ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যমূলক বিচার প্রদর্শন করেন। এইভাবে বিচারক হিসাবে যমরাজের সিদ্ধান্তে সন্দেহ পোষণ করে যমদূতগণ তাঁকে বললেন যে অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করার কারনে দিব্য পুরুষগণ তাঁকে সঙ্গ দান করে রশ্মি ছিন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ঃ ১১ - ২১

যমরাজ তাঁর দূতদের মুখ থেকে পবিত্র ভগবান নারায়নের নাম উচ্চারণ করতে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং এভাবে ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলেন যে প্রকৃতপথে এই জগতে সকলের একজনই পরম নিয়ন্তা রয়েছেন যিনি হলেন ভগবান নারায়ণ। সবকিছুই তাঁর উপর অধিষ্ঠিত এবং ইচ্ছার প্রভাবেই সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে তাই এমনকি যদি কেউ সত্ত্বগুণেও অধিষ্ঠিত হয় তথাপি তাঁকে বুঝতে পারা একটি কঠিন ব্যাপার। যাঁরা এই সমস্ত নীতি অবগত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ভাগ্যবান তাঁরাই তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ঃ ২২ - ২৯

তারা যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে যমরাজ ভক্তিযোগ বিশেযত সংকীর্ত্তন পদ্ধতির গুণকীর্তন এবং অনুমোদন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর দূতদের আদেশ দিলেন যে যারা শ্রীভগবৎ পাদপদ্মের মধূ কদাপি আস্বাদন করেননি তাদেরকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ধরে আনতে বললেন আর বৈষ্ণবদের নিকট যেতে একেবারেই নিষেধ করলেন।

শ্লোক ঃ ৩০ - ৩৫

যমরাজ তাঁর দূতদের এভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর দূতদের ত্রুটিকে নিজের ত্রুটি বলে বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শুকদেব গোস্বামী আবার সংকীর্ত্তন আন্দোলনের গুণকীর্তন করলেন। তাই এখন যমদূতেরা ভক্তকে দর্শন করলে কাছে যাওয়া তো দূরের কথা ভয়ে পলায়ন করেন।

<u>আলোচনামূলক বিষয় সমূহ ঃ—</u>

(PeA) পাপময় প্রতিক্রিয়াসমূহ থেকে নিষ্কৃতি হওয়ার জন্য হরেকৃষ্ণ কীর্তন করা উচিৎ। (৩১)
এমনকি বিশ্বযুদ্ধের ঘটনায়ও পরমেশ্বর ভগবানের সুরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া উচিৎ। (১৮)
কোন প্রতিষ্ঠানের সেবক যদি ভুল করে তাহলে প্রতিষ্ঠানাটিকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। (৩০)

(PrA) সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ (২১)
যমদূতদের নিকট একজন কৃষ্ণভক্ত বিপজ্জনক। (৩৪)

(AMI) যমদূতদের পরাজয়ে তাদের প্রভু তাদের রক্ষা করতে পারেন নি, এরকম প্রভুর সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। (৪)

(M&M) বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের চাইতে সংকীর্ত্তন যজ্ঞ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (২৫)

৬.৪ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) আধুনিক চন্দ্র অভিযানের দাবী সমূহকে শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে প্রতিবাদ করেন? (৬)
২) কিভাবে সোম প্রচেতাদের দগ্ধিভূত বনস্পতির নিবারণে প্রত্যয় উৎপাদন করেছিলেন? (৮)
৩) ১৩নং শ্লোকে সোম কি আধ্যাত্মিক যুক্তি প্রদান করেন? (১৩)
৪) দক্ষের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (১৭)
৫) ভগবৎ উপলব্ধির দুইটি স্তর কি কি?
৬) কোন পদ্ধতির দ্বারা আমরা ভগবত দর্শনে সমর্থ হব? (২৬ - ২৮)
৭) "তাপ - কারী" শব্দের ব্যাখ্যা করুন। (২৮)
৮) কেন বহু প্রকারের দর্শন রয়েছে ? (৩১)
৯) সাংখ্যবাদীদের দর্শন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৩২)
১০) অনাম শব্দের অর্থ কি? কোন যুক্তিতে ভগবান অনাম? (৩৩)
১১) পঞ্চোপাসনা কি? (৩৪)
১২) অধম, মধ্যম এবং উত্তম এই তিন শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা দিন। (৩৪)
১৩) বিভূতির সংজ্ঞা দিন। (৪৫)
১৪) যারা নাস্তিক তারা কিভাবে ভগবানের দর্শন পেতে পারে? (৪৬)
১৫) ভগবান ব্রহ্মার তপস্যার ফল কি ছিল? (৫০)
১৬) কেন একজনকে অবৈধ যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকা উচিত? (৫২)

উপমাসমূহ ঃ

৬.৪.২৪ যেমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মচারীরা যার অধীনে কাজ করছে, সেই প্রধান কর্মাধ্যক্ষকে দেখতে পায় না। তেমনি বদ্ধজীবেরা তাদের দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান তাদের পরম সখাকে দেখতে পায় না।

৬.৪.৩৪ বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধ বিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই বর্ণবিশিষ্ট হয় তেমনি ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিম্ন স্তরের উপাসনা মার্গে, তাঁর আদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে দেবতারূপে প্রকাশিত হন।

৬.৪ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ঃ ১-১৭

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করে স্বায়ম্ভুব মধুর রাজত্বকালে বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলতে বললেন এবং ভগবানের সেই শক্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন যার দ্বারা তিনি গৌণ সৃষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী জানালেন যে প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র প্রচেতারা যখন তপস্যা সম্পাদনের জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন, তখন এই পৃথিবী গ্রহ রাজার অনুপস্থিতিতে অবহেলিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বহু আগাছা এবং অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি জন্ম গ্রহণ করার কারণে কোন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছিল না। সমস্ত ভূমি অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। যখন প্রচেতাগণ সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন সারা জগৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ হয়েছে। তখন তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পরিস্থিতি সংশোধনের নিমিত্ত সমস্ত বৃক্ষরাজিকে ধ্বংস করতে মনস্ত করলেন। এইভাবে প্রচেতাগণ সমস্ত বৃক্ষরাজিকে ভস্মে পরিণত করার জন্য বায়ু এবং অগ্নি সৃষ্টি করলেন। চন্দ্ররাজা সোম এবং বনস্পতির রাজা প্রচেতাদের বৃক্ষাদি ধ্বংস করতে নিষেধ করলেন যেহেতু বৃক্ষসমূহ সমস্ত জীবের জন্য ফল, ফুল প্রভৃতির উৎস। কেবলমাত্র প্রচেতাদের সন্তোষ বিধানের জন্য সোম তাদেরকে প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার একটি সুন্দর কন্যা প্রদান করলেন। সমস্ত প্রচেতাদের সহিত সেই কন্যার মিলনে দক্ষ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ঃ ১৮ - ৩৪

দক্ষ তাঁর মন থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রজা সৃষ্টি করলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি তপস্যা সম্পাদনের জন্য মনস্থ করলেন যাতে করে তিনি তাঁর দায়িত্ব যথোপযুক্তভাবে সমাপ্ত করতে পারেন। তিনি হংসগুহ্য প্রার্থনা উচ্চারণ করলেই ভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

শ্লোক ঃ ৩৫ - ৫৪

দক্ষের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান অষ্টভুজ ধারণপূর্বক সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দক্ষের নিকট আবির্ভূত হলেন। দক্ষ দণ্ডবৎ হলেন কিন্তু তিনি এত বেশী আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন যে কোন কথা পর্যন্ত বলতে পারেন নি। পরমেশ্বর ভগবান দক্ষের হৃদয় বুঝতে পেরে তাকে সম্ভাষণ করেছিলেন, কারণ তিনি বিভিন্ন প্রজাসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তপস্যা দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সেই সুন্দর অষ্টভুজ সমন্বিত ভগবান তখন বললেন কিভাবে ভগবান ব্রহ্মা সেইরূপ তপস্যা করেছিলেন এবং ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিলেন। ভগবান তখন দক্ষকে অসিক্লী নামক উপযুক্ত পত্নী প্রদান করলেন যিনি শত শত সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলেন।

<u>আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ—</u>

(Und) দুই ধরনের দার্শনিক রয়েছেন - নিরাকার ও সাকার (৩২)

(PeA) ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে ভক্তগণ প্রচারকালে ক্রোধ প্রকাশ করবে না। (৫)

ভগবৎ কৃপার প্রভাবে তপস্যা দ্বারা আমরা অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারি। (৫০)

(AMI) শস্য এবং নিম্নস্তরের জীবজন্তুসমূহ মানুষের খাদ্য। (৯)

(M&M) পূর্বতন আচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের কৃষ্ণভক্তিতে অনুপ্রাণিত করা এবং কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সমস্ত সুযোগ প্রদান করে তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করার চেষ্টা করা। (৪৪)

৬.৫ নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১) নারদ মুনির হর্যশ্বগণের প্রতি প্রচারের উদ্দেশ্য কি ছিল? (৮)
২) নারদ মুনির রূপকাশ্রয় বাক্যগুলির মধ্যে থেকে তিনি আনন্দজনক বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (১১-২০)
৩) নারদ মুনি সবলাশ্বদের পৃথিবী পরিত্যাগের ব্যাপারে কি যুক্তি প্রদান করতে অভ্যস্ত ছিলেন? (৩১)
৪) নারদ মুনির কর্মসমূহ যে উপযুক্ত নয় সেই ব্যাপারে দক্ষের চিন্তা করার কারণগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন। (৩৬-৪১)
৫) দক্ষের জ্ঞান ব্যতিত - বৈরাগ্যের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করুন। (৪০-৪১)
৬) দক্ষের প্রতি অভিশাপের জন্য নারদমুনির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন। (৪৪)

উপমাসমূহ ঃ—...

৬.৫.১৪ রজোগুণ সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে।

৬.৫.১৯ কালের গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ, যেন তা ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অপ্রতিহতভাবে কাল সারা জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে।

৬.৬ দক্ষ কন্যাদের বংশ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. একজন পতিব্রতা পত্নী বিবাহসূত্রে কি কি উপকার লাভ করতে পারে? (১)
২. দক্ষ কন্যা উৎপাদনের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন কেন? (১)
৩. কশ্যপের কতগুলি স্ত্রী ছিল? (২)
৪. যমরাজের এবং যমুনা নদীর পিতা কে? (৪০)

৬.৫-৬ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

অধ্যায় ৫ শ্লোক ১-২২ ঃ

ভগবান বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রজাপতি দক্ষ দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেন, হর্যশ্বরা তাঁর স্ত্রী পাঞ্চজনীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন হন। পিতৃ আদেশে আরো অধিক জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হর্যশ্বরা সিন্ধুনদীর (বর্তমানে ইন্দু) পশ্চিমে যা আরব সাগরের সহিত মিশেছে সেখানে গমন করেন। নারদমুনি যখন দেখলেন যে বালকেরা কেবল জড় সৃষ্টির জন্য কমনীয় তপস্যায় নিমগ্ন। তখন তিনি ভাবলেন যে তাদের সেই প্রবণতা থেকে মুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। নারদমুনি সেই বালকদের নিকট তাদের জীবনের পরম লক্ষের কথা বর্ণনা করলেন এবং সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে সাধারণ কর্মী হতে নিষেধ করলেন। এভাবে দক্ষের সমস্ত সন্তানেরা খুশী হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন আর ফিরে এলেন না।

অধ্যায় ৫ শ্লোক ২৩-৪৪ ঃ

প্রজাপতি দক্ষ পুত্র হারানোর কারনে ব্যথিত হয়ে তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর থেকে আরো দশ হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। এবং তাদেরকে প্রজা বৃদ্ধির আদেশ দিলেন। সবলাশ্ব নামে পুত্রগণ সন্তান উৎপাদনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় নিমগ্ন হলেন। কিন্তু নারদমুনি তাদের সন্তান উৎপাদনের পরিবর্তে ভিক্ষুক হতে উপদেশ দিলেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় দক্ষ দুইবার ব্যর্থ হয়ে নারদমুনির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এবং ভবিষ্যতে সে কোথাও স্থিরভাবে থাকতে সমর্থ হবে না এই বলে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু নারদমুনি পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে দক্ষের অভিশাপ গ্রহণ করলেন।

অধ্যায় ৬ শ্লোক ১-৪৫ ঃ

এই অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর অসিক্নী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করেছিলেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত কন্যাদের বিভিন্ন ব্যক্তিকে দান করা হয়েছিল। যেহেতু এই সমস্ত সন্তানেরা কন্যা সন্তান ছিলেন তাই নারদ মুনি তাদেরকে বৈরাগ্য জীবনে পরিচালিত করতে সক্ষম হন নি। এইভাবে কন্যারা নারদ মুনির থেকে রক্ষিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিবাহের জন্য দশজনকে প্রদান করা হয়েছিল ধর্মরাজকে। তেরজনকে কশ্যপ মুনিকে, চন্দ্রদেবতাকে সাতাশ জন। এইভাবে পঞ্চাশজন কন্যাকে বিতরণ করা হয়েছিল এবং বাকী দশ জনের মধ্যে চারজনকে কশ্যপ মুনিকে দেওয়া হয়েছিল এবং ভূত, অঙ্গীরা এবং কৃশাশ্বকে দুটি করে কন্যা প্রদান করা হয়েছিল। এইটি সবার জানা উচিৎ যে ষাটজন কন্যা একত্রে ভিন্ন ভিন্ন মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গের নিকট থাকার কারণে সমগ্র জগৎ বিভিন্ন ধরনের জীব যথা মানুষ, দেবতা, দানব, হিংস্রজন্তু, পক্ষী এবং সর্প সমূহে পরিপূর্ণ হবে।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(Und) চন্দ্রের কলাসমূহ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় হয় এবং শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (৬.২৪-২৬)

(PeA) আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ফ্যাশন পরায়ণ ব্যক্তিদের কেবল একটি ফ্যাশনই অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়। (৫-১৪)

(M&M) বৈষ্ণবেরা যেমন সহিষ্ণু তেমন কৃপাপরায়ণ। (৫.৪৪)

(AMI) সন্ন্যাস আশ্রম স্ত্রীলোকদের জন্য নয়, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সদাচারী পতির আজ্ঞা পালন করা। (৬.১)

ইউনিট ২২

খোলাবই মূল্যায়ণ প্রশ্ন

১) ব্যক্তিগত প্রয়োগ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ৬.১.২০-২৬, ৫৬-৬৮ শ্লোকে অজামিলের পতনের দুইটি সাধারণ নীতি তুলে ধরুন।

অজামিলের দ্বিতীয় সুযোগের গুরুত্ব যা ভা. ৬.২.৪০-৫৫ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। কৃষ্ণভাবনামৃত অভ্যাসের ক্ষেত্রে আপনার জীবনে অজামিলের দৃষ্টান্ত অধ্যয়নে কিভাবে সহযোগীতা করেছে?

প্রশ্ন ১		১০	
ভা. ৬.১.২০-২৬, ৫৬-৫৮ অজামিলের পতনের দুটি সাধারন নীতি তুলে ধরুন		২	
ভা. ৬.২.৪০-৫৫ অজামিলের দ্বিতীয় সুযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন		৩	
কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের ক্ষেত্রে অজামিলের জীবন অধ্যয়নে আপনাকে সাহায্য করেছে		৫	

২) প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঃ— ভা. ১.৩০-৬৮ শ্লোকে বিষ্ণুদূত ও যমদূতদের আলোচনা থেকে এবং ভা. ৩.১-২১ শ্লোকে যমদূতগণ ও যমরাজের আলোচনার সাপেক্ষে দুইটি দিক দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করুন যা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তারপর কিভাবে আপনি ওই দুইটি বিষয়ের প্রেক্ষাপটে জনসাধারণকে অনুসরণ করবেন তা প্রদর্শনের জন্য দুইটি কথোপকথনের বৈষম্য প্রদান করুন।

প্রশ্ন ২		১০	
ভা. ৬.১. ৩০--৬৮ এবং ৩.১-২১ শ্লোক সমূহ থেকে দুই বিষয় উল্লেখ করুন যা কৃষ্ণভাবনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক		২	
কৃষ্ণভাবনামৃতের সততায় জনসাধারণ এর অনুসরণের ক্ষেত্রে উভয় কথোপকথনের বৈষম্য প্রদান করুন।		৪	
নির্বাচিত বিষয়গুলির সত্য দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করুন।		৪	

৩) কিভাবে অজামিলের জীবন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের শক্তি প্রদর্শন করে তা ব্যাখ্যা করুন। আপনার উত্তরের প্রেক্ষাপটে ভা. ৬.১-৩ শ্লোকে তিনটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন যার একটি যমরাজের বিবরণ এস.বি ৩.২২-৩৩ শ্লোকে নির্বাচিত।

প্রশ্ন ৩		১০	
ব্যাখ্যার দিন কিভাবে অজামিলের জীবন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের শক্তি প্রদর্শন করে		৭	
৬.১-৩ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত, যার একটি ৩.২২-৩৩ শ্লোকে		৩	

৪) মনোভাব ও উদ্দেশ্য ঃ

ভা. ৬.৪ ও ৫ থেকে দুইটি বিবরণ নির্বাচন করুন যা শ্রীলপ্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও নীতিকে প্রতিফলিত করে। এবং ইস্কনের ও সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব আলোচন করুন।

প্রশ্ন ৪		১০	
ভা. ৬.৪ এবং ৫ থেকে দুইটি বিবরণ নির্বাচন করুন যা প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও নীতিকে প্রতিফলিত করে।		৪	
ইস্কন ও পৃথিবীর ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচন করুন।		৬	

ইউনিট ২২ উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা (পাঠ প্রয়োজন)
অধ্যায়নের সমাপ্তে ছাত্রগন সমর্থ হবে.........

আনডারস্টানডিং ঃ—

* ভাগবতম পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
* অজামিলের গল্প শ্রীমদ্ভাগবতের পোষনের ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করুন। (১.১)
* এস. বি ৬.১-৩ অনুযায়ী অজামিলের ইতিবৃত্তের একনজরে পর্যবেক্ষন উপস্থাপন করুন।
* এস. বি ৬.৪-৬ এর সারাংশ করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ আলোচনা করুন।
* আলোচনা করুন দক্ষ কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীবিত রূপ সৃষ্টি করেছিল। (৪.১৮-২১)
* দক্ষকে ভগবান যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন তার সারাংশ করুন। (৪.৪২-৫৪)
* ৬.২৩-২৪ শ্লোক অনুযায়ী চন্দ্রের ক্ষয় এবং বৃদ্ধি আলোচনা করুন।

পারসোনাল এ্যাপলিকেশন ঃ—

* অজামিল পতনের সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন যা আপনার কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক (১.২০-২৬, ৫৬-৬৮)
* অজামিলের অনুতাপের নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরুন। (২.২২-৩৯)
* অজামিলের দ্বিতীয় সুযোগ তাদের নিজস্ব জীবনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (২.৪০-৪৫)
* ভক্তিযোগ নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (২.৩৫-৪১)
* প্রচেতাদের বৃক্ষরাশির ওপর ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৃক্ষরাশির ধ্বংস থেকে সোমের প্রচেতাদের নিষেধ করা থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োগের প্রাসঙ্গিক দিকগুলি আলোচনা করুন। (৪.৪-১৬)
* তপস্যার গুরুত্ব আলোচনা করুন। (৪.৪৯-৫০, ৫.২৭-২৮)
* গুরুদেব এবং পিতামাতার ভূমিকা আলোচনা করুন। (৫.২০-২৫)

প্রিচিং এ্যাপলিকেশন ঃ—

* মৃত্যুদন্ডের স্থান বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা আলোচন করুন। (১.৮)
* পাপময় প্রতিক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি আলোচনা করুন। (১.১৫)
* শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে এবং ভক্তিযোগ যে সবচাইতে কার্যকরী প্রায়শ্চিত্ত এই ব্যাপারে যে উত্তর প্রদান করেছিলেন তা উপযক্ত শ্লোক ও উপমাসমূহ উল্লেখ পূর্বক সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিস্থাপন করুন। (১.১-১৯)
* যমদূতদের আবির্ভাবে অজামিলের প্রত্যুত্তর আলোচনা করুন। (১.২৭-২৯)
* বিষ্ণুদূতদের এবং যমদূতদের মধ্যে যে কথোপকথন তা আলোচনা করুন। (১.৩০-৫৫)
* অবৈধ যৌন সঙ্গের বিপদ সমূহ আলোচনা করুন (১.২১-২৪, ৬৪-৬৭)
* অজামিলের জীবন যেভাবে যমদূতেরা বর্ণনা দিয়েছিলেন তা জনসাধারনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১.৫৬-৬৮)
* বিষ্ণুদূতদের আবির্ভাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (১.৩০, ২.২-১০)
* ২.১-৭ শ্লোকে আদর্শ নেতৃত্বের যে বর্ণনা করা হয়েছে তার মূলনীতিসমূহ উপস্থাপন করুন।
* অজামিলের উপাখ্যান কিভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে শক্তি প্রদর্শন করে তা উপস্থাপন করুন। (৬.১-৩)
* বিষ্ণুদূতগন কিভাবে দর্শনতত্ত্ব দ্বারা যমদূতদের পরাভূত করেছিলেন তা আলোচনা করুন। (২.১-২১)
* যমরাজ এবং যমদূতগনের মধ্যে কথোপকথনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (৩.১-২১)
* যমরাজের বাক্যানুসারে সংকীর্তনের মহিমা উপস্থাপন করুন। (৩.২২-৩৩)
* চন্দ্রের বনস্পতির গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (৪.৬)
* দরিদ্র নারায়ণ সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। (৪.২৯)
* ব্যাখ্যা করুন কেন ভগবান এরূপ একটি জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে জীবদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। (৪.৪৪)

* হর্যশ্বদের প্রতি এবং সবলাশ্বদের প্রতি নারদ মুনির শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (৫.৬-২০, ২৯-৩৪)

* ব্যাখ্যা করুন জন্মানোর সাথে সাথেই প্রত্যেকেই তিনটি গুনে জর্জরিত হয়। এবং কিভাবে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়। (৫.৩৭)

* স্ত্রীলোকেরা ভক্তিযোগ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলি পায় তা ব্যাখ্যা করুন। (৬.১)

মুড এবং মিশন ঃ

* যিনি নিজের মুক্তির প্রতি আগ্রহী যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন এই দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করুন। (২.৩৬-৩৭)

* এস.বি ৬.১-৩ শ্লোক থেকে উক্তি সমূহ নির্বাচন করুন যা প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ও নীতিকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

* ভগবানের গুনমহিমা কীর্তনের সময় প্রচারকালে বৈষ্ণবদের বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রচারকালে বৈষ্ণবেরা ক্রোধ প্রকাশ করবে না। কিভাবে এই বিবৃতিটি প্রভুপাদের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে তা আলোচনা করুন। (৪.৫)

* "প্রকৃত কল্যানময় কর্ম" সম্বন্ধে প্রভুপাদ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আলোচনা করুন। (৪.৪৪)

* নিম্নের বিবৃতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিভ্রান্ত ও নেশায় আসক্ত ছেলে-মেয়েদের শ্রীকৃষ্ণ সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতসাধন করছে। (৫.১৮)

স্মরনাতীত কাল থেকেই পিতামাতা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মধ্যে পাশবিকত্বের অস্তিত্ব ছিল। (৫.২২)

* নারদ মুনির দৃষ্টান্ত অনুযায়ী প্রচারকার্যের স্পৃহা আলোচনা করুন। (৫.৩৯)

* নারদ মুনির প্রচার উদ্দেশ্যের সহিত প্রভুপাদের প্রচার উদ্দেশ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন। (৫.৩৬-৩৯)

* ভাগবতম্ অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রভুপাদ যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আলোচনা করুন। (৫.৪৩)

* নারদ মুনির বিনা প্রতিবাদে পক্ষের নিকট অভিশাপ গ্রহন থেকে ইস্কন প্রচারকদের প্রাসঙ্গিক সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরুন। (৫.৪৪)

শাস্ত্র-চক্ষুশা ঃ "সরকার যখন অবহেলা করে তখন কম শস্য উৎপাদিত হয়" বর্তমান জগতের অর্থবিদ্যার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে বিবৃতিটি আলোচনা করুন। (৪.৪)

ইভালুয়েশান ঃ দক্ষের যৌন সঙ্গের জন্য অসীম শক্তি ভগবানের আশীর্বাদ তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। (৪.৫২)

একাডেমিক এবং মরাল ইনটিগির্টি ঃ "সন্ন্যাস আশ্রম স্ত্রীলোকদের জন্য নয়, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সদাচারী পতির আজ্ঞা পালন করা।" কিভাবে বিবৃতিটি যুক্তিহীনভাবে প্রয়োগ হতেও পারে তা আলোচনা করুন। (৬-১)

ইউনিট ২৩
বৃত্রাসুর
স্কন্ধ ৬ অধ্যায় ৭-১৩

পাঠ ১ অধ্যয়ন
অধ্যায় ৭ একনজরে পর্যবেক্ষণ
অধ্যায় ৭ শ্লোক ১-২৪

পাঠ ২ অধ্যয়ন
অধ্যায় ৮ এবং ৯ একনজরে অধয়ন
অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৪-১৮
অধ্যায় ৯ শ্লোক ১-৯, ৪০-৫৪

পাঠ ৩ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১০ একনজরে পর্যবেক্ষণ
অধ্যায় ১০ শ্লোক২-১৪, ৩০-৩৩

পাঠ ৪ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১১ একনজরে পর্যবেক্ষণ
অধ্যায় ১১ শ্লোক ১৪-২৭

পাঠ ৫ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১২ এবং ১৩ একনজরে পর্যবেক্ষণ
অধ্যায় ১২ শ্লোক ১-১৭
অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১০-৩৩

৬.৭ দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন কেন? (১)
২. ইন্দ্রের অহংকার কি দোষের ছিল? তিনি নিজেকে ঘৃণা করেছিলেন কেন? (১২)
৩. ১৫ নং শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য সারাংশ করুন।
৪. অসুরদের শক্তিশালী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন। (২৩-২৪)
৫. ৩৬ নং শ্লোকে শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য সংক্ষেপে লিখুন।

উপমা ঃ

৬.৭.১৪ ঃ যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়েছে (পূববর্তী শ্লোকে বর্ণিত) ধ্বংসের পথ প্রদর্শন করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃত পথে পাথরের তৈরী নৌকায় করে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করছে। যারা অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে, তারাও অচিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে। তেমনি যারা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে, তারা নরকগামী হয়, তাদের অনুগামীও তাদের সঙ্গে নরকে যায়।

৬.৭ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ১-১৭ ঃ

দেবরাজ ইন্দ্র একটি বৃহৎ সভায় তাঁর পত্নী শচীদেবী সহ সুরসিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বদের দ্বারা বন্দিত হচ্ছিলেন। যখন দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সভায় প্রবেশ করেন তখন ইন্দ্র কোনরকম সম্মান বা সদাচার প্রদর্শন করেন নি। ফলস্বরূপ দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে একটি উচিৎ শিক্ষা দেবেন এরূপ মনস্থ করে সভা থেকে অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র গুরুদেবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার কারণে তাঁর অপরাধ বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে রাজ্য ছেড়ে গুরুদেবের অন্বেষণে করতে থাকেন, কিন্তু কোথাও গুরুদেবকে পান নি।

শ্লোক ১৮-২৬ ঃ

পুরোহিতের অভাবে দেবতাদের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে অসুরগণ শুক্রাচার্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেবতাদের পরাস্ত করলে দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার নিকট আশ্রয় ও পরিচালনার জন্য ফিরে গেলেন। ভগবান ব্রহ্মা বললেন যে যেহেতু তারা তাদের গুরুদেবকে সম্মান প্রদর্শন করেন নি এবং অসুরগণ যেহেতু তাদের গুরুদেবকে যথোপচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাই তারা এত শক্তিশালী যে তারা ব্রহ্মালোক পর্যন্ত অধিকার করতে পারে। তাই ভগবান ব্রহ্মা তাদেরকে বিশ্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন।

শ্লোক ২৭-৪০ ঃ

দেবতারা বিশ্বরূপের নিকট সেভাবে এলেন যেভাবে কেউ বিনম্রভাবে তার গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলেন। এইভাবে বিশ্বরূপ তাঁদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের নারায়ণ কবচ স্তোত্র দিলেন যেটি দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের ঐশ্বর্য রক্ষিত হয়েছিল সেটি ইন্দ্রকে পুরস্কৃত করলেন।

<u>আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ</u>

(PeA) শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন শ্রদ্ধেয় গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তখন তার আয়ু এবং পুণ্য ক্ষয় হয় এবং তার ফলে তার অধঃপতন হয়। (২২)

শুদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করেন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। (৩৬)

(M&M) আমেরিকান সমাজে আজ অপরাধ এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সারা আমেরিকা এখন ভাবছে, এই প্রকার অরাজকথা ও অনাচারের সৃষ্টি হল কি করে। (১২)

আমেরিকা আদর্শ মানুষ তৈরী করার চেষ্টা না করে জড় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে। (১২)

যে সভ্যতা কেবল প্রতি বছর নতুন নতুন গাড়ী এবং বড় বড় বাড়ী উৎপাদন করে এবং সেগুলি যখন ভেঙে যায় আবার নতুন করে তৈরী করে, সেই সভ্যতা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত হলেও সেটি মানব সভ্যতা নয়। (১৩)

"সমাজ যদি রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, যেটি একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, তাহলে তা পাষাণের তরণীর মতোই অচিরে নিমজ্জিত হবে, তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে নৌকা দান করেছেন, সেইটিই চড়তে হবে।" (১৪)

(SC, ThA) বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সব কয়টি সরকারই ব্রাহ্মণ, গাভী এবং গোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল অরাজকতা দেখা দিয়েছে। (২৪)

৬.৮ নারায়ণ কবচ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. নারায়ণ কবচের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (ভূমিকা)
২. নারায়ণ কবচের যে কোন পাঁচটি উপাদান নির্বাচন করে ব্যাখ্যা করুন। (৪-১০)
৩. "অহং গ্রহোপাসনা" ব্যাখ্যা করুন। (১২)
৪. ভক্তিযোগের সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা কি? (১৭)
৫. ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল? (১৯)
৬. ১৩-১৫ শ্লোকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ কি কি সুরক্ষা প্রদান করে?
৭. "অদ্বয়-জ্ঞান" এর অর্থ কি? (৩০)
৮. কি কারণে কার্য ও কারণ "একই"? (৩১-৩৩)
৯. কেন ভগবানের অস্ত্র এবং অলঙ্কার পূজা করতে অনুমোদন করা হয়েছে? (৩৩)
১০. ৪১নং শ্লোকে কি বর/আশীর্বাদ করা হয়েছে?
১১. ৪২নং শ্লোকের তাৎপর্য থেকে মন্ত্রগ্রহণের কোন নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

উপমা : ৬.৮.২৩ আগুন যেমন বায়ুর সহায়তায় তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সুদর্শন চক্র আমাদের শত্রুদের ভস্মীভূত করুক।

৬.৮ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ১-১১ :

রাজা পরীক্ষিতের অনুরোধে শুকদেব গোস্বামী নারায়ণ কবচের পদ্ধতি এবং পরবর্তী স্তোত্র সমূহ ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে উত্তর দিকে মুখ করে কুশঘাসের উপর বসে আচমন করতে হবে। দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শব্দের দ্বারা স্পর্শ করে "ওঁ নমো নারায়ণ মন্ত্র" উচ্চারণ করতে হবে। এবং তারপর বিপরীত ক্রমে একই পদ্ধতি করতে হবে। তারপর অঙ্গুলীর উপরিভাগে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্র" উচ্চারণ করা হয়। তারপর দেহের বিভিন্ন অংশে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, পরিশেষে মঃ অস্ত্রায় ফট্ জপ করতে হয়, অবশেষে নিজেকে ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে অভিন্ন মনে করে নারায়ণ কবচ মন্ত্র জপ শুরু করবে।

শ্লোক ১২-৩৪ :

এই স্তোত্রের মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের ধ্যান হয় এবং বিভিন্ন থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য অনুরোধ করা হয়। এবং বিভিন্ন প্রলয়ে (যথা জলে মৎস থেকে স্থলে বামনদেব থেকে) রক্ষা পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবানের বিভিন্ন রূপের এবং লীলার ধ্যান করবে এবং ভগবান সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এই অনুরোধ করবে।

শ্লোক ৩৫-৪২ :

বিশ্বরূপ মন্ত্রের মহাশক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যে মন্ত্রটি এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান এর সঙ্গে সম্পর্কিত, যিনি এই মন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে যোগবলে দেহ ত্যাগ করেছিলেন। ফলস্বরূপ গন্ধর্বরাজের বিমান যেটি তার উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নিপতিত হয়। এটাই নারায়ণ কবচের শক্তি।

আলোচনামূলক বিষয় সমূহঃ

(Und) ভগবান বুদ্ধদেবের অভিলাস ছিল জনসাধারনকে পশুহত্যাপাপ জঘন্য পাপকর্ম থেকে রক্ষা করা............ আমাদের ভগবান বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে বৈদিক নির্দেশের অপব্যবহার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি।(১৯)

(AMI) "অহংগ্রহোপাসনার মাধ্যমে কেউ ভগবান হতে পারে না, তথাপি সে নিজেকে গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে"।(১২)

(SC) "........কলিযুগের প্রগতির ফলে বহু কপট ধর্মের প্রবর্তন হবে, এবং লোকেরা প্রকৃত ধর্মের কথা ভুলে যাবে........" (১৯)

৬.৯ বৃত্রাসুরের আবির্ভাব

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. জ্ঞান আহরণের বৈদিক পন্থাটি কি? (১)
২. ইন্দ্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন কেন? তাঁর কর্ম কি উপযুক্ত ছিল? (৪-১০)
৩. এই লীলায় দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপাসনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন? (২০-২১)
৪. বদ্ধজীব সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে না কেন? (২৫)
৫. কতিপয় দার্শনিক পক্ষ-সমর্থন করে বলেন যে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বসৃষ্টির কারন। এই দাবির প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণবদের উত্তর কি হওয়া উচিৎ? (২৬-২৭)
৬. ভগবানের বিভিন্ন রূপ কিভাবে ভক্তদের নিকট প্রকাশিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৩)
৭. ভগবান কৃষ্ণ এবং তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে বুঝতে পারা কঠিন কেন? (৩৪-৩৬)
৮. পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে জীবের সক্ষমতা কোন কোন বিষয়কে প্রভাবিত করে। (৩৯)
৯. ভক্তের জীবনে যে চিন্ময় আনন্দের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। (৩৯)
১০. সকাম ও অকাম ভক্তদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? এবং একজন সকাম ভক্ত হওয়ার পেছনে কি কি আধ্যাত্মিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে? (৪০)
১১. ভক্তের কি জড় বিষয়সমূহের প্রয়োজন সম্বন্ধে ভগবানকে জানানো উচিৎ? ব্যাখ্যা করুন (৪২)
১২. কিভাবে জড় জাগতিক দুঃখদুর্দশাসমূহ আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়? (৪৩)
১৩. দেবতাগণ কেন বিশেষভাবে শ্রীবিষ্ণুকে প্রার্থনা না করে কৃষ্ণকে করেন? (৪৫)
১৪. কি কারণে ভগবান দেবতাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন? (৪৮)
১৫. যদি কেউ ভগবানের নিকট জড় বাসনা নিয়ে আসে ভগবান তা কিভাবে বিনিময় করেন। (৪৯)

উপমা ঃ—

৬.৯.২২ পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের রক্ষা কামনা করে। সে অবশ্যই অত্যন্ত মুর্খ। যে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে।

৬.৯.৫৬ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ শুদ্ধ ভক্ত কখনো মুর্খ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন না, আর তাকে সেই কর্মে সাহায্য করা তো দূরের কথা। রোগী চাইলেও অভিজ্ঞ বৈদ্য তাকে অপথ্য খেতে দেন না। এই প্রকার ভক্তও অজ্ঞ ব্যক্তিদের সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন না।

৬.৯ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-১০

যখন দেবরাজ ইন্দ্র দেখতে পেলেন যে বিশ্বরূপ দৈত্যদের (যাঁরা তারা পরিবার) উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করছিলেন, তখন ইন্দ্র ভয়ে বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করলেন। তিনি এক বৎসর যাতনা ভোগ করবার পর, নিজের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ঃ ১১-৪৫

বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা আপন সন্তানের মৃত্যুসংবাদ শ্রবন করে ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য বৃত্রাসুরকে ডেকে পাঠালেন। বৃত্রাসুর এতই শক্তিশালী ছিলেন যে তিনি দেবতাদের অস্ত্র শস্ত্র গ্রাস করে তাদের শক্তিকে খর্ব করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর রক্ষার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলেন। ভগবান তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলে দেবতারা অনবরত ভগবানের মহিমার স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ঃ ৪৬-৫৫

দেবতাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁদেরকে নারায়ণ কবচে সুরক্ষিত দধীচির কাছে এসে প্রান ভিক্ষার জন্য আদেশ প্রদান করলেন (যিনি পরোক্ষভাবে তাঁদের প্রার্থনায় এই কবচটি ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন, ত্বষ্টা তাঁর পুত্র বিশ্বরূপকে এবং বিশ্বরূপের কাছ থেকে দেবতারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন)। দেবতাদের অনুরোধে দধীচি আশ্বাস দিলেন যে তাঁর শরীরের অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করবেন এবং সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে হত্যা করবেন।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(PeA) ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের সেবা সম্পাদন করার ফলে, তিনি সকলের সেবা করছেন। (৩৯)

ভগবদ্ভক্ত একবার মাত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করার ফলে, ভগবদ্ভক্তি দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। (৩৯)

ভক্তের কাছে মরা ও বাঁচার কোন পার্থক্য নেই, কারণ জীবিত অবস্থায় ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। (৫৫)

(PrA) ভগবান চেয়েছিলেন যে, দেবতারা যেন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন যেন তাঁদের শত্রুর বিনাশ হয়। এটিই শুদ্ধভক্ত এবং প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে পার্থক্য। (৪৮)

৬.১০ দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. একজন ভক্তের কৃষ্ণ সেবার ক্ষেত্রে তাঁর দেহের যথাযথভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতিগুলি চিহ্নিত করুন। (৬.৮)

২. কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত নীতিগুলি কিভাবে প্রয়োজনীয়? (৬.৮)

৩. একজন প্রচারককে কি অনুপ্রাণিত করে? (৮-১০)

উপমা ঃ

৬.১০.২৮ বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে, শকুনের শাপে গরু মরে না। তেমনই, কৃষ্ণ ভক্তদের বিরুদ্ধে আসুরিক ব্যক্তিদের অভিযোগ কখনো কার্যকরী হয় না।

৬.১০ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ

শ্লোক ঃ ১---১২

দধীচি দেবতাদের থেকে ধর্ম সম্পর্কে শোনার জন্য প্রথমে তাঁর দেহ দেবতাদের দান করতে চান নি, কিন্তু পরে দেবতাদের অনুরোধে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সম্মত হয়েছিলেন তাঁর দেহ দান করার জন্য। তাই তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্থাপন করেন। যাতে দেবতারা তাঁর দেহটি নিয়ে বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করতে পারে। এভাবে বিশ্বকর্মা দধীচি মুনির অস্থিসমূহ থেকে বজ্র তৈরী করে ভগবান ইন্দ্রকে উপহার দিলেন।

শ্লোক ঃ ১৩-৩৩

বৃত্রাসুরের দ্বারা পরিচালিত অসুরদের সহিত ইন্দ্র দ্বারা পরিচালিত দেবতাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে অসুরেরা এত পরিমাণে অস্ত্রবৃষ্টি করেছিলেন যে সূর্য পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেবতারা সেই সব অস্ত্রকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। এইভাবে অসুরগণ বৃত্রাসুরকে ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। কাপুরুষ রূপ দৃশ্য দেখে বৃত্রাসুর মৃত্যু যে সবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য তা বললেন এবং কিভাবে একজন যোদ্ধার নির্ভিকভাবে যুদ্ধ করা যে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করার চেয়ে মৃত্যুবরণ শ্রেয় তা জানালেন।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(PeA) "আত্মাবৎ সর্ব-ভূতেষু মানুষের কর্তব্য অপরের সুখ এবং দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে মনে করা। (৯)

(M&M) কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বহু জ্ঞানবান মহাত্মার প্রয়োজন, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবৎ-চেতনার পুনঃজাগরনের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। (৬)

অনিত্য দেহসুখের জন্য জীবনের বৃথা অপচয় না করে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিৎ। (৮)

সকলেরই মহান কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরন করতে প্রস্তুত থাকা উচিৎ। মহান ব্যক্তি কুকুর বিড়ালের মতো মরতে চান না। (৩২)

(PrA) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সমাপ্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহন করতে হবে, তা না হলে সেই সমস্ত কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই। (১০)

৬.১১ বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে গেলে কি প্রয়োজন? (১৮)

২. বৃত্রাসুর কিভাবে অবগত হলেন যে ইন্দ্রের বজ্র কৃতকার্য হবে? (১৯-২০)

৩. ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধে কে প্রকৃত জয়ী তা ব্যাখ্যা করুন। (২০)

৪. মৃত্যুর সময় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কি? (২১)

৫. ভগবানের ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে তুলনা করুন। (২২)

৬. প্রচারকের সহিত কর্মীর অধিকার বিষয়ে তুলনা করুন। (২২)

৭. ভগবান তাঁর অনন্য ভক্তদের কি বিশেষ কৃপা প্রদান করেন? (২৩)

৮. ২৪ শ্লোকের তাৎপর্যে প্রভুপাদ কিভাবে বর্ণনা করেছেন "কৃষ্ণের দাসানুদাসানুদাস" অর্থটি।

উপমাসমুহ ঃ

৬.১১.৪ হে দেবগণ, এই পলায়ণরত অসুরেরা তাদের মাতৃজঠর থেকে বিষ্ঠার মতো বৃথাই জন্ম গ্রহণ করেছে।

৬.১১.৪ যে পুত্র যশস্বী নয় অথবা ভগবদ্ভক্ত নয়। সেই পুত্রের কি প্রয়োজন? এই প্রকার পুত্র কানা চোখের মতো, যা দেখতে সাহায্য করে না, কেবল বেদনাই দেয়।

৬.১১.৮ বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবতাদের পদদলিত করেছিলেন।

৬.১১ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ঃ ১-৮

বৃত্রাসুরের আদেশকে যত্ন না করে অসুরেরা পালিয়ে যেতে চাইলেন দেবতারা তাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। বৃত্রাসুর যারা ফিরে পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের যুদ্ধের এই আচরণকে ঘৃনা করলেন এবং ক্রোধে দেবতাদের পদদলিত করতে লাগলেন। ইন্দ্র এই দৃশ্য দেখে একটি অতি শক্তিশালী গদা বৃত্রাসুরের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ইন্দ্র এই গদাটিকে বাম হস্তে ধরে এমন শক্ত ভাবে ইন্দ্রের হস্তি ঐরাবতকে আঘাত করলেন যে ঐরাবত চৌদ্দ গজ দূরে পিছিয়ে গিয়ে রক্তবমন করতে করতে পতিত হল। বৃত্রাসুর তখন ইন্দ্রকে বর্বরচিত কর্মের জন্য তাকে নিন্দা করলেন কারণ তিনি তাঁর নিজের গুরু বৃত্রাসুরের ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। এইভাবে বৃত্রাসুর তাঁর ধারালো ত্রিশূল দিয়ে ইন্দ্রের ওপর প্রতিশোধ নেবেন এই বলে ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং জানালেন যে যদি তিনি নিজেই এই যুদ্ধে নিঃশেষ হন তাহলে এটি হবে তাঁর নিকট অতীব মহিমার কারণ তাহলে তিনি সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে সাধুসংঘ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

শ্লোক ঃ ১৯-২৭

বৃত্রাসুর তখন ইন্দ্রকে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের ব্যবহার করতে উপদেশ দিলেন যেটি দধীচি মুনির অস্থিসমূহ এবং ভগবান বিষ্ণুর শক্তিতে তেজোযুক্ত হয়েছে, তাহলে অন্যান্য অস্ত্রসমূহের উপর অযথা নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে আশ্বস্ত করলেন যে এই বজ্র অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হবে। এবং এইভাবে সে বৃত্রাসুরকে জড়জগৎ থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হবে। তারপর বৃত্রাসুর কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক স্তোত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে করতে লাগলেন।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(PeA) শুদ্ধভক্ত সর্বদা ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর সেবা করার অভিলাস করেন। সেই সম্বন্ধে এখানে যে উদাহরনগুলি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর। পক্ষীশাবকের মা যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে এসে তাকে খেতে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। বাছুর মায়ের স্তন্যদুধ পান করতে না পারা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রবাসী পতি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত পতিব্রতা পত্নী সন্তুষ্ট হতে পারে না। (২৬)

৬.১২ বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু

পূর্বস্বাধ্যায়

১. কর্মফল কিভাবে নির্ধারিত হয়? (৭-৮)
২. ইসকন ভক্তদের কর্তব্যপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করুন। (৭)
৩. জীবের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে (২৪) চব্বিশ তত্ত্বরূপ প্রকাশিত প্রকৃতির কি প্রয়োজন? (১১)
৪. বৈষ্ণব দর্শন ও কর্মমীমাংসা দর্শনের মধ্যে তুলনা করুন। (১২)
৫. ১৩নং শ্লোকে যে দার্শনিক দিকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে তা সনাক্ত করুন।
৬. ইন্দ্র কেন বৃত্রাসুরকে একজন মহাভক্ত বলে বিবেচনা করেন? (১৯)
৭. বৃত্রাসুর কিভাবে এরূপ পদ প্রাপ্ত হলেন? (২০)

উপমা ঃ—

৬.১২.১৬ হে ইন্দ্র, দারুময়ী নারী এবং পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে না অথবা নৃত্য করতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায় নৃত্য করে। তেমনই সব কিছুই ভগবানের অধীন। কেউই স্বতন্ত্র নয়।

৬.১২ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-১৭

যখন বৃত্রাসুর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা সমাপ্ত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর শক্তিশালী ত্রিশূলটি ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করেন। তখন ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে ত্রিশূলটিকে খণ্ড খণ্ড করে দেন এবং দক্ষিণ হস্ত বৃত্রাসুরের থেকে রক্ষা করেন। বৃত্রাসুর তাঁর বাম হস্ত দিয়ে ইন্দ্রকে এবং তাঁর হস্তের মাশুলে শক্তিশালী মুষ্টি প্রয়োগ করেন ফলে ইন্দ্রের হস্ত থেকে শক্তিশালী বজ্র খসে পড়ে। অস্ত্রপতিত হলে লজ্জা পাওয়ার কারনে ইন্দ্র অস্ত্র উত্তোলন করতে চাইলেন না এবং নিজেকে পরাজিত বলে মনে করলেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়ে বললেন যে যুদ্ধের ফলাফল সর্বকারণের কারণ ভগবান বিষ্ণুর নিয়ন্ত্রাধীনে, এইভাবে ইন্দ্রের নির্বুদ্ধিতা দূরীভূত হল এবং বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পুনরায় অস্ত্র উত্তোলন করে যুদ্ধ করতে মনস্থ করালেন।

শ্লোক ঃ ১৮-৩৫

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিকট ভক্তি তত্ত্বের শিক্ষা শ্রবন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বৃত্রাসুরকে শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত একজন শুদ্ধভক্ত বলে চিনতে পারলেন। তখন উভয় যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের দিকে সজোরে একটি চক্র নিক্ষেপ ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করলে ইন্দ্র যুগপৎভাবে অস্ত্রটিকে এবং বৃত্রাসুরের বাহুকে দ্বিখণ্ডিত করেন। তখন বাহুহীন বৃত্রাসুর মুখগহ্বর উন্মুক্ত করে সর্পের ন্যায় জিহ্বা দ্বারা ইন্দ্রকে আঁচড়ে দেন এবং জোর করে চেপে ধরেন যা দেখে সমস্ত অসুরেরা যারা যুদ্ধ দেখছিলেন সবাই উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্র যাই হোক না কেন নারায়ণ কবচের দ্বারা রক্ষা পেলেন। তখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদর বিদীর্ণ করেন এবং বজ্র দ্বারা সজোরে মস্তকে আঘাত করেন। বৃত্রাসুরের মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেতে পুরোপুরি এক বৎসর লেগেছিল। যখন এটি সম্পন্ন হল তখন সকলে বৃত্রাসুরের আত্মা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে দর্শন করলেন।

<u>আলোচনামূলক বিষয় ঃ</u>

(Und) এই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুর হচ্ছেন সুর আর ইন্দ্র হচ্ছেন অসুর। (৮)

(Aut) এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পক্ষযুক্ত পর্বত রয়েছে যা আকাশে উড়তে পারে এবং ইন্দ্র সেই পর্বতের পাখা কেটে দিয়েছিলেন বজ্রের সাহায্যে। (২৬)

(PeA) "যুদ্ধ বন্ধ করার কোন আবশ্যকতা নেই। পক্ষান্তরে তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম করে যাও। কৃষ্ণ যদি চান, তাহলে অবশ্যই তোমার জয় হবে।" (৭)

৬.১৩ দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ইন্দ্র অসুখী ছিলেন কেন? (২-৩)

২. পবিত্র নামে সবচাইতে মহান অপরাধটি কি? (৮-১০)

উপমা ঃ

৬.১৩.৩ একজন কোটিপতির কাছে স্বভাবতই হাজার টাকা রয়েছে, কিন্তু যাঁর কাছে হাজার টাকা রয়েছে, তিনি কোটিপতি নাও হতে পারেন। বৃত্রাসুর ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণও ছিলেন।

৬.১৩ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-১৫

বৃত্রাসুরকে নিহত করা হয়েছিল বলে ইন্দ্র ব্যতিত সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। বৃত্রাসুর যেহেতু ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন না। তাই তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি কিভাবে নিজেকে পাপময় প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু ঋষিগণ তাঁকে উপদেশ দিলেন যে যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন তাহলে তিনি ঐরূপে পাপময় প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারবেন। যাইহোক দানবকে হত্যা করার পর ইন্দ্র দেখলেন যে একজন বৃদ্ধ, জরাগ্রস্থ, দুর্গন্ধযুক্ত, পরিধেয় রক্তবস্ত্রে রঞ্জিত চণ্ডালীর মতো মুর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। এমনকি আকাশ মার্গেও এই পাপ পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। এমনকি আকাশ মার্গেও এই পাপ পশ্চাদ্ধাবন করার কারণে তিনি মানস সরোবরে জলের নীচে প্রবেশ করে এক হাজার বৎসর বাস করলেন।

শ্লোক ঃ ১৬-২৩

ইন্দ্র এক হাজার বৎসর তপশ্চর্চার থাকলে স্বর্গরাজ্য নহুযের তত্ত্বাবধানে থাকার কারনে তিনি ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীকে উপভোগ করার প্রয়াস করলে পর অপরাধজনিত কারণে পরবর্তী পর্যায়ে নহুষকে সর্পযোনি প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। ইত্যবসরে এক হাজার বৎসর ধ্যানে অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন তিনি স্বর্গরাজ্যে ফিরে এলেন তখন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কারণ যেহেতু তিনি মানস সরোবরে পদ্ম বনস্থিত বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। পরে ব্রহ্মর্ষিরা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ—

(PrA) পাপকর্ম করে যদি ঐশ্বর্যও লাভ হয়, তা হলেও সুখী হওয়া যায় না। (১১)

Unit ২৩

খোলা বই মূল্যায়ণ প্রশ্নসমূহ

1) Understanding / Mood Mission

SB 6.7.1-24 শ্লোকে ইন্দ্রের দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতি অপরাধ এবং অসুরদের দ্বারা শুক্রাচার্যের উপাসনা থেকে দৃষ্টান্ত সহকারে দুইটি সাধারন নীতি তুলে ধরুন। ইসকন ভক্তদের জন্য এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ১		১০	
SB 6.7.1-24 শ্লোকে ইন্দ্রের দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতি অপরাধ এবং অসুরদের দ্বারা শুক্রাচার্যের উপাসনা থেকে দৃষ্টান্ত সহকারে দুইটি সাধারন নীতি তুলে ধরুন		৪	
ইসকন ভক্তদের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।		৬	

2) Preaching Application

ষষ্ঠ স্কন্ধ অধ্যায় ১১ এবং ১২ থেকে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ঘটনাবলী এবং আলোচনাসমূহ থেকে দুইটি সাধারন নীতি উল্লেখ করুন। আজকের প্রচার এর জন্য এই সমস্ত নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন করুন।

প্রশ্ন ২		১০	
ষষ্ঠ স্কন্ধ ১১ এবং ১২ অধ্যায়ে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ঘটনাবলী এবং আলোচনাসমূহ থেকে দুইটি সাধারন নীতি উল্লেখ করুন।		৪	
বর্তমানে প্রচারের জন্য এই সমস্ত নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন করুন		৬	

3) Preaching Application / Mood & Mission

SB 6.10.2-14 শ্লোক দধীচি মুনির দেহত্যাগ থেকে দুইটি সাধারন নীতি দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরুন। প্রভুপাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর অনুগামীদের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন ৩		১০	
SB 6.10.2-14 শ্লোকে দধীচি মুনির দেহত্যাগ থেকে দুইটি সাধারন নীতি দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরুন।		৪	
প্রভুপাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর অনুগামীদের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির গুরুত্ব বর্ণনা করুন		৬	

Unit ২৩ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (পঠন প্রয়োজন)

Understanding

* ষষ্ঠ স্কন্ধের অধ্যায় ৭-১৩ একনজরে পরিদর্শন উপস্থাপন করুন
* এক নজরে উপস্থাপন করুন ঃ--
    * ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপকে হত্যা এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের নিমিত্ত আচরন (৯.১১-১৯)
    * বৃত্রাসুরের আবির্ভাব এবং শক্তিসমূহ (৯.১১-১৯)

* বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ঘটনাবলী এবং আলোচনা থেকে দার্শনিক দিকগুলি উপস্থাপন করুন। (১২.১-৩৫)

Personal Application :

* ভগবানের নিকট সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা এবং শুদ্ধভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এই দুটির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে এস.বি ৮.১৪-১৫ এবং ১৮ শ্লোকে প্রভুপাদের বিবরণসমূহ দৃষ্টান্তের সহিত আলোচনা করুন।
* সকাম ও অকাম ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। (৯.৪০, ৪২ ৪৮)
* "ভগবদ্ভক্ত কারও প্রতি মাৎসর্য পরায়ন নন, সুতরাং অন্য ভক্তদের আর কি কথা" এই বিবরনটি তাঁদের জীবনের প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে আলোচনা করুন। (৯.৫৪)
* "আত্মবৎ সর্ব-ভূতেষু" এই খন্ডবাক্যটির গুরুত্ব আলোচনা করুন। (১০.৯)
* ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রাসুরের উপদেশের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (১১.১৪-২৭)
* বৃত্রাসুরের ইন্দ্রকে দেওয়া দৃষ্টান্তের থেকে একজন ভক্তের জড় বস্তুর অধিকারের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন। (১১.২২)

Preaching Application

* অষ্টম অধ্যায়ে ১৯নং শ্লোকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিবরণসমূহের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টান্তের সহিত আলোচনা করুন।
* কোন একটি সম্প্রদায় থেকে মন্ত্র গ্রহনের পদ্ধতিটি আলোচনা করুন। (৮.৪২)
* দধীচি মুনির দেহ ত্যাগের দৃষ্টান্ত থেকে ব্যক্তিগত ও প্রচার প্রয়োগের প্রাসঙ্গিক সাধারন নীতিগুলি আলোচনা করুন। (১০.২-৪)
* বৃত্রাসুর তাঁর সেনাবাহিনীর পলায়নে যে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা বর্ণনা করুন। (১০.৩০-৩৩)
* "আমাদের বিজয়ে উল্লসিত হওয়া উচিৎ নয়, অথবা পরাজয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিৎ নয়" কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রভুপাদের উপদেশের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। (১২.৭-৮)
* বৃত্রাসুরকে হত্যার দ্বারা পাপময় প্রতিক্রিয়া থেকে অব্যাহতির জন্য ইন্দ্রের প্রয়াস প্রচারক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করুন। (১৩.১০-২৩)

Mood & Mission

* ইসকনের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন।
    * ইন্দ্রের বৃহস্পতির প্রতি অপরাধ (৭.১-১৭)
    * অসুরেরা শুক্রাচার্যকে উপাসনা করতেন। (৭.২২-২৪)
    * দেবতাদের বিশ্বরূপের নিকট আগমন (৭.২৫-৪০)
* প্রভুপাদের মনোভাবকে কিভাবে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রতিফলিত করে তা ব্যাখ্যা করুন।

* অনিত্য দেহ সুখের জন্য জীবনের বৃথা অপচয় না করে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিৎ। (১০.৮)

* "সকলেরই মহান কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকা উচিৎ। মহান ব্যক্তি কুকুর বিড়ালের মত মরতে চায় না।" (১০.৩২)

Sastric Authority :

* ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা আকাশে উড়তে পারে এমন পর্বতের পাখাগুলি কেটে দেওয়ার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (১২.২৬)

Academic & Moral Inlegrity :

* নিম্নলিখিত বিবরণগুলির অপ্রয়োগ এবং উপযুক্ত প্রয়োগ আলোচনা করুন।
    * যারা মরুভূমিতে বাস করে, তারা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের ফল ভোগ করছে বলে বুঝতে হবে। (৯.৭)
    * নারীজাতি অত্যন্ত কামুক এবং তাদের কামবাসনা কখনো পূর্ণ হয় না। (৭.৭)
    * যে অবৈষ্ণব ভগবানের সেবায় যুক্ত নয়, তাকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মূর্খ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। (৯.৫০)

Unit ২৪ রাজা চিত্রকেতু
স্কন্ধ ৬ অধ্যায় ১৪-১৯

নির্দিষ্ট অধ্যয়ন নির্ধারিত পাঠ ঃ—

পাঠ ১ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১৪

পাঠ ২ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১৫

পাঠ ৩ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১৬

পাঠ ৪ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১৭

পাঠ ৫ অধ্যয়ন
অধ্যায় ১৮
অধ্যায় ১৯

৬.১৪ রাজা চিত্রকেতুর বিলাপ

পূর্ব স্বাধ্যায় ঃ

১. ৩ এবং ৪নং শ্লোকে বর্ণিত মানব জাতির শ্রেণীবিভাগগুলি ব্যাখ্যা করুন। (৩ এবং ৪)
২. দুই ধরনের জ্ঞানী কারা? (৫)
৩. "সিদ্ধ এবং নারায়ণ পরায়ণা" এদের সংজ্ঞা দিন। (৫)
৪. সরকারী নেতা এবং সমৃদ্ধশালী এই দুইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করুন। (১০)
৫. কোন ঋষি রাজা চিত্রকেতুকে দর্শন করতে এসেছিলেন? (১৪)
৬. যে সাতটি তত্ত্ব রাজাকে রক্ষা করে তার তালিকা দিন। (১৭)
৭. বৈদিক সভ্যতায় বিবাহের উদ্দেশ্য কি? (২৬)
৮. চিত্রকেতু কিভাবে হর্ষ-শোক নাম সম্বন্ধে অবগত হয়েছিল? (২৯)
৯. চিত্রকেতু কিভাবে পুত্রহীন স্ত্রীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতেন? (৩৮)
১০. কিভাবে কৃতদ্যুতি রাজাকে ঘৃণা করেছিলেন? (৫৪)

উপমাসমূহ ঃ—

৬.১৪.৫ নির্বিশেষবাদীরা সাধারনত আর্থিক পরিশ্রম করে এবং তাই তাদের স্থূল তুষারঘাতি বলা হয়।

৬.১৪.২৫ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মালা অথবা চন্দন আদি সুখপ্রদ বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনি স্বর্গের দেবতাদেরও অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ আমাকে সুখ দিতে পারে না, কারন আমি অপুত্রক।

৬.১৪.৩১ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ শূরলেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতুর বীর্য ধারন করে, রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

৬.১৪.৩৬ দরিদ্র ব্যক্তির যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই মহারাজ চিত্রকেতু বহু কষ্টে সেই পুত্র লাভ করার ফলে, তার প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল।

৬.১৪ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-৭

মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন বৃত্রাসুর যিনি একজন অসুর ছিলেন কিভাবে ভগবানের এইরূপ প্রতি প্রগাঢ় প্রেম বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইটি পরীক্ষিত মহারাজকে হতবাক করে দিয়েছিল কারণ এমনকি হাজার হাজার উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা মুক্তি অর্জন করা সত্ত্বেও কদাচিৎ একজনকে কৃষ্ণ ভক্ত হতে দেখা যায়। এভাবে পরীক্ষিত মহারাজ আরো ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ঃ ৮-৩

শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের উত্তর শুরু করার প্রারম্ভেই তিনি বৃত্রাসুরের উপাখ্যান বলতে লাগলেন যিনি পূর্ববর্তী জীবনে রাজা চিত্রকেতু ছিলেন। রাজা চিত্রকেতুর যদিও লক্ষ লক্ষ পত্নী ছিল তথাপি তিনি একটিও সন্তান লাভ করতে পারেন নি। এক শক্তিশালী ঋষি ভ্রমণ করতে করতে রাজা চিত্রকেতুর রাজপ্রাসাদে এসেছিলেন যেখানে তাঁর রাজার নিয়মানুযায়ী মহিমাময় ভাবে এবং উপযুক্তভাবে ঋষিকে আপ্পায়ন করা হয়েছিল। ঋষি অঙ্গীরা বুঝতে পারলেন যে কেন রাজা চিত্রকেতুর মন সন্তুষ্ট নয়। তাই ঋষি অঙ্গীরার অনুরোধে চিত্রকেতু বললেন যে কোন সন্তান না থাকার কারনেই তাঁর এত উদ্বিগ্ন ঋষি অঙ্গীরা তখন একটি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তিনি রাজা চিত্রকেতুর মহান গুণবতী সম্পন্ন স্ত্রীকে যজ্ঞবশেষ প্রদান করলেন, ফলে তিনি সন্তান সম্ভবা হলেন।

শ্লোক ঃ ৩২-৬১

পুত্র জন্মলাভ করার পর সন্তানহীন রাণীরা ছাড়া তাঁর রাজ্যের অন্যান্য সবাই খুব খুশী হয়েছিলেন। তারা অবহেলিত অনুভব করে ইন্দ্রিয় বিষ প্রয়োগে একমাত্র কুমারকে হত্যা করলেন। নিদারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে রাজা এবং রানী পুত্রের চরম মৃত্যুতে বিলাপ করতে লাগলেন এবং বুঝতে পারলেন না ভগবান তাঁদের অঙ্কন থেকে সন্তানটিকে ছিনিয়ে নিলেন। ঋষি অঙ্গীরা যখন এই দুর্ঘটনার কথা শুনলেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ সেখানে উপস্থিত হলেন।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ—

(PeA) রাজা প্রভু বলে তাঁর কাজ কেবল যারা অধীনে রয়েছে তাদের আদেশ দেওয়াই নয়, কখনো কখনো তাদের উপদেশ পালন করাও তাঁর কর্তব্য। (১৮,১৯)

(PrA) যখন সৎ শাসক পৃথিবী শাসন করেন, তখন সমস্ত আবশ্যাক বস্তুগুলি পর্যাপ্ত পরিমানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সৎ শাসক না থাকলে অভাব দেখা দেয়। (১০)

(AMI) ‘‘গৃহস্থের যদি পুত্র না থাকে তাহলে তার গৃহ মরুভূমি-সদৃশ। (১২)

৬.১৫ রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গীরার উপদেশ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করুন যে কার্যকরী ব্যবস্থা সত্ত্বেও গর্ভধারন ঘটে থাকে তার কয়েকটি তালিকা প্রদান করুন। (৪)
২. কোন্ দুটি বিষয় কোন ব্যক্তির কিরূপ পিতামাতা থাকবে তা নির্ণয় করে? (৭)
৩. ''পঞ্চশিখ-এর'' সংজ্ঞা দিন। (১২-১৫)
৪. ''মহাপৌরুষিক'' এর সংজ্ঞা দিন। (১৮-১৯)
৫. অঙ্গীরা ঋষি প্রথমেই কেন রাজা চিত্রকেতুকে আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করেন নি? (২০)
৬. জীবাত্মা কেন একটির পর আরেকটি জড় দেহ ধারন করে? (২৪)
৭. মন এবং ক্লেশ এই দুই-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। (২৫)
৮. ২৬নং শ্লোকে ঋষিরা শান্তির যে সূত্র প্রদান করেছেন তা কি?

উপমাসমূহ ঃ

৬.১৫.৩ হে রাজন স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একাত্রিত হয় এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়।

৬.১৫.৫ নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে স্বপ্নের অস্তিত্ব থাকে না এবং জেগে ওঠার পরেও তার অস্তিত্ব থাকে না। এই দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী যে কাল তার মধ্যেই কেবল স্বপ্নের অস্তিত্ব এবং তাই তা অনিত্য বলে একদিক দিয়ে মিথ্যা। তেমনই সমগ্র জড় সৃষ্টি এবং আমাদের ও অন্যদের সৃষ্টি সবই অনিত্য।

৬.১৫.২৪ রাত্রে কেউ বাঘ অথবা সর্পের স্বপ্ন দেখে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে তা দর্শন করে, কিন্তু যে মাত্র স্বপ্ন ভেঙে যায়, তখন তার আর অস্তিত্ব থাকে না। তেমনি এই জড় জগৎ আমাদের মনের কল্পনা।

৬.১৫ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষন (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-১৬

শোক সন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অঙ্গীরা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ প্রদান করে বললেন যে মৃতদেহ সম্বন্ধে বিলাপ করার কোন প্রয়োজন নেই, যেমন বালুকারাশি সমুদ্রে কখনো কখনো একত্রিত হয় আবার কখনো বিছিন্ন হয়ে যায়, এই জড় সম্বন্ধ তেমনি আসে আর যায়। তাই উচ্চতর উদ্দেশ্যের কথা জেনে তাদের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিৎ নয়। চিত্রকেতু চোখের জল মুছে ফেললেন এবং এই দুইজন মহাত্মাকে চিনতে পারলেন ও তাঁদের গুণকীর্তন করলেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে স্তুতি করে অনুরোধ করলেন যে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যেন এভাবে এসে তাঁর সমস্ত দুঃখকে অপনোদন করেন।

শ্লোক ঃ ১৭-১৮

ঋষি অঙ্গীরা ব্যাখ্যা করলেন যে পূর্বে যখন তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে চিন্ময় জ্ঞান প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু রাজা পুত্র কামনায় নিমগ্ন ছিলেন যেটা ছিল আশ্রাপ্রত আশীর্বাদ, তাই দেন নি। তাই অঙ্গীরা ঋষি জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সম্বন্ধে রাজা চিত্রকেতুকে উপদেশ দিয়ে বললেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনো মায়াতে আকৃষ্ট না হয় কিভাবে অনাসক্ত হতে হয় সে ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করা উচিৎ। তারপর রাজা চিত্রকেতুকে ঋষি অঙ্গীরা একটি মন্ত্র প্রদান করলেন যেটির ফলস্বরূপ রাজা সাতদিনের মধ্যেই ভগবানকে সরাসরি দর্শন করতে পারবেন।

আলোচনামূলক বিষয়সমূহ ঃ

(PeA) ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই আমরা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি...................কৃষ্ণভাবনামৃত উন্নয়নের জন্য কর্ম করা উচিৎ....... পুরোপরি ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়া দরকার।" (৪)

গোস্বামীদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার সময় ভক্তদের সঙ্গে বাস করা উচিৎ (ভক্ত মনে বাস) (১৯)

(PrA) দুভার্গ্যবশত, এই কলিযুগে বহু ভন্ড রয়েছে, যারা তাদের শিষ্যদের জাদু দেখায় এবং মূর্খ শিষ্যেরা জড় জাগতিক লাভের জন্য এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখতে চায়। (১৬)

(M&M) "জ্ঞানহেতবঃ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এই শ্লোকে যে সমস্ত মহাপুরুষদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নয় কিন্তু তাঁরা প্রকৃত জ্ঞান বিতরন করার জন্য পৃথিবীতে বিচরন করেন। (১২-১৫)

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বাস্তবিকভাবে মানব সমাজকে প্রশান্তির স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। (২৬)

৬.১৬ ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে রাজা চিত্রকেতু হর্ষ-শোকের পিতা ছিলেন না। (৪)
২. 'পণ্যবস্তু' এবং আত্মার মধ্যে তুলনা করে ব্যাখ্যা করুন। (৬)
৩. জড় মমত্ব সম্বন্ধে শ্লোক ৭ কি ব্যাখ্যা প্রদান করে?
৪. জীবকে 'প্রভু' বলা হয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করুন? (৯)
৫. ১৮-১৯ শ্লোকের তাৎপর্যে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
৬. বৈরাগ্য এবং ভক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা ব্যাখ্যা করুন। (২৬)
৭. মহারাজ চিত্রকেতু গৌণ ফলস্বরূপ কি লাভ করেছিলেন? (২৪)
৮. ৩৩নং শ্লোকের তাৎপর্যে স্তব এবং গান সম্বন্ধে প্রভুপাদের শিক্ষাটি কি?
৯. মানুষের যান্ত্রিক কৃতিত্বকে ভগবান কিরূপ বুদ্ধিমত্তা বলে মনে করেন? (৩৫)
১০. 'আর্য' শব্দটির সংজ্ঞা দিন (৪৩)

উপমাসমূহ ঃ

৬.১৬.৬ স্বর্ণ আদি বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে।

৬.১৬.১১ তিনি জীবের ভাল এবং মন্দ আচরণের কার্য এবং কারণের উদাসীন সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। আমাদের মনের রাখা উচিৎ উদাসীন শব্দটির অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন কার্য করেন না। পক্ষান্তরে, এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি স্বয়ং প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুই বিরোধীপক্ষ যখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে আসে, তখন বিচারক নিরপেক্ষ থাকেন কিন্তু তিনি মামলা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৬.১৬.১৫ হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন।

৬.১৬.২৪ লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।

৬.১৬.৩৮ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন লয় হয়ে যায়, তখন দেবতাসহ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাজা ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের ভোগ্যসমূহও নষ্ট হয়ে যায়।

৬.১৬ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-১৬

নারদ মুনি যোগ বলে মৃত রাজপুত্রের জীবন ফিরিয়ে আনলেন এবং রাজপুত্র হিসাবে তার জীবন নির্বাহ করতে বললেন। রাজপুত্র ব্যাখ্যা করলেন যে সে বহু জন্ম অতিবাহিত করেছে এবং বহু তথাকথিত পরিবার লাভ করেছে, কিন্তু কেউই তার প্রকৃত পিতা বা মাতা নন যেহেতু সে সনাতন স্বরূপ। এভাবে জড় চেতনের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক স্তরের কথা প্রচার করে শিশুটি কথা বলা বন্ধ করল এবং চলে গেল। শিশুর মুখে এই কথা শুনে সমস্ত শোকসন্তপ্ত আত্মীয় পরিজনেরা এবং শুভানুধ্যায়ীগন জড় মমত্বের শেকল ছিন্ন করলেন, এভাবে বিলাপ ত্যাগ করে সবাই শিশুটির জন্য উপযুক্ত সৎকার সম্পাদন করলেন। যে সমস্ত পত্নীগন বিষ প্রয়োগ করেছিলেন তাঁরা লজ্জিত হয়ে যমুনাতে অবগাহনের জন্য গেলেন। রাজা চিত্রকেতু আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উপনীত হয়ে স্নানাদি সেরে মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করলেন।

শ্লোক ঃ ১৭-৬৫

নারদ মুনি রাজা চিত্রকেতুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে চতুর্ব্যূহে অবস্থানকারী শ্রীনারায়নের, যিনি জড়া প্রকৃতির প্রভু এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর একটি মন্ত্র প্রদান করলেন। নারদ মুনির নিকট থেকে উপদেশ সমূহ প্রাপ্ত হওয়ার পর রাজা চিত্রকেতু এক সপ্তাহ জপ করার পর তিনি ভগবান শেষ এর সমীপবর্তী হলেন যিনি উত্তম পরিধানে সজ্জিত এবং মহান ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত, এইভাবে ভগবানকে দর্শন করে চিত্রকেতু ভগবানের গুনমহিমা কীর্তন করেছিলেন যেহেতু তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের অধীশ্বর এবং সর্বকারণের কারণ। অবশ্য রাজা চিত্রকেতু ভাগবত ধর্মের গুণ মহিমা কীর্তন করলেন যেহেতু এই ধর্ম যে কোন বৈষম্যের উর্দ্ধে ভগবান অনন্তদেব চিত্রকেতুর প্রার্থনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, কারণ রাজা চিত্রকেতু পরিপূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পরে ভগবান আবার নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলে অদৃশ্য হলেন।

আলোচ্য বিষয় সমূহ ঃ

(PeA) মানুষ যতক্ষণ জড় সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভক্তিযোগের মাহাত্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। (২৬)
ভক্ত যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি আর কোন রকম জড়জাগতিক লাভের আকাঙ্খা করেন না। তখন ভগবান তাঁকে নিশ্চিতভাবে সেবা করার সমস্ত সুযোগ দেন। (৩৪)

(PrA) যে ধর্মের পন্থা অনুশীলনের ফলে কৃষ্ণভক্তি বা ভগবত চেতনার উদয় হয় না, তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। (৪২)

(M&M) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন সকলেই যেন গুরু হয় এবং কৃষ্ণ উপদেশ সর্বত্র প্রচার করে। (৪৩)
"আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সেভাবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি যেভাবে কৃষ্ণ চেয়েছেন।" (৪৩)

(SC) কোন স্ত্রী যদি এই প্রকার জঘন্য কার্য করে (গর্ভপাত) তাহলে সে তার দেহের কান্তি হারিয়ে ফেলবে। (১৪)

৬.১৭ চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. রাজা চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারে ভগবান কেন জড়িত ছিলেন? (৪-৫)
২. ভগবান শিবের রাজা চিত্রকেতুর এবং দক্ষরাজার প্রতি আচরণের পার্থক্য বর্ণনা করুন? (৭)
৩. ভগবান শিবকে রাজা চিত্রকেতুর সমালোচনা করার উদ্দেশ্য কি ছিল? (৯)
৪. ১২নং শ্লোকে পার্বতী কোন দিকটি উপস্থাপন করেছেন?
৫. পুত্র শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। (১৫)
৬. অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারে রাজা চিত্রকেতুর উত্তর / প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন? (১৭)
৭. বদ্ধজীব তার সুখ-দুঃখ কার ওপর আরোপ করে? (১৯)
৮. ২১নং শ্লোকে তিনটি গুণের কি কি প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে?
৯. ‘‘নারায়ণ-পর” শব্দটি সংজ্ঞা প্রদান করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (২৪)
১০. সংকল্প এবং বিকল্পের অর্থ ব্যাখ্যা করুন (৩০)
১১. ‘‘একজন” মনোধর্মী দার্শনিকের সঙ্গে একজন ভক্তের পার্থক্য বর্ণনা করুন। (৩৬)
১২. জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের পার্থক্য কি ঘটায়? (৩৩)

উপমাসমূহ ঃ—

৬.১৭.২০ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জড় জগতে পতিত হওয়া লবণের খনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো। কেউ যদি লবণের খনিতে পতিত হয় তাহলে সে কেবল লবণই আস্বাদন করবে, তেমনই এই জড় জগৎ দুঃখময়।

৬.১৭.২৩ সূর্য-কিরণের প্রভাবে পদ্মফুল বিকশিত হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার ফলে ভ্রমরেরা সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করে কিন্তু ভ্রমরের সুখ-দুঃখের জন্য সূর্যকিরণ অথবা সূর্যমণ্ডল দায়ী নয়। ভগবান যদিও সব কিছুর মূল কর্তা, তবুও তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে তিনি জীবের সুখ এবং দুঃখ অথবা বন্ধন এবং মুক্তির জন্য দায়ী নয়।

৬.১৭.৩০ ভ্রান্তিবশত যেমন একটি ফুলের মালাকে সর্প বলে মনে হয়, অথবা স্বপ্নে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তেমনই এই জড় জগতে অবিবেকবশত সুখ এবং দুঃখকে ভাল এবং মন্দ বলে মনে করে তাদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করা হয়।

৬.১৭ অধ্যায় কথাসার

শ্লোক ঃ ১-২৫

রাজা চিত্রকেতু অনন্তদেবকে দর্শনের পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভগবান বিষ্ণু প্রদত্ত বিমানে বিচরণ করতে লাগলেন। আকাশ পথে বিচরণ কালে তিনি ভগবান শিব সম্বলিত সাধুপুরুষদের একটি সভা হঠাৎ দেখতে পেলেন যেখানে ভগবান শিবের অঙ্কে পার্বতী বলেছিলেন, এরূপ মহান ব্যক্তির নিকট একটি লজ্জাজনক ব্যবহার লক্ষ করে চিত্রকেতু হেসে তাঁর ব্যবহারের সমালোচনা করলেন এবং চিন্তা করলেন যে এটি তপশ্চর্যার এক অনুপযোক্ত প্রভু। যদিও মহাদেব হেসে নীরব রইলেন এবং তাঁর অনুচর সদস্যারাও শান্ত হয়ে রইলেন পার্বতী মহাদেবের নিকট উচ্চৈশ্বরে প্রশ্নের মাধ্যমে বললেন যে মহাদেবের মতো একজন ধর্মগুরুর নিকট কিভাবে সে দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে, তাই অভিশাপ দিলেন যে চিত্রকেতু যে অসুরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রাজা চিত্রকেতু এই অভিশাপ অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে তিনি মহাদেব এবং পার্বতীকে বিনম্রভাবে প্রণাম করেছিলেন। পরে তিনি এই অভিশাপ স্বীকার করে বললেন তাঁরাই অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষ। তিনি তারপর সঠিকভাবে জড়া প্রকৃতির কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন এবং কিভাবে সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রাধীনে তা বললেন। তিনি যা যা বললেন তা সবই ঠিক এবং অভিশাপ গ্রহণ করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

শ্লোক ঃ ২৬-৪১

ভগবান শিব এরূপ বৈষ্ণবের আচরণে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যিনি নিরাসক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সভাস্থ মহর্ষিদের গুণকীর্তন করলেন। যদিও রাজা চিত্রকেতু পার্বতীর অভিশাপে প্রতি অভিশাপ দিতে পারতেন তথাপি বিনম্রভাবে অভিশাপ প্রাপ্ত হলেন যদিও তিনি অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করলেন তথাপি তিনি একজন পূর্ণ বৈষ্ণব ছিলেন।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ

(PeA) বৈষ্ণবের পক্ষে কখনো অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ নয়। (১০)

ভক্ত যদি নিজেকে ভক্তিমার্গে উন্নত বলে মনে করে গর্বোদ্ধত হয়, তা হলে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয়ে অবস্থান করার অযোগ্য হয়। (১৪)

এটি ভক্তের মাহাত্ম। বিনীতভাবে তোমার শাপ সহ্য করে তিনি তোমার সৌন্দর্য এবং অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতার মহিমা অতিক্রম করেছেন। (২৭)

(PrA) অসুবিধা অবশ্য হচ্ছে এই যে, সাধারন মানুষ মহাদেবের আচরন দেখে তাঁর অনুকরণ করতে পারে। (৯)

(AMI) স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, স্ত্রীর বোধশক্তি পুরুষের থেকে সর্বদাই নিকৃষ্ট। (৩৪)

৬.১৮ দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. অসুরদের দৈত্য বলা হয় কেন? (১০)
২. কেন দিতি ইন্দ্রকে শাস্তি প্রদান করতে চেয়েছিলেন? (২৪)
৩. "একান্ত ভূতানি" শব্দটি ব্যাখ্যা কর। (৩০)
৪. জড় আসক্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে কি কি অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে? (৩৪)
৫. ইন্দ্রকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে দিতি কিভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে অনুসরণ করতেন? (২৯, ৩৭)
৬. কখনো কখনো দেবতাদের "অমর" বলা হয় কেন? (৩৭)
৭. পারিবারিক জীবনের অবক্ষয় এবং উন্নতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (৪০)
৮. পতন এড়িয়ে চলার জন্য ৪১নং শ্লোকে কি উপদেশ দেওয়া হয়েছে?
৯. কশ্যাপ মুনি তাঁর অসুবিধা দূর করার জন্য কি সমাধান দিয়েছিলেন? (৪৩)
১০. পুংসবনব্রত অনুসরনে দিতি কি কি সম্ভাব্যফল লাভ করেছিলেন? (৫৪)
১১. দিতির পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য ইন্দ্রের খসড়া কি ছিল? (৫৪)
১২. মরুৎদেব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত বর্ণনা করুন। (৭১-৭৩)

উপমাসমূহ ঃ

৬.১৮.৪১ স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে?

৬.১৮.৪১ এই ধরনের কোন নারী যখন পুরুষের সেবা করতে আসে, তখন তাকে তৃনাচ্ছাদিত একটি অন্ধকূপ বলে বিবেচনা করা উচিৎ। মাঠে এই ধরনের অনেক কূপ আছে এবং মানুষ তা জানে না, সে ঘাসের মধ্যে দিয়ে এই কূপে পতিত হয়।

৬.১৮.৫৮ মৃগহত্যা ব্যাধ যেমন মৃগচর্মের দ্বারা তার শরীর আচ্ছাদনপূর্বক মৃগরূপে ধারন করে মৃগের সেবা করে। তেমনই ইন্দ্র অন্তরে দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বন্ধুভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন।

৬.১৮ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-২১

শ্রীশুকদেব গোস্বামী আদিত্যদের এবং দৈত্যদের উভয়ের বংশানুক্রমি তালিকা প্রদান করলে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন যে (৪৯) ঊনপঞ্চাশ মরুতেরা দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেও কিভাবে দেবতাদের স্থিতিতে উন্নত হলেন।

শ্লোক ঃ ২২-৫৩

শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা দিলেন যে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য প্রদানের জন্যই আবির্ভূত হয়ে দিতির দুই পুত্র হিরণাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন। দিতি ইন্দ্রের নিষ্ঠুর ও পাপময় কার্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে অপর একটি পুত্র জন্মানোর বাসনা করলেন যে পুত্রটি ইন্দ্রকে হত্যা করে মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিশোধ নেবে। তাঁর এই বাসনাপূর্ণ করার জন্য দিতি নিজেই তাঁর পতি কশ্যাপের মন অতি চতুরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনলেন এবং এই পরিস্থিতিতে যে কোন আশীর্বাদ তিনি চান তা প্রদান করলেন। যখন দিতি বললেন যে তিনি যে পুত্রটি তিনি চান সেটি ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, তখন তিনি নিজেকে নির্বোধ এর মতো মনে করে বিলাপ করতে লাগলেন কারন তিনি জড়া প্রকৃতির মায়ায় কবলিত হয়েছেন। যেহেতু কশ্যাপমুনি প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করতে চান না তাই তিনি সম্মত হলেন কিন্তু তিনি দিতিকে এক বৎসর একজন বৈষ্ণবের তপশ্চর্যার ন্যায় কঠোর ব্রত গ্রহণ করতে বললেন, অন্যথায় যে পুত্রটি জন্মগ্রহন করবে সে ইন্দ্রের শত্রু হওয়ার পরিবর্তে একজন মহান বন্ধু হবে।

শ্লোক ঃ ৫৬-৭৮

ভগবান ইন্দ্র যখন অবগত হলেন যে দিতির পরিকল্পনা কেবল তাকে হত্যা করা। তাই খুব সন্নিকটে থেকে নিরীক্ষণ করে কিভাবে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া যায় তার সেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। একরাত্রে দিতি নৈশ ভোজনের পর শয়নের পূর্বে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখমণ্ডল ধৌত করতে ভুলে গেলেন। সেই পরিস্থিতিতে ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভকে সাতটি খণ্ডে কেটেছিলেন। যখন সেই সাতটি খণ্ড ক্রন্দন করতে লাগলেন, তখন তিনি তাদের পুনরায় আরো সাতটি খণ্ডে কেটেছিলেন। তখন ঊনপঞ্চাশটি খণ্ড ইন্দ্রকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাদের না হত্যা করে তারা তারা তাঁরই ভাই। পরে ইন্দ্র যখন বুঝতে পারলেন যে গর্ভস্থ পুত্রগণ তাঁর শত্রু নয় তখন তিনি তাদের আর পুনরায় কোন ক্ষতি করবেন না বলে অভয় দিলেন, দিতি জাগ্রত হয়ে ঊনপঞ্চাশ পুত্র সহ ইন্দ্রকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দিতি ব্যাখ্যা করলেন যে ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্যই তিনি দুষ্কর ব্রত সাধন করেছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীয় পন্থায় ব্রত সম্পাদন করার জন্য তিনি শত্রুকে হারিয়েছিলেন। ইন্দ্র স্বীকার করলেন যে, তিনি তাঁর গর্ভ নষ্ট করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভক্তিযোগ অবলম্বন করার কারণেই তাঁর গর্ভ রক্ষা পেয়েছিল। এভাবে দিতি ভগবান ইন্দ্রকে ক্ষমা করলেন।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ

(PeA) / (AMI) এগুলি শাস্ত্রের প্রামানিক উপদেশ। তাই নারীদের সঙ্গে লেনদেন করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিৎ। (৪১ ও ৪২)

(PrA) আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা টেস্টটিউবে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বহুকাল পূর্বেও পাত্রে বীর্য সংরক্ষণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব ছিল। (৬)

৬.১৯ পুংসবন ব্রত অনুষ্ঠান বিধি

পূর্ব স্বাধ্যায়

১. লক্ষ্মীদেবীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে লোকেরা কি ভুল করে? (৬)
২. যদি কেউ ঐশ্বর্য কামনা করেন তাহলে তাকে কি অনুমোদন প্রদান করা হয়? (৯)
৩. জড় জগতে লক্ষ্মীদেবীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়? (১১)
৪. মাধ্যাচার্যের মত অনুযায়ী দুইটি তত্ত্ব কি কি? (১৩)
৫. লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তটি কি? (১৩)
৬. লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিভিন্ন বোধগম্যতা কিভাবে আমরা গণ্য করতে পারি? (১৩)
৭. ১৮নং শ্লোকের তাৎপর্যের নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৮. পুঃসবন ব্রত সম্পাদনের মাধ্যমে কি কি উপকার লাভ করা যায়? (২৫)
৯. বিভিন্ন লোকে এই ব্রত সম্পাদনে যে ছয়টি উপকার লাভ করেন তার তালিকা দিন। (২৬-২৮)

৬.১৯ অধ্যায় একনজরে পর্যবেক্ষণ (অধ্যায় কথাসার)

শ্লোক ঃ ১-২৮

পুংসবন ব্রতের পদ্ধতি বা উপকারের পরিপূর্ণ বিবরণ এই অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধতা, যথোপযুক্ত অলংকৃতকরণ, সজ্জা প্রভৃতির লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রতি বিশেষ স্তোত্র প্রদান করা উচিৎ। তারপর বিভিন্ন নিয়মাবলী অনুযায়ী বিগ্রহ সেবা করা উচিৎ। এবং যজ্ঞে ঘি আহুতি করার সময় আর এক প্রকার মন্ত্র প্রদান করতে হবে লক্ষ্মীদেবী এবং বিষ্ণুর প্রতি পূজা থেকে সমস্ত উপকরণ পরিস্কার করে ধৌত করার পর উপাসনার পদ্ধতি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এভাবে পতি-পত্নী তাদের মন ও ইন্দ্রিয়সমুহকে ভগবানে নিমগ্ন করে প্রেমময়ী ভক্তি যোগের দ্বারা উভয়ে উপকৃত হবেন। প্রসাদ এবং মালাসমূহ, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং পতি পুত্রবতী স্ত্রীদের পূজা করবেন। এক বৎসর এই পদ্ধতিটি সম্পাদন করার পর, কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় উপবাস করার পর পরদিন সকালে পত্নী তাহাদের সহিত মহাউৎসবের রান্না করবেন ব্রাহ্মণ, গুরু, আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবদের জন্য। যদি সঠিকভাবে এগুলি সম্পাদন করা হয়, তাহলে পরিবার সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করবে এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজন পরিপূর্ণ হবে।

আলোচনামূলক বিষয় ঃ—

(PeA) নারায়ণকে ছাড়া লক্ষ্মীকে কেউ ঘরে রাখতে পারে না। কেউ যদি মনে করে যে তা সম্ভব। তা হলে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লক্ষ্মী বা ভগবানের সম্পদকে ভগবানের সেবায় না লাগিয়ে যদি নিজের সেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কারণ তখন লক্ষ্মীদেবী মায়াতে পরিণত হয়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে থাকলে লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন পরাশক্তি। (৬)

(Und) লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুতত্ত্ব। (১৩)

(PrA) ভগবান সমস্ত সম্পদ সমন্বিত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের উপর নির্ভর করেন। (৫)

ভগবানের প্রতিনিধি রূপে পতিকে প্রসাদ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন। (১৭)

ইউনিট ২৪ পাঠ প্রয়োজন
এই ইউনিট-এ শেষে ছাত্ররা নিম্নলিখিত বিষয়ে সমর্থ হবে।

Understanding

* রাজা চিত্রকেতুর ইতিহাস এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্যে যে সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করুন।
* একনজরে পর্যবেক্ষণ করে উপস্থাপন করুন ঃ-
    * চিত্রকেতু ইতিবৃত্ত (অধ্যায় ১৪-১৭)
    * মরুতদের ইতিবৃত (১৮,১৯-৭৮)
* দার্শনিক গুরুত্বের দিকগুলি উপস্থাপন করুন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে।
* নারদমুনির চিত্রকেতুকে দেওয়া মন্ত্র (১৬,১৮-২৫)
* ভগবান সঙ্কর্ষণ-এর প্রতি রাজা চিত্রকেতুর প্রদত্ত স্তোত্রসমূহ (১৬,৩৪-৪৮)
* রাজা চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান সঙ্কর্ষনের উপদেশ (১৬.৫০-৬৫)
* ১৯.১৩ শ্লোকের সমর্থনে লক্ষ্মীদেবীর স্থিতি দৃষ্টান্তের সহিত সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করুন।

Preaching Application

* একজন রাজা এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সহযোগীতার ব্যাপারে ঋষি অঙ্গিরার উপদেশ থেকে ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিকনীতিগুলি তুলে ধরুন। (১৪.১৭-১৯)
* রাজা চিত্রকেতুর দৃষ্টান্তের প্রেক্ষাপটে ভক্তি ও বিগ্রহের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন। (১৬.২৬)
* নীচের বিবরণ থেকে তাদের নিজেদের জীবনের গুরুত্ব আলোচনা করুন......"ভক্ত যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরনাগত হন, তখন তিনি আর কোন রকম জড় জাগতিক লাভের আকাঙ্খা করেন না, তখন ভগবান তাকে নিশ্চিতভাবে সেবা করার সমস্ত সুযোগ দেন।" (১৬.৩৪)

রাজা চিত্রকেতুর ভগবান শিবের প্রতি সমালোচনা থেকে পাওয়া সাধারণ নীতিগুলি একজন বৈষ্ণবের সংগত ও অসংগত মনোভাবের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের সহিত ব্যাখ্যা করুন। (১৭.১০, ১৪-১৫)

* ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিকতায় আলোচনা করুন ঃ-
* পার্বতীর দ্বারা রাজা চিত্রকেতুর অভিশপ্ত হওয়ার......সাড়া। (১৭.১৬-২৫, ২৭, ৩৭)
* ভক্তদিগের সৌন্দর্যে ভগবান শিবের বর্ণনা। (১৭.২৭-৩৫)
* স্ত্রীলোকদের প্রতি কশ্যপ মুক্তি এবং শ্রীল প্রভুপাদের বিবরণ সমূহ ইসকন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে যে প্রাসঙ্গিকতা তা আলোচনা করুন। (১৮.৪১-৪২)
* লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আচরনে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের গুরুত্ব আলোচনা। (১৯.৬)

Preaching Application

* নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নারদ ও অঙ্গিরা ঋষির উপদেশ এবং রাজা চিত্রকেতুর পুত্রের পুনর্জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ—
* জড় জগতের সম্বন্ধসমূহের সঠিক বোধগম্যতা (১৫.২-৮, ১৬.৪-১১)
* সমস্ত ক্লেশের কারন হিসাবে জীবনের দৈহিক ধারনা (১৫.১৯-২৬)
* সৎ গুরু ও সৎ শিষ্যের যোগ্যতা বর্ণনা করুন। (১৫.১২-১৬)
* সবচাইতে উত্তম ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় বৈশিষ্ট, ভাগবত-ধর্ম এর সাথে অন্যান্য ধর্মীয় বৈশিষ্টের বৈষম্যের নীতিগুলি উপস্থাপন করুন। (১৬.৪০-৪৩)
* ব্যাখ্যা দিন কেন সাধারন মানুষের পক্ষে ভগবান শিবের কার্যাবলী অনুকরন করা ভুল (১৭.৯-১০)
* বৃত্রাসুরের দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে একজন ভক্তের আধ্যাত্মিক সম্পদসমূহ কখনো হারায় না তা উদাহরনের সহিত স্থাপন করুন। (১৭-৩৮)
* প্রাচীনকালে "টেস্টটিউব" পদ্ধতি দ্বারা জীবের বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাটি উপস্থাপন করুন। (১৮.৬)
* ভগবান যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ তথাপি তাঁর ভক্তদের উপর নির্ভরশীলতার ধারনা ব্যাখ্যা করুন। (১৯.৫)
* ভক্তিযোগের বিশুদ্ধ শক্তি যেমন মরুতদের ইতিহাসে দেখা যায় তা উপস্থাপন করুন। (অধ্যায় ১৮)

Mood & Mission :
১৫ এবং ১৬ অধ্যায় থেকে বিবরণসমূহ সনাক্ত করুন যা প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

Academic & Moral Integrity :
আলোচনা করুন কিভাবে নিম্নলিখিত বিবরণ সমূহ যথোপযুক্তহীন ভাবেও প্রযোজ্য হতে পারে।

* "গৃহস্থের যদি পুত্র না থাকে, তাহলে তার গৃহ মরুভূমি সদৃশ।" (১৪.১২)
* "স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, স্ত্রীর বোধশক্তি পুরুষের থেকে সর্বদাই নিকৃষ্ট।" (১৭.৩৪)

Sastra-Caksusa :
গর্ভপাতের ফল এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা এবং এরূপ পাপময় কর্ম থেকে অব্যাহতি। (১৬.১৪)

ভক্তিবৈভব চূড়ান্ত লিখিত প্রবন্ধের মূলনীতি

ভক্তি বৈভবের সফল পরীক্ষার্থী শ্রীমদ্ভাগবতের ১-৬ স্কন্ধ থেকে একটি নির্বাচিত বিষয়ের ওপর একটি চূড়ান্ত লিখিত প্রবন্ধ অর্পণ করবেন। লিখিত প্রবন্ধ অর্পণের পূর্বে পরীক্ষার্থী বিষয়টির উপর একটি ২৫০০ শব্দের কাগজ দাখিল করবেন। বিষয়টি বিস্তৃত আবেদন থাকার কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথাপি প্রগাঢ় প্রতিবেদনের দিকটি ৬০ মিনিটের মধ্যে অনুমোদন করা হয়। লিখিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্যসমূহ এবং নির্ধারিত অনুপাত নীচে দেওয়া হল। প্রবন্ধ লেখার সময় পরীক্ষার্থী যে যে বিষয়ের উপর সক্ষম হবেঃ—

উপস্থাপন ক্ষমতাবলী (15%)

* প্রাথমিকভাবে কথাবলা এবং শ্রবণদক্ষতায় কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করুন
* উপযুক্ত ভাষা এবং গতির সহিত কথা বলুন।
* মূল ভাষা, চক্ষুসংযোগ এবং বিভিন্ন শিক্ষার উপকরণসমূহ ভালো কাজে লাগান।
* স্মৃতিশক্তি থেকে শ্লোকসমূহ সঠিক উচ্চারণের সহিত তাদের হুবহু অর্থসমূহ উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃতি দিন।
* ভাগবতমের সিদ্ধান্তসমূহকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করুন।
* কার্যকরী সময় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করুন ঃ মোট ৬০ মিনিট, ১০-১৫ মিনিট প্রশ্ন উত্তর সহ।

বোধগম্যতা (25%)

* শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১-৬ থেকে বিষয় বস্তুর ঘটনা এবং ঘটনা পঞ্জী সঠিকভাবে উপস্থাপন করুন।
* নির্বাচিত বিষয় থেকে অর্থের সুক্ষ প্রভেদ, দার্শনিক দিকগুলি কিছুটা গভীরতা সহকারে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।
* কোন আপাত অসংগতি বিষয়ের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিন।

উদ্দেশ্য এবং মনোভাব (15%)

* ইসকনের ক্ষেত্রে প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবের অন্তদৃষ্টির বিষয় থেকে বস্তুগুলি উপস্থাপন করুন।
* প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবে উপস্থাপিত দিকগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ (20%)

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের গুরুত্ব উপস্থাপন করুন এবং কিভাবে উপস্থাপিত দিকগুলি আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রদর্শন করুন।

Preaching Application (25%)

শ্রোতৃমণ্ডলীর (যেমন ভক্ত, নেতা, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি) প্রতি লক্ষ্য চিহ্নিত করুন। এবং এমনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন যা ঐ শ্রোতাদের জন্য উপযুক্ত।

* কমপক্ষে ভাগবতমের পাঁচটি শ্লোক আংশিক বা পূর্ণভাগে তুলে ধরুন যা শ্রোতাদের এবং বিষয়ের প্রতি প্রাসঙ্গিক।
* গল্প, মজার গল্প, উপমা এবং উদাহরণ সমূহের সহিত দিকগুলি সমর্থন করুন।
* শ্রোতাদের নাটক অভিনয়, সন্দেহসমুহ উঠিয়ে এবং দূরীভূত করে কার্যকরীভাবে মনে বিশ্বাস জমানো।
* নির্বাচিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর সন্তুষ্টজনকভাবে দেওয়া উচিৎ।

নোট ঃ—পরীক্ষার্থীরা সময়মত আরম্ভ এবং সমাপ্ত করবেন অথবা কোর্স কোঅর্ডিনেটর এর বিচক্ষণ অনুযায়ী নম্বর হ্রাস করা যেতে পারে।

ভক্তিবেদান্ত চূড়ান্ত প্রবন্ধ লিখন

ছাত্র/ছাত্রীর নাম.. নম্বর পত্রের নমুনা

বক্সগুলিতে পরপর ১ থেকে ১০ এর মধ্যে নম্বর দেওয়া আছে। ১ হল সবচেয়ে কম, ১০নং হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

উপস্থাপন দক্ষতা (15%)

* প্রাথমিকভাবে বলার ক্ষেত্রে এবং শ্রবণশক্তির ক্ষেত্রে সামর্থ প্রদর্শন করুন।
* উপযুক্ত ভাষা এবং গতির সঙ্গে কথা বলুন।
* মূলভাষা, চক্ষুসংযোগ এবং বিভিন্ন শিক্ষনীয় উপকরন ভালো ব্যবহারে কাজে লাগান।
* সতস্ফুর্তভাবে স্মৃতিশক্তি থেকে শ্লোক সমূহ সঠিক উচ্চারণের সহিত তাদের হুবহু অর্থ সমূহ উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃতি দিন।
* ভাগবতের সিদ্ধান্তসমূহকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করুন।
* কার্যকরী সময় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করুন ঃ মোট ৬০ মিনিট ১০-১৫ মিনিট প্রশ্নউত্তর সহ।

বোধগম্যতা (25%)

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১-৬ থেকে বিষয় বস্তু ঘটনা, ঘটনাপঞ্জী সঠিকভাবে উপস্থাপন করুন।
* নির্বাচিত বিষয় থেকে অর্থের সুক্ষ প্রভেদ, দার্শনিক দিকগুলি কিছুটা গভীরতা সহকারে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।
* কোন আপাত অসংগতি বিষয়ের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিন।

উদ্দেশ্য এবং মনোভাব (15%)

* ইসকনের ক্ষেত্রে প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবের অন্তদৃষ্টির বিষয় থেকে বস্তুগুলি উপস্থাপন করুন।
* প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ও মনোভাবের উপর উপস্থাপিত দিকগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ (20%)

* নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত বিষয়ের গুরুত্ব উপস্থাপন করুন এবং কিভাবে উপস্থাপিত দিকগুলি আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রদর্শন করুন।

প্রচার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঃ (২৫)

* শ্রোতৃমণ্ডলীর যথা (ভক্ত, নেতা, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি) প্রভৃতিদের সনাক্ত করুন এবং এমনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন যা ঐ শ্রোতাদের জন্য উপযুক্ত।
* কমপক্ষে ভাগবতের পাঁচটি শ্লোক আংশিক বা পূর্ণভাবে তুলে ধরুন যা শ্রোতাদের এবং বিষয়ের প্রতি প্রাসঙ্গিক।
* গল্প মজার গল্প, উপমা এবং উদাহরণ সমূহের সহিত দিকগুলি সমর্থন করুন।
* লক্ষ শ্রোতাদের নাটক অভিনয়, সন্দেহ সমূহ উঠিয়ে এবং দূরীভূত করে কার্যকারীভাবে মনে বিশ্বাস জমান।
* নির্বাচিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর সন্তুষ্টজনকভাবে দেওয়া উচিৎ।

নোট ঃ— কোর্স কোওর্ডিনেটর আপনার জন্য নম্বর তালিকা ছেড়ে যাবেন যাতে আপনি চিহ্নিত করেন। উপস্থাপনের সময় একটি আলাদা কাগজে সুন্দরভাবে চিহ্নিত করবেন। এবং প্রশ্ন উত্তর এর শেষে আপনার দাগে চিহ্ন দেবেন। উপস্থাপক ছাত্রদের এবং কোর্স কোওর্ডিনেটর এর নিকট থেকে পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য নেবেন এবং তারপর উত্তর দেবেন।

ভক্তিবেদান্ত মডিউল ২ নির্ধারিত পর্যবেক্ষণ
বন্ধ বই এবং শ্লোক মূল্যায়ণ

* বন্ধ বই প্রশ্নসমূহ প্রতি ইউনিটের শেষে করা হয়, এতে ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি যাচাই করা হয়। বন্ধ বই প্রশ্নপত্রে মোট দশটি প্রশ্ন প্রাথমিক স্বাধ্যায় প্রশ্ন এবং উপমাসমূহ থেকে সাথে সাথে প্রতিটি ইউনিট এবং অধ্যায় এক নজরে পর্যবেক্ষণ থেকে তোলা হয়।
* ব্যক্তিগতভাবে শ্লোকসমূহ মুখস্ত নেওয়া হয় মৌখিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য।
কোর্স কোঅর্ডিনেটর বিশেষ ছাত্রদের শ্লোক মূল্যায়ণের ব্যাপারে নির্বাচন করবেন যাতে সুবিধাজনকভাবে অন্যান্য ছাত্রদের সময়মতো সমাধান করতে পারেন। মডিউল শেষের দুই সপ্তাহ পূর্বেই শ্লোক মূল্যায়ণ অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

খোলা বই মূল্যায়ণ ঃ
খোলা বই প্রশ্নসমূহ কোন ইউনিট এ শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রতি ইউনিটের শেষ অধ্যায় এর পরেই পরীক্ষা হবে। খোলা বই প্রবন্ধ সমূহ পরবর্তী ইউনিট শুরু হওয়ার পূর্বের দিন জমা দিতে হয়। এই কোর্সের প্রাণবন্ত সময়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য যাতে না পিছিয়ে পড়ে, সেই কারণে বিলম্বে দাখিল করলে নম্বর হ্রাস পেতে পারে।

উপস্থাপন সমুহ ঃ
কোর্স চলাকালীন প্রতিটি ছাত্র দুইটি উপস্থাপন প্রস্তুত করবে—একটি হল ব্যক্তিগত বক্তৃতা এবং অপরটি হল চূড়ান্ত লিখিত প্রবন্ধ। একটি ছাত্রের সর্বোপরি স্কোর মডিউলের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র থেকে নির্দেশ করা হবে।

বন্ধ বই কুইজ এবং শ্লোক 30%
খোলা-বই প্রশ্নোত্তর 10%
শ্লোক 20%
খোলা বই প্রশ্নসমুহ 35%

উপস্থাপন 35%
ব্যক্তিগত বক্তব্য 15%
ব্যক্তিগত লিখিত প্রবন্ধ 20%

ছাত্রছাত্রীগণ যাঁরা ১২টি ইউনিট সমাপ্ত করবেন এবং গড় স্কোর 65% শতাংশ অর্জন করবেন তাহলে মূল্যায়ণ তালিকায় ঐ মডিউল এ উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন। ছাত্রছাত্রীরা যাঁরা ভক্তিবৈভব মডিউল ১ এবং ২ এ উত্তীর্ণ হবেন তাঁর ইসকন পরীক্ষক বোর্ড ভক্তিবৈভব ডিপ্লোমা লাভ করবেন।
এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার ঃ—ভক্তিবৈভব গ্র্যাজুয়েটেরা যাঁরা ভাগবতম থেকে একটি উন্নত স্বাদ ধারাবাহিকভাবে শেখার জন্য পারস্পরিক বিনিময় করেছেন তাঁরা শ্রীল প্রভুপাদ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে অন্তহীন আশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার কাছে "এই পৃথিবীতে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই, এবং তাঁর থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না। (ভ.গী ১৮.৬৯)

BHAKTIVAIBHAVA MODULE 2
SELECTED VERSES TO REMEMBER

SB Canto 4	SB Canto 5	SB Canto 6
4.3.23	5.5.1	6.1.10
4.22.39	5.5.2	6.1.13
4.30.19	5.5.4	6.1.15
4.30.35	5.5.5	6.1.40
4.31.14	5.5.8	6.3.19
5.5.18		6.3.20
5.12.12		6.3.21
5.18.11		6.3.22
5.18.12		6.3.31
		6.14.5
		6.17.28
		Total 24

Brahmā-saṁhitā		
1.1		5.42
5.29	5.43	
5.30		5.44
5.31	5.45	
5.32	5.46	
5.33	5.47	
5.34	5.48	
5.35	5.49	
5.37		5.50
5.38	5.52	
5.39	5.54	
5.40	5.55	
5.41	5.56	
Total 26		

Bv2 Grand Total Verses: 50

Bhaktivaibhava Module 2 Assessment Overview

Closed-Book & Śloka Assessments
Closed-book quizzes occur at the end of each unit, assessing the students' memory of that unit. Closed-book quizzes typically contain ten questions drawn from the Preliminary Self-Study questions & Analogies as well as the Chapter Overview for each unit.
Ślokas to be memorized are assessed orally on an individual basis. The Course Coordinator will select specific students to serve as śloka assessors, who will work out convenient testing times with their fellow students. Śloka assessments must be completed no later than two weeks before the end of the module.

Open-Book Assessment
Open-book questions, based upon the Learning Objectives for a unit, appear after each unit's last chapter. Open-book essays for a unit are due the day the next unit starts. As an incentive not to fall behind the course's brisk pace, marks may be deducted for late submissions.

Presentations
During the course, each student will make two presentations—an Individual Lecture and a Final Dissertation.

Grades
A student's overall score for the module will derive from the following formula:

Closed-Book Quizzes & Ślokas 30%
Closed-Book Quizzes 10%
Ślokas 20%
Open-Book Questions 35%
Presentations 35%
Individual Lecture 15%
Individual Dissertation 20%

Students who complete all 12 units and achieve an average score of 65% or over in each of the above assessment categories will be credited with a pass in the module. Students achieving a pass in Bhaktivaibhava Modules 1 & 2 will receive an ISKCON Examinations Board Bhaktibhaibhava Diploma.

And the supreme award? Bhaktivaibhava graduates who have developed a taste for sharing what they continue to learn from the Bhāgavatam receive everlasting blessings from Śrīla Prabhupāda and Lord Kṛṣṇa: "There is no servant in this world more dear to Me than he, nor will there ever be one more dear." (Bhagavad-gita As It Is, Chapter 18, verse 69)